অমুসলিমদের নিকট ইসলাম প্রচারের দায়ীত্ব

আ.জ.ম. শামসুল আলম

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

অমুসলিমদের নিকট ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব

এ.জেড.এম. শামসুল আলম

প্রকাশক

এস এম রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

গ্রন্থ সত্ব

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল

একুশে ফেব্রুয়ারী ২০১০

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ

আরিফুর রহমান

মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা 0009।

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১৬৩৮৮৫

Amuslimder Nikat Islam Procharer Dayetho (Preaching of Islam to non Muslims) Written by **A.Z.M. Shamsul Alam**, published by S.M. Raisuddin, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. Niaz Mangil, 922 Jubilee Road, Chittagong and 125, Motijheel Commercial Area, Motijheel, Dhaka-1000 First Edition Ekuse February 2010, **Price : 200.00 Only. US$. 10.00 ISBN- 984-70241-0008-5**

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ইসলাম ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করে ইসলাম পাবন্দ মানুষের নিকট দ্বীনশিক্ষা প্রসারের কাজে খেদমত করে আসছে। এ পুস্তকের লেখক এ জেড এম শামসুল আলম একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক বহু গ্রন্থ প্রণেতা, সাবেক সচিব এবং সাবেক মহা পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন। লেখক এই বইতে ইসলাম ধর্মের দাওয়াত অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া যে প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব তা কোরআন হাদীসের আলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিদায় হজ্বের ভাষনে প্রিয় নবী মুহাম্মদ (স:) এর একটি নির্দেশ ছিল তাঁর উম্মতের প্রতি-আমার একটি বানীও যদি তোমাদের কাছে থাকে তা অন্যের নিকট পৌছে দাও (বাল্লিগূ আন্নি ওয়া লাও আয়াতান)। আমরা মুসলিমগণ বিশ্ব নবীর হাজার হাজার হাদীস জানা সত্ত্বেও কয়টি হাদিস অমুসলিমদের নিকট পৌছাই ?

আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালার মহা সতর্ক বাণী রয়েছে। "আল্লাহর নিকট হতে তার (বান্দার) প্রতি যে শাহাদাত রয়েছে, তা যে গোপন করে তার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হতে পারে (মান আজলামু মিম্মান কাতামা শাহাদাতান এনদাহু মিনাল্লাহ) সুরাহ বাকারা:-আয়াত ১৪০"? আমরা যারা আল কুরআনের বানী অমুসলিমদের কাছে পৌছাই না তাদেরকে আল কুরআনের ভাষায় জালিম বলা হয়েছে। আল কুরআনের ভাষায় যাদেরকে জালিম বলা হয়েছে তাদের নাজাতের সম্ভাবনা কতটুকু?

ইসলাম, ঈমান, আল কুরআন, মুসলিমদের নিকট মহান আল্লাহ তায়ালার আমানত। এ আমানত অমুসলিমদের নিকট পৌছে দেওয়া মুসলমানদের দায়িত্ব। এ দায়িত্বের খেয়ানত হলে আমাদের মুক্তির সম্ভাবনা কতটুকু? মহান আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির প্রতি ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবী রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। মহানবী মুহাম্মদ মোস্তফা (স:) ছিলেন সর্বশেষ নবী।

নবুওয়াতের দরজা বন্দ হয়ে গেছে। এর তাৎপর্য হলো ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া অর্থাৎ শেষ নবীর ওয়ারিশ অর্থাৎ উম্মতের উপর। এ দায়িত্ব পালন না করার কারনে প্রত্যেক মুসলিমকে আখিরাতে গ্রেফতার এবং জবাবদিহী হতে হবে।

আল কুরআন শুধু মুসলিমদের নিকট নাজিলকৃত ধর্মগ্রন্থ নয়। এটা বিশ্ব মানবের সম্পদ। আল কুরআনে মুসলিম শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে ২ বার। কিন্তু নাস (মানব জাতি) শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে ২৪২ বার। বিশ্ব মানবের জন্য নাজিলকৃত

www.nagorikpathagar.org

কুরআনের বাণী হযরত আদমের সকল আওলাদের নিকট না পৌছিয়ে মুসলিমগণ যদি তা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে, তবে কি তাদেরকে শেষ বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তায়ালার পবিত্র আমানত খেয়ানতকারী হিসাবে দাঁড়াতে হবে না? আল কুরআনের ইকরা (পাঠ কর) শব্দটি এসেছে ৩ বার। কুল (অন্যকে) বল শব্দটি এসেছে ৩৩২ বার। আল কুরআনের বাণী বিশ্ব মানবের নিকট না পৌছিয়ে শুধু নিজেরা তেলাওয়াত করলে কি দায়িত্ব পালন হবে ?

হযরত নুহ (আ:) এর নবুওতি জিন্দেগী ছিল ৯০০ বছরের। তার অনুসারীদের সংখ্যা ছিল ৭০-৮০ এর নিম্নে। অথচ তার নাম আল কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে ৪৩ বার। এর তাৎপর্য কি? নবীদের মধ্যে দাওয়াতী মেহনত ছিল তার সবচেয়ে বেশি। দাওয়াতের কাজে সাফল্য আল্লাহ তায়ালার হাতে। মুসলিমদের দায়িত্ব হলো অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করে যাওয়া। আর এ দায়িত্ব আমরা বর্তমান বিশ্বে মুসলিমগণই সবচেয়ে বেশী অবহেলা করি।

ইসলাম প্রচার সম্পর্কে মুসলিমদের সরাসরি দায়িত্ব সম্পর্কে পুস্তক রচিত হয়েছে খুবই কম। এ জাতীয় একটি পুস্তক প্রকাশ করতে পেরে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ গৌরবান্বিত। আমরা আশা করি ইসলামী দাওয়াহ অর্থাৎ অমুসলিমদের নিকট ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব বিশ্লেষণে ইসলামী চিন্তাবিদ এবং প্রকাশনায় প্রকাশকগণ অধিক সংখ্যায় এগিয়ে আসবেন।

ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম রচিত এ পুস্তকটি অমুসলিমদের নিকট ইসলাম প্রচারে মুসলিমদের দায়িত্ব চেতনা বিকাশে সহায়ক হবে। আমাদের বিশ্বাস, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ -এর এই বই প্রকাশনায় সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ। পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে দাওয়াতী মেহনত আরো বেশি করার তৌফিক দিন এবং তা কবুলের সৌভাগ্য নছিব করুন। -আমিন।

(এস এম রইসউদ্দিন)
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

ভূমিকা ঃ ইসলাম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা -------------------- পৃ-০৭

প্রথম অধ্যায়

◆ ফরজ আমল দাওয়াহ্ -------------------- পৃ-১০
◆ মহানবী (সাঃ)-এর সর্বোত্তম সুন্নাহ -------------------- পৃ-১৮
◆ অনুপম আদর্শ মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) -------------------- পৃ-২৫
◆ আল্লাহ্ তা'য়ালার আমল -------------------- পৃ-৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

◆ নবুওয়াতের মৌলিক দায়িত্ব দাওয়াহ্ -------------------- পৃ-৩৬
◆ ইসলামের দিকে আহ্বান -------------------- পৃ-৪০
◆ ইসলামের দিকে আহ্বানের গুরুত্ব -------------------- পৃ-৫০

তৃতীয় অধ্যায়

◆ নবীদের পেশা -------------------- পৃ-৫৬
◆ রাসূল (সাঃ) -এর সুন্নাহ্ -------------------- পৃ-৬১
◆ দাওয়াতের সুন্নাহ্ -------------------- পৃ-৬৭

চতুর্থ অধ্যায়

◆ প্রথম পঞ্চ মুসলিম -------------------- পৃ-৭২
◆ নবুওয়াতের প্রথম তিন বছর -------------------- পৃ-৭৭
◆ নওমুসলিমের ঐতিহ্য এবং ভবিষ্যত -------------------- পৃ-৮২

পঞ্চম অধ্যায়

◆ দ্বীনের দা'য়ী (প্রচারক/আহ্বানকারী) -------------------- পৃ-৮৭
◆ দা'য়ীদের (প্রচারকদের) বৈশিষ্ট্য -------------------- পৃ-৯১
◆ দা'য়ীদের আমল -------------------- পৃ-৯৫
◆ দা'য়ীদের এবং মুবাল্লিগদের মর্যাদা -------------------- পৃ-১০১

ষষ্ঠ অধ্যায়

◆ দ্বীন প্রচারের ভাষা ও পদ্ধতি -------------------- পৃ-১০৮
◆ জামায়াতবদ্ধ হয়ে দাওয়াহ্‌র কাজ -------------------- পৃ-১১৫

www.nagorikpathagar.org

◆ দাওয়াহ্-এর আমল না করার পরিণতি --------------------- পৃ-১১৯
◆ দাওয়াহ্ বিহীন ইবাদাত --------------------- পৃ-১২৪

সপ্তম অধ্যায়

◆ দাওয়াহ্ সাহিত্য --------------------- পৃ-১২৮
◆ দাওয়াহ্ শব্দটির বিকৃত ব্যবহার --------------------- পৃ-১৩১
◆ দাওয়াহ্ সাহিত্য সংকলন --------------------- পৃ-১৩৫

অষ্টম অধ্যায়

◆ অমুসলিমদের প্রতি দৃষ্টি ভঙ্গী --------------------- পৃ-১৩৯
◆ অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতী আমল --------------------- পৃ-১৪২
◆ দাওয়াহ্ (আহ্বান) পাওয়ার অগ্রাধিকার যাদের --------------------- পৃ-১৪৮

নবম অধ্যায়

২৮. নওমুসলিমদের হক --------------------- পৃ-১৫৩
২৯. নওমুসলিমদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ --------------------- পৃ-১৫৭
৩০. নওমুসলিমদের সামাজিক অধিকার --------------------- পৃ-১৬০

দশম অধ্যায়

◆ জন্মগত মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য --------------------- পৃ-১৬৫
◆ নওমুসলিমদের অর্থনৈতিক অধিকার --------------------- পৃ-১৭০
◆ নওমুসলিমদের আর্থিক পুনর্বাসন --------------------- পৃ-১৭৩

একাদশ অধ্যায়

◆ নওমুসলিমদের বৈবাহিক অধিকার --------------------- পৃ-১৭৬
◆ স্বাস্থ্যসম্মত জীবনধারা --------------------- পৃ-১৭৯
◆ যৌনতাকেন্দ্রীক স্বাস্থ্য --------------------- পৃ-১৮৭

দ্বাদশ অধ্যায়

◆ দাওয়াতের দায়িত্ব --------------------- পৃ-১৯০
◆ ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম প্রচার --------------------- পৃ-১৯৩
◆ চীন দেশে ইসলাম প্রচার --------------------- পৃ-১৯৮
◆ গ্রন্থপঞ্জী --------------------- পৃ-২০২

www.nagorikpathagar.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পরম দয়াময় চির দয়ালু আল্লাহর নামে

ভূমিকা

অমুসলিমদের নিকট ইসলাম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা

মানুষ স্বভাবতই ধর্ম প্রবণ এবং ধর্ম পরায়ণ। ধর্ম হলো মানুষের ফিতরাত বা প্রকৃতি। সকল প্রাণীরই নিজস্ব প্রকৃতি এবং ধর্ম আছে। পরম স্রষ্টা আল্লাহ তা'য়ালার সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি (আশরাফুল মাখলুকাত) হলো মানুষ।

বিজ্ঞজনের মতে প্রাচীনতম ধর্ম হলো হিন্দু ধর্ম। হিন্দু ধর্মে পরম স্রষ্টাকে বলা হয় ঈশ্বর। ইয়াহুদী ধর্মে জেহোভা এবং খৃষ্টান ধর্মে বলা হয় গড। ইসলাম ধর্মে বলা হয় আল্লাহ তা'য়ালা। বৌদ্ধ ধর্মে স্রষ্টা আছেন কি নেই– তা স্পষ্ট নয়।

অনুসারীদের জনসংখ্যার দিক দিয়ে চারটি প্রধান ধর্ম হলো– খৃষ্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, ইসলাম ধর্ম এবং হিন্দু ধর্ম। কোনো বস্তু যত পুরাতন হয়, ততই অবক্ষয় বেশি হয়। ব্যতিক্রমও আছে অবশ্যই। ধর্মের ক্ষেত্রেও হয়েছে অনেকটা তাই। এক হিসেবে হিন্দু ধর্ম প্রাচীনতম ধর্ম। তাদের দৃষ্টিতেই এ ধর্মে মানব কল্পিত পরিবর্তন বা অবক্ষয় হয়েছে ব্যাপক।

ইয়াহুদী ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব যে মূলতঃ ছিল এক উৎস থেকে– তা সুনিশ্চিত বলা যায়। ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল আরব মুলুকে এবং এ ধর্মগুলোর মধ্যে সাদৃশ্যও ব্যাপক।

হিন্দু ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের উৎস ভারতে। ইসলাম এবং বৌদ্ধ ধর্মের সাদৃশ্য হতে। হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসের সাদৃশ্য অধিকতর, যেহেতু হিন্দু ও মুসলিমগণ উপমহাদেশে প্রতিবেশী হিসেবে বাস করছেন– তাই মুসলিমদের উচিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে জানা এবং হিন্দুদের জন্যও ইসলাম সম্বন্ধে অবহিত হওয়া তাদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে।

হিন্দু ধর্ম অপেক্ষা ইসলাম ধর্ম উপমহাদেশে নবতর এবং উপমহাদেশের বর্তমান মুসলমানদের অধিকাংশেরই আদি পূর্ব পুরুষ ছিলেন হিন্দু। তাই মুসলিমদের কর্তব্য হলো– তাদের (সুদূর হিন্দু পূর্ব পুরুষদের) ধর্ম সম্বন্ধে

www.nagorikpathagar.org

অবহিত হওয়া। এটা তাদের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের অংশ। পশু-পাখি প্রকৃতিগতভাবে জৈবিক ঐতিহ্য অনুসরণ করে। আদম (আ.)-এর আওলাদের ঐতিহ্যও জ্ঞান গবেষণাভিত্তিক।

ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রত্যয়, ঈমান, ইয়াকিন এর দৃষ্টিতে মুসলিমদের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় ফরজ কর্তব্য হলো –হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত দ্বীনের বাণী ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে অবহিত করানো। ইসলামের দিকে আহ্বানের আরবী শব্দ হলো দাওয়াতুল ইসলাম, সংক্ষেপে দাওয়াহ্। ইসলামের বাণী পৌঁছানোর কাজটির আরবী প্রতিশব্দ হলো তাবলীগ (বাণী পৌঁছানো)। তার পরের কাজ হলো ইসলামের বাণী গ্রহণ করার আহ্বান বা দাওয়াত প্রদান। যারা আল্লাহ্র বাণী গ্রহণ করেছেন তাদের নিকট ইসলামের কথা পৌঁছানো হলো তাবলীগ। যারা আল্লাহ তা'য়ালার বাণী গ্রহণ বা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বানকে বলা হয় দাওয়াত বা দাওয়াহ্।

ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছে নবী-রসূলদের মাধ্যমে। আদম (আ.)-এর আওলাদদের সংখ্যা শতশত কোটি হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে নবী-রসূলদের দায়িত্ব–নবুওয়াত এবং রেসালাতের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে প্রত্যেক মুসলিমের ওপর।

নবুওয়াত এবং রেসালাতের উত্তরাধিকারের দায়িত্ব পাওয়ার পর যদি এ দায়িত্ব পালন না করা হয়, তাহলে মুসলিমের আখিরাতে নাজাত কিভাবে হবে– তা ভেবে দেখতে হয়।

মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী শিশু মায়ের কোলে থাকাকালেই আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলতে শিক্ষা শুরু করে। সারাটি জীবন মুসলিম পরিবেশেই থেকে ইন্তেকাল করে। অন্যদিকে অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী আদম সন্তান সারা জীবনে কোনো জন্মগত মুসলিম থেকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে ধারণা, দ্বীনের শিক্ষা, এমনকি খবর বা দাওয়াত পেলো না, ঐ হিন্দু জাহান্নামে যাবে– তা কেমন বিচার হয়!

কোন্ পীর-দরবেশ জান্নাতী হবেন–তা ফিরিস্তাগণ না জানলেও বহু পীরের মুরিদেরা হয়ত ধারণা করেন এবং পীরের পক্ষ হয়ে অন্য পীরের সঙ্গে ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হন। নবুওয়াতের দরজা বন্ধ না করে আল্লাহ্ তা'য়ালা যদি প্রতি কওমে কয়েক লাখ লোকের জন্য একজন করে নবী পাঠাতেন– তাহলে নবীদের অনুসারীদের মধ্যে ঝগড়া–ফাসাদ, মারামারি যে কিরূপ ব্যাপক হতো, তা কল্পনা করে দেখতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

এক নবীর উম্মত হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমদের মধ্যে এতো দ্বন্দ্ব-বিভেদ হয়। শত-কোটি মানুষের জন্য কয়েক লাখ নবীর আগমন হলে উম্মতে উম্মতে যে লড়াই শুরু হতো– তাতে বিশ্বযুদ্ধও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়তো।

আল্লাহ রাব্বুলআলামীন আলিমুল গায়েব। তিনি তাঁর বান্দা ইনসানকে অন্য প্রাণী অপেক্ষা অনেক বেশি ভালো জানেন। তাই সকল মানুষকে আখেরী নবীর প্রচারিত দ্বীনে বিশ্বাস এবং আমলের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালার এ নির্দেশ শুধু নাযিলকৃত কুরআনে থাকলে চলবে না। এটা পৌঁছাতে হবে জন্মগতভাবে অন্য ধর্মাবলম্বী সকল মানুষের কাছে।

নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এ দায়িত্ব পড়েছে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রত্যেকটি অনুসারীর ওপর। অমুসলিমদের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন না করে আমরা সালাত (নামায), সিয়াম (রোযা), হজ্ব, যাকাত দিয়ে এবং অমুসলিমদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত না দিয়ে হাশর এবং পুলসিরাত পার হওয়ার যে আশা করে বসে আছি– তা এক মস্তবড় ভ্রান্তি। এ ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণ করা কি আমাদের জন্য ফরজ (কর্তব্য) নয় ?

অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট আমাদের জ্ঞাত এবং অনুসৃত ইসলামের বাণী পৌঁছাতে হলে অন্যদের অনুসৃত বর্তমান ধর্মের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে হবে। তাদের সঙ্গে আমাদের মৌলিক এবং প্রকৃত পার্থক্য কোথায় আছে এবং কি কারণে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশ্বাস ভুল– তা আমরা নিজেরা বুঝতে হবে এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকে বুঝাতে হবে। তা না করে শুধুমাত্র নামায, রোযা, হজ্ব করে কিভাবে নাজাত পাবো– তা কি ভেবে দেখা আমাদের জন্য ফরজ নয় ?

আসুন আমরা সকল মুসলিম আমাদের প্রতিবেশী এবং বিশ্ববাসীর ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত হই এবং আল্লাহ তা'য়ালার নাযিলকৃত দ্বীনের বাণী তাদেরকে অবহিত করার সুযোগ গ্রহণ করি। নিজেদের নাজাতের পথ সুগম করি। মহান করুণাময় আল্লাহতা'য়ালা আমাদেরকে সঠিক ইসলাম-এর দিক নির্দেশনা দিন, আমাদের নাজাতের পথ সুগম করে দিন। আমীন।

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

ফরজ আমল দাওয়াহ্

দাওয়াহ্ এর আমল অর্থাৎ কাজ অবশ্যই করতে হবে? কারণ আমরা মুসলিম। আল্লাহ্ তা'য়ালা এবং তাঁর প্রিয় রাসূল (সাঃ)- এর নির্দেশ পালন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্য করণীয় ফরজ। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)- এর নির্দেশ পালন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শুধুমাত্র সুন্নাত অথবা মুস্তাহাবই নয় বরং সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং ওয়াজিব-এর অধিক গুরুত্বপূর্ণ যা পালন করা বাধ্যতামূলক।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–"বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিকা"– অর্থাৎ তোমার (প্রভু) প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা তোমার কাছে পৌঁছানো হয়, তা তোমরা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দাও (সুরা আল মায়িদা-৫ঃ৬৭)। তাবলীগ এবং দাওয়াহ্ সম্বন্ধে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন–"বাল্লীগূ আন্নী ওয়ালাও আয়াতুন" অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে তোমরা পৌঁছিয়ে দাও যদি তা একটি মাত্র বাক্যও হয়।

তাবলীগ এবং দাওয়াহ্র কাজ করার জন্য মুসলিমদের মহাজ্ঞানী, মহাজন অথবা হুজুর কেবলা হওয়ার প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর একটি মাত্র বাক্যরূপ জ্ঞানের অধিকারী হলেও তা প্রচার করা ফরজ।

আমি আলিম-ফাজেল নই, দাওরা পাশ মাওলানা নই। তাই তাবলীগ এবং দাওয়াহ্ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রিয় হাবীবের একটি মাত্র বাক্যের জ্ঞান প্রচার এবং ইসলামের দিকে আহ্বানের কাজ করিনি, এটা বলে হাশরের ময়দানে মাফ পাওয়া যাবে না। মুসলিম হয়েও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যা করা বা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা কর্তব্য বলে বিশ্বাস যারা করবেন না– তার তাকদীরের সেই হবে স্রষ্টা! এই তাকদীর হলো– নিশ্চিত জাহান্নাম। সাইয়েদুল মুরসালীন এর কোনো বাক্যের সঙ্গে দ্বিমতের অধিকার একটি দু'টি মানুষ তো দূরের কথা– সমগ্র মুসলিম উম্মাহ- এরও নেই।

www.nagorikpathagar.org

আমার বাণী পৌঁছাও

দশম হিজরীর ৯ জিলহজ্ব আরাফাতের ময়দানে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সোয়া লাখ সঙ্গী- সাহাবীর সম্মুখে তাঁর মহা মূল্যবান শেষ হজ্ব-এর ভাষণ প্রদান করেন। ঐ ভাষণে একটি বাক্য ছিল নিম্নরূপঃ "ফা ইউবাল্লীগিস শাহিদুল গায়িব" অর্থাৎ "তোমরা যারা হাজির আছ, যারা হাজির নেই– তাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছিয়ে দাও।"

আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল-এর বাণী যারা জানেন, তাদের কর্তব্য হলো– যারা জানেন না তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাণী পৌঁছানো এবং অন্যদেরকে দ্বীনের দিকে আহ্বান করা। যারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোনো বাণী শুনেছেন, তাদের উপর এটা ফরজসম যে, তারা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর ঐ বাণী যারা শুনেনি, তাদের কাছে পৌঁছাবেন।

বিদায় হজ্বের ভাষণের উপরোক্ত বাক্যটি পরামর্শ বা উপদেশসূচক বাক্য নয়, বরং আদেশসূচক। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আদেশ ও নির্দেশ পালন করা সকল মুসলিমের উপর অবশ্যই ফরজসম কর্তব্য।

পরিবার-পরিজনকে দাওয়াতে উদ্বুদ্ধকরণ

নিজের পুত্র-কন্যা এবং পরিবার-পরিজনকে দাওয়াতে উদ্বুদ্ধকরণ কি নফল, মুস্তাহাব অথবা সুন্নাত, ওয়াজিব অথবা ফরজ কর্তব্য? এই প্রশ্নের জবাব আল-কুরআনেই সুস্পষ্টভাবে দেয়া হয়েছে।

রাব্বুল আলামিন মুসলিমদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন– "ইয়া আইয়ুহাল লাজিনা আমানু কূ আন-ফুসাকুম ওয়া আহলীকুম নারাণ"। সম্পূর্ণ আয়াতের অর্থ হলো– "হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে বাঁচাও এবং নিজেদের পরিবারবর্গকেও। যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফিরিশতাগণ, যারা অমান্য করে না তা যা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন। (সূরা আত্‌তাহরীম- ৬৬ ঃ ৬)

আমরা যদি সত্যিই আল্লাহকে ভয় করি এবং জাহান্নামের অগ্নিতে বিশ্বাস করি, তাহলে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে নিজের আপনজনদেরকে সতর্ক করে দেয়া কি আমাদের কর্তব্য নয়?

www.nagorikpathagar.org

নিজের সন্তান-সন্ততি ঠিকমত লেখা পড়া না করলে, ধূমপান অথবা মদ্যপান করলে আমাদের পেরেশানির অন্ত থাকে না। বকাবকি ও র্ভৎসনা করে সাবধান করা সম্ভব হলে—তাতে আমরা ত্রুটি করি না। কিন্তু দাওয়াহ-এর কাজ করার জন্য আমরা আপনজনকে সতর্ক করি না। তাদের পরিণতি কি হবে— সে বিষয়ে চিন্তা করি না। কারণ নিজেও দাওয়াহর কাজ করি না। দাওয়াহ এর কাজ করা যে 'ফরজে কেফায়া' তা মনে হয় বিশ্বাসও করিনা।

মানব জাতি এক জাতি (নাস)

হযরত আদম (আঃ)-এর আওলাদ বা বংশধরগণ এক জাতি। আল্লাহ তা'য়ালা আল কুরআনে ঘোষণা করেছেন, "কানান্নাসা উম্মাতা ওয়াহেদান" অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতি এক জাতি। যেহেতু আল্লাহ এক, মানব জাতি এক জাতি, তাই মানব জাতির জন্য আল্লাহর দেয়া ধর্ম বা জীবন বিধানও এক। সকল নবীর আমলে এই জীবন বিধান ক্রমশঃ উন্নত হয়ে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়ে চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে।

মানুষ হলো—আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত এবং প্রিয়তম সৃষ্টি। মানুষকে আল্লাহ স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন। এই স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির বলে মানুষ আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করতে পারে। এই স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি ও স্বাধীনতার বলেই মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বা সর্বোত্তম সৃষ্টিতে উন্নীত।

খায়রা উম্মাতীন (শ্রেষ্ঠতম জাতি)

আল কুরআনে মুসলিমদেরকে 'খায়রা উম্মাতীন' বা শ্রেষ্ঠতম উম্মত বলা হয়েছে। এই শ্রেষ্ঠতম উম্মতের কর্তব্য কাজ কী ? এই শ্রেষ্ঠতম উম্মতকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছেন? এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব আল কুরআনেই দেয়া হয়েছে (সূরা আলে ইমরান -৩ ঃ ১১০)।

আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিমদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন, তোমাদেরকে করা হয়েছে 'খাইরা উম্মাতীন' বা শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদেরকে বের করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্য। তোমরা সত্য ও ন্যায়ের নির্দেশ দেবে, অন্যায় ও অসত্য কাজ থেকে বারণ করবে এবং বিশ্বাস রাখবে আল্লাহর উপর। (আলে-ইমরান- ৩ ঃ ১১৯)

www.nagorikpathagar.org

সূরা আলে ইমরানের উপরোক্ত আয়াতে মুসলিম জাতির যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো–মানব জাতির প্রতি তাদের দায়িত্ব। তাদেরকে মুসলিম পিতা-মাতার পরিবারে উত্থাপন করা হয়েছে শুধুমাত্র নিজেদের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য। কিন্তু সমগ্র মানব জাতির জন্য (উখরীজাত লিন্নাস) যে দিকনির্দেশনাটি মুসলিমদেরকে দেয়া হয়েছে–আমরা তা লঙ্ঘন করছি।

'উখরীজাত লিন্নাস' বলতে শুধু মুসলিমদেরকে বুঝানো হয়নি। মুসলিম হলেই মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং মুসলিম না হলে 'নাস' অর্থাৎ মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন ধারণা আলে-ইমরানের ১১০ নম্বর আয়াতে বা অন্য কোন আয়াতে নেই।

আল্লাহর ওপর বিশ্বাসকারী অতীতের জাতির দায়িত্ব হয়ত তাদের নিজেদের প্রতি ছিল। কিন্তু আল কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলিমদের দায়িত্ব সমগ্র মানব জাতির প্রতি। যেহেতু তারা শ্রেষ্ঠতম উম্মত, তাই তাদের দায়িত্ব হবে যারা শ্রেষ্ঠ নয় তাদের প্রতি। বর্তমান বিশ্বে নিজেদের দেশে এবং সারা বিশ্বে পরিকল্পিত ও সাংগঠনিকভাবে দ্বীন প্রচারের কাজ করে যাচ্ছে ভিন্ন ধর্মীয় মিশনারীগণ। আল্লাহ তা'য়ালার মনোনীত শ্রেষ্ঠ জাতির কাজ কি– হা-হুতাশ করা অথবা সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকা !

দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত জাতি

মুসলিমদের সম্পর্কে রাব্বুল আলামিন, সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তা'য়ালার প্রত্যাশা কি? মুসলিমদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার প্রত্যাশা আল কুরআনে বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, মুসলিমগণ এমন যে, যদি আমি তাদেরকে যমিনে (পৃথিবীতে) প্রতিষ্ঠিত করি (মাক্কান্নাহুম), তবে তারা কল্যাণের আদেশ করবে এবং অকল্যাণ থেকে বারণ করবে। সবকিছুর পরিণাম তো আল্লাহরই হাতে। (সূরা হজ্ব-২২ঃ৪১)। অকল্যাণের আদেশ করা এবং অকল্যাণ থেকে বারণ করা হলো ইসলাম প্রচারের কাজ।

ইসলাম শুধু মুসলিমদের ধর্ম নয়। যারা ইসলাম ধর্মের নীতিমালা অনুসরণ করে এবং আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম-আহকাম পালন করে তাদেরকে মুসলিম বলা হয়। মুসলিম আল্লাহর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পনকারী এবং আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম-আহকাম ও নির্দেশাবলী অনুসরণকারী।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধরদেরকে ইসরাঈলী বলা হয়। ঈসা (আঃ)-এর কোনো বংশধর ছিল না। তাঁর হুকুম-আহকাম বা সুন্নাত অনুসারীদেরকে ঈসাই বা খৃষ্টান বলা হয়। অন্যান্য নবীর ধর্মকাল-পরিক্রমায় বিকৃত হয়ে গেছে। সকল ধর্মই মূলতঃ আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে। আল্লাহ তা'য়ালা এক। মানব জাতি এক।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ

সকল নবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রিয় কাজ ছিল দ্বীনের তাবলীগ এবং দাওয়াত। ভাল কাজের সংখ্যা সীমাহীন। তাবলীগ এবং দাওয়াহ পরিহারের পাপও সীমাহীন। আল্লাহ নবী-রসূল প্রেরণ করেন তাঁর দ্বীন প্রচার ও দ্বীনের দিকে মানুষকে আহ্বান এবং দ্বীনের মধ্যে মানুষকে অন্তর্ভুক্ত থাকার কাজে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে।

এ কাজ বড় কঠিন এবং তিক্ত। আমরা আল্লাহর প্রিয়তম নবী-রসূলের অনুসারীগণ কঠিন এবং তিক্ত সুন্নাত পরিত্যাগ ও বর্জন করে সহজ ও মিঠা সুন্নাতের সাধনায় নিমগ্ন আছি। মিঠা এবং কোমল সুন্নাত খারাপ নয়। কিন্তু ফরজ এবং ওয়াজিবের বিনিময়ে হলে তা হয় দায়িত্বে অবহেলা, অজ্ঞানতা, জাহেলিয়াত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফাঁকিবাজী এবং কবীরাহ গুনাহ। তবে কিছু না করা থেকে অল্পকিছু যাই করা হোক না কেন তাই কল্যাণকর।

আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন এক জামায়াত বা উম্মত থাকা উচিৎ যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে, সৎ কাজের নির্দেশ দেবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে। এরাই 'মুফলেহুন' বা সফলকাম (সূরা আলে ইমরান-৩ ঃ ১০৪)।

"তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন (বাইয়েনাত) আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে।" (সূরা আলে ইমরান- ৩ ঃ ১০৪-১০৫)

"কূল" শব্দের তাৎপর্য

সূরা ইখলাস (সূরা নং-১১২) তিনবার পড়লে একবার কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব পাওয়া যায়। কারণ, সূরা ইখলাসের মূল কথাই হলো তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব। সূরা ইখলাসে বলা হয়েছে, "বল (কুল)

www.nagorikpathagar.org

তিনি আল্লাহ, একক এবং অদ্বিতীয়। তিনি কারও উপর নির্ভরশীল বা মুখাপেক্ষী নন। সকলেই তাঁর উপর নির্ভর করে। তিনি কারো জনক নন। তিনি কারো জাতক (সন্তান) নন। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই"।

এ কথাগুলো মূলতঃ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, যারা একাধিক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। কিন্তু উপমহাদেশে যারা একজন, দু'জন নয়, তেত্রিশ কোটি দেবতাতে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আমরা সূরা ইখলাসের বাণী পৌঁছাই না। আমরা শুধু সূরা ইখলাস বুঝে বা না বুঝে পাঠ করি। তিলাওয়াত করি।

আরবী "কুল" শব্দের অর্থ হলো- 'বল'। এটি একটি আদেশসূচক শব্দ। "ইক্‌রা" শব্দের অর্থ "পাঠ কর"। সূরা ইখলাস-এর বাণী "ইক্‌রা" শব্দযোগে শুরু হয়নি। অর্থাৎ শুধু পাঠ করার জন্যে আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দেননি। অন্যদেরকে বলার জন্যে আমাদেরকে হুকুম করেছেন। তেত্রিশ কোটি দেবতায় যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে ইখলাসের মর্মার্থ আমরা বলি না। 'ইক্‌রা' বাদ দিয়ে অবশ্যই 'কুল' হয় না। "পাঠ" না করে অন্যকে বলা যায় না।

সূরা কাফিরুন-এ (১০৯ নং সূরা) আল্লাহ আমাদেরকে স্পষ্ট নির্দেশ করেছেন, কাফিরদেরকে আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর জন্য। সূরা কাফিরুনের প্রথম চারটি শব্দ "কুল, ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন" -এর অর্থ- "বলো, ওহে কাফিরগণ"।

কোনো কাফিরকে দাওয়াত বা ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আল্লাহর বাণী আমরা অনেকেই বলি না বা শুনাই না। আমরা নিজেরা সূরা কাফিরুন পাঠ (ইকরাহ) করি। সূরা ইখলাস, সূরা কাফিরুন ছাড়াও সূরা ফালাক এবং সূরাহ নাস শুরু হয়েছে "কুল" শব্দ দ্বারা- ইকরাহ অর্থাৎ পাঠ করা শব্দ দ্বারা নয়। এর সোজা অর্থ হলো—আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহর বাণী অমুসলিমদেরকে বলার (কুল) জন্যে নির্দেশ দিতেছেন।

"চার কুল" নামে খ্যাত কুরআনের সর্বশেষ সূরা কয়টিতে আল্লাহ তা'য়ালা "কুল" অর্থাৎ "বল" শব্দের মাধ্যমে কাফির বা অমুসলিমদেরকে আল্লাহর বাণী জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়। "কুল" অর্থাৎ "বল" শব্দটি আল-কুরআনে ব্যবহার হয়েছে চার বার নয় বরং মোট ৩০৭ বার। কোনো কোনো হিসাবে তারও বেশি (৩৩০ বার) 'কুল' শব্দ দ্বারা আল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

আমাদেরকে আল্লাহর বাণী মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন বার বার। কিন্তু এতো বার (৩০৭ বার) দেয়া নির্দেশও আমরা অমান্য করে আশা করি নাজাত পাবো !

আশা আমরা করতে অবশ্যই থাকব। কিন্তু অমুসলিমদের নিকট আল্লাহ তা'য়ালার বাণী পৌঁছানোর হুকুম বা নির্দেশ না মেনে আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমা, রহমত, মাগফিরাত কিভাবে, কোন হৃদয়ে আশা করতে পারি, তা আমাদের ভেবে দেখা উচিত।

দুনিয়ার সংগঠন বা সংস্থাসমূহ তাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য হুকুম বা নির্দেশনামা জারী করে থাকে। এই নির্দেশনামা অনুসারে কাজ করা এবং হুকুম পালন করা সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারীদের কর্তব্য। তারা নির্দেশনামা অনুসারে কাজ না করে নির্দেশনামাসমূহ মুখস্ত করে নিলে এবং যদি তা প্রতিদিন কয়েকবার শুধু মুখে তিলাওয়াত বা দেখে পাঠ করে, তাহলে তাদের দায়িত্ব সম্পাদিত হবে না।

এ ধরনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উক্ত সংস্থায় চাকরীও থাকবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সীমাহীন দয়াময়। আল কুরআনের মাধ্যমে প্রদত্ত আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশনামাসমূহ পালন না করে শুধুমাত্র হিফ্‌জ এবং তিলাওয়াত করে সন্তুষ্ট থাকা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত বা পর্যাপ্ত, তা আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে।

সত্যের দাওয়াত

সূরা আল আসরে দাওয়াত সম্পর্কে আল্লাহর বাণী অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সূরা আল আসরে বলা হয়েছে, "মহাকালের শপথ! অবশ্যই ইনসান (মানব সমাজ) ধ্বংসে নিপতিত। তবে তারা নয়, যারা পরস্পরকে সত্যের দাওয়াত দিয়েছে।"

সূরা আল আসরের পুরো তরজমা নিম্নরূপ ঃ "মহাকালের শপথ! অবশ্যই মানুষ ধ্বংসে নিপতিত– তবে সেসব লোক নয়, যারা–(১) ঈমান এনেছে, (২) সৎ কর্ম করেছে, (৩) যারা পরস্পরকে সত্যের দাওয়াত (তাওয়াসাও) দিয়েছে, (৪) একে অপরকে ধৈর্য্যের দাওয়াত দিয়েছে।"

সকল তাফসিরকারক পরস্পরকে সত্যের দাওয়াত (তাওয়াসাও) এবং ধৈর্য্যের দাওয়াত দেয়াকে ঈমান এবং আমলের দাওয়াত বলে ব্যাখ্যা

www.nagorikpathagar.org

করেছেন। এখানে 'তাওয়াছাও' অর্থ হলো– ইসলামের দিকে আহ্বান (দাওয়াত)। যারা ইসলামের দাওয়াত পায়নি তাদের হক বা পাওনা হলো– যারা দ্বীনের দাওয়াত পেয়েছে তাদের থেকে এই দাওয়াত পাওয়া।

সূরা আসর একটি অতি ক্ষুদ্র সূরা। কিন্তু এর অর্থ অতি ব্যাপক। এখানে ঈমানের কথা বলা হয়েছে, আমল বা সৎ কর্মের কথা বলা হয়েছে এবং হক বা সত্যের দাওয়াতের কথা বলা হয়েছে।

ঈমাম শাফি (র.) এই সূরাটি সম্পর্কে বলেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা যদি শুধুমাত্র এই সূরাটি নাযিল করতেন এবং অন্য কোনো সূরা বা আয়াত নাযিল না করতেন, তা হলে বান্দার কিছু বলার থাকত না।

সূরা আসর থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, যারা অমুসলিমদেরকে হক বা সত্য দ্বীনের দিকে দাওয়াতের কাজ করে না, তারা অবশ্যই ধ্বংসের মধ্যে আছে।

এই আয়াত হতে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, দাওয়াতের কাজ করা সকল মুসলিমের জন্য শুধুমাত্র ঐচ্ছিক নয়, বরং অবশ্য করণীয় এবং বাধ্যতামূলক ফরজ। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের মানুষ ঈমান আনয়ন এবং নেক আমলের কাজ করলেই আখিরাতে নাজাত পাবেন–এটা ধরে নিয়েছে। তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে বাতিল করে দিয়েছেন বা পরিত্যাগ করেছেন।

বর্তমান জগতের বহু মুসলিম নফল ও মুস্তাহাব, সুন্নাত এবং ওয়াজিব পালন করেন। কিন্তু দাওয়াতের ফরজটাকে বাতিল মনে করেন। এই কাজটিকে তারা ফরজ মনে করেন না। তারা নিজেরা দাওয়াতের কাজ করেন না। নিজেদের পরিজন এবং আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াতের জন্য অনুরোধ করেন না এবং উদ্বুদ্ধ করেন না।

সমাজের পরিচিত লোকজন অথবা আত্মীয়-স্বজন দূরের কথা–এমন কি তাদের উপর নির্ভরশীল পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, ঘনিষ্ঠ, অধীনস্থ এবং সহকারীদেরকেও দাওয়াতের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন না। দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ যে গুনাহ– এ অনুভূতি অনেক মুসলিমের হৃদয়ে নেই।

www.nagorikpathagar.org

মহানবী (সাঃ)-এর সর্বোত্তম সুন্নাহ্

মানব সৃষ্টি পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'য়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ছিলেন হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া। তাঁদের সন্তানদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মানব কারা ? অবশ্যই নবী-রাসূলগণ। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট মানব। যুগের সেরা আদম সন্তানের উপরই আল্লাহ্ তা'য়ালা নবুওয়াতের এবং রেসালতের সম্মান ও দায়িত্ব অর্পণ করেন। নবী-রাসূলগণ যেহেতু মানব জাতির সেরা, তাঁদের আমলও ছিল সর্বোত্তম।

এই পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের ভূমিকা কি ছিল? অন্যসব মানুষের মতো তাঁদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছিল। জীবনসঙ্গী, পোশাক-পরিচ্ছদ, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের প্রয়োজন ছিল। এসব প্রয়োজন পরিপূর্ণ করতে তাদের কিছু সময় ব্যয় হতো। তদুপরি যে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সৃষ্টি করেছেন, সেই স্রষ্টার যিকির করতে হতো। কৃতজ্ঞতায় আল্লাহ তা'য়ালার নিকট নবী-রাসূলগণকে মাথা নত করতে হতো। এবাদত করতে হতো। এ ধরনের আমল ছাড়া নবী-রাসূলদের প্রধান কাজই ছিল তাবলীগ এবং দাওয়াহ, অর্থাৎ দ্বীন প্রচার এবং দ্বীনের দিকে আহ্বান। ঐ আমলগুলো ছিল মানব জাতির সকল কাজের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম।

আমাদের অনেকের পক্ষে সর্বোত্তম মানব হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সর্বোত্তম কাজে অন্তত শরীক হওয়া সম্ভব এবং অতি সহজ। আর এ কাজ হলো দ্বীন ইসলামের তাবলীগ (প্রচার) এবং দ্বীন ইসলামের দিকে দাওয়াহ (আহ্বান)।

নবুওয়াতী জিন্দেগীর দায়িত্ব

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবীর আবির্ভাব হবে না। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর বাণী আল্লাহর বান্দার নিকট প্রেরিত হতো। তাঁর ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে নবুওয়াতের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহর বান্দার সঠিক পথের দিশার জন্য আল্লাহর বাণীর প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়নি। মানুষের ময়দানে তাবলীগ এবং দাওয়াহ্'র প্রয়োজন আছে।

পরিবার, বংশধর, অনুসারীদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোনো অর্থ-বিত্ত, সম্পদ-সম্পত্তি রেখে যাননি। নবীদের বিত্ত-সম্পত্তি তাঁদের কোনো উত্তরাধিকারী পায় না। নবীগণ যে সম্পদ রেখে যান, তা'হলো তাদের প্রচারিত আদর্শ। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুসারীদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য

www.nagorikpathagar.org

হলো– তাঁর প্রচারিত আদর্শ সংরক্ষণ করা, অনুসরণ করা, সম্প্রচার করা এবং রাসূলের সুন্নাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা, দাওয়াত দেয়া।

আজকাল দাওয়াহ শব্দের আসল অর্থই আমরা বিকৃত করে ফেলেছি। এখন আমরা দাওয়াহ বা দাওয়াত বলতে বুঝে থাকি– খাওয়ার জন্যে দাওয়াত, ভূরি ভোজন ও পেট পূজার আহ্বান। নবুওয়াত এবং রেসালত-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি মুবারক পবিত্র শব্দ এবং বরকতময় আমলের কী করুণ অপব্যাখ্যা !

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর রেখে যাওয়া খেজুর বাগান 'ফেদাক' এবং সম্পত্তি প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (রাঃ) পিতার 'ফেদাক' বাগানটি উত্তরাধিকারী হিসেবে দাবী করেছিলেন। যেহেতু নবীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কেউ হয় না, তাই হযরত আবু বকর (রাঃ) নবীকন্যা ফাতেমাকে তা উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রদান করেননি। বরং তাঁর প্রয়োজন মিটাবার জন্য অর্থের ব্যবস্থা বায়তুল মাল থেকে করেছিলেন।

নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এর অর্থ কি এই যে, সব মানুষই ইসলাম কবুল করে সঠিক জীবন ব্যবস্থার সন্ধান পেয়ে গেছেন? সকলেরই আমল ভাল হয়ে গেছে ? সকলেই 'সিরাতুল মুস্তাকিম' বা সরলপথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন? নবীগণ যে কাজ করতেন সে কাজের আর কি কোনো প্রয়োজন নেই?

নবুওয়াতের দ্বার বন্ধ হয়ে যাবার পর নবী (সাঃ) যে ধরনের কাজ করতেন, ঐ ধরনের নবীওয়ালা কাজের প্রয়োজন রয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বরং বেড়ে গেছে। নবীদের অনুসৃত তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এ কাজের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো–'উলামা-উল-মুকাররামুনের' অর্থাৎ সম্মানিত আলিমদের উপর। তাঁদের জন্য এটা ফরজ। কারণ, তাঁরাই হলেন নবীদের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী।

পরলোকগত পিতার দায়িত্ব কে পালন করে ?

পরিবারের প্রধান হলেন পিতা। মৃত্যুর পর তিনি আর ফিরে আসেন না। ভ্রাতাদের মধ্যে কেউ পিতা হয়ে যান না। সন্তানেরা সারা জীবনের জন্য পিতৃহারা হন। কিন্তু পিতা যে দায়িত্ব পালন করতেন, তা চলতেই থাকবে। ঐ দায়িত্বের ভার অন্যেরা গ্রহণ করেন। মা অথবা জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা অথবা যোগ্যতম ভ্রাতা বা ভগ্নি পরিবারটি সঠিকভাবে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

যতদিন সম্ভব সকলকে একত্রিত রাখেন। কনিষ্ঠ বা দুর্বলগণ তাদের নিজেদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে না পারা পর্যন্ত জ্যৈষ্ঠ অথবা যোগ্যতরগণ কনিষ্ঠদের দেখাশোনা করেন।

যদি কোনো ভাই বা ভগ্নির পক্ষে সংসারের দেখাশোনা এবং দায়িত্ব সকলের সন্তোষজনকভাবে বহন করা সম্ভব না হয় এবং অন্যেরা নিজেদের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করে, তখন দায়িত্ব সন্তানদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। সংসার ভাগ হয়, সম্পত্তি ভাগ হয়। পিতা সংসারে যে দায়িত্ব পালন করতেন, সে দায়িত্ব ততটুকু সন্তোষজনক না হলেও প্রতিপালিত হয়। কাজ বন্ধ হয়ে যায় না, তবে দায়িত্ব পালনকারী পরিবর্তিত হয় বা তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

ধরুন কোনো ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় বেশ কিছু সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। একটি বৃহৎ বাড়ি নির্মাণ করেছেন। হঠাৎ তিনি এক কন্যা এবং দু'পুত্র রেখে মারা গেলেন। পুত্র-কন্যারা সাবালক। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ও ঘরবাড়ি দেখাশোনা করা কার দায়িত্ব? এটা কি তার সন্তানদের দায়িত্ব নয়? এ সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীরা কি প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদেরকে অকর্মণ্য, অপদার্থ বা কুলাঙ্গার বলে ধিক্কার দেবেন না? একজন কষ্ট করে বিরাট সম্পত্তি অর্জন করলেন, অথচ অকর্মণ্য সন্তানেরা তা সংরক্ষণ ও ভোগ করতেও পারলো না।

রাসূল (সাঃ) সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম হিসেবে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। এর মান সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ কি তাঁর অনুসারীদের দায়িত্ব নয়?

নবীদের প্রতি অনুসারীদের দায়িত্ব

পুত্রদের প্রতি রয়েছে পিতার দায়িত্ব। স্বামীর রয়েছে স্ত্রীর প্রতি, চিকিৎসকের দায়িত্ব রয়েছে রোগীদের প্রতি। ক্লায়েন্ট এবং গ্রাহকদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখেন ব্যবসায়ী এবং দোকানদার। কারণ গ্রাহকদের প্রতি ব্যবসায়ীর দায়িত্ব আছে। ছাত্রদের স্বার্থ শিক্ষক উপেক্ষা করতে পারেন না। ছাত্রদের পরীক্ষায় সফলকাম হওয়ার জন্য শিক্ষকের কর্তব্য রয়েছে। প্রশাসক সাধারণ মানুষের স্বার্থের প্রতি সচেতন। মজলুমের প্রতি রয়েছে বিচারকের দায়িত্ব। মুসলিম জনগণের কোনো দায়িত্ব কি নেই তাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রচারিত আদর্শের প্রতি ?

জনগণের সম্পর্ক রয়েছে পরস্পরের সঙ্গে। এ সম্পর্কের ভিত্তি হলো, বংশধারা, আত্মীয়তা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। একই সমাজে বাস করলে

www.nagorikpathagar.org

নাগরিকদের পরস্পরের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব এবং সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। একের ওপর অন্যের অধিকার জন্মে।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কোনো হক অথবা অধিকার কি তাঁর অনুসারীদের ওপর নেই ? তাঁর প্রতি আমাদের কি কোনো কর্তব্য নেই ? তাঁর থেকে আমাদের চাওয়া এবং পাওয়ার কি কিছুই নেই ? আল্লাহর দ্বীন পাওয়ার পর নবী (সাঃ)-এর প্রতি আমাদের নির্ভরতা এবং প্রয়োজনীয়তা কি শেষ হয়ে গেছে ? আমরা কি আমাদের প্রিয় নবীর কাছে কিছুই চাই না।

যদি রাসূলের কাছে আমাদের চাওয়া এবং পাওয়ার কিছু থাকে, তবে তাঁর প্রতি আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যও থাকা স্বাভাবিক। আমাদের মূল্যবান সময়ের অল্পকিছু অংশকে আমরা কি এমন কাজে ব্যয় করতে পারি না– যে কাজের জন্য মহানবী (সাঃ) ধরার ধুলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি কি মূলতঃ আল্লাহর দ্বীন প্রচারের জন্য প্রেরিত হননি ?

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)- এর নিকট যে কাজ সবচেয়ে প্রিয় ছিল, ঐ কাজ করার সময় আমাদের হয় না। আমাদের অফিস আছে, ব্যবসা আছে, শিল্প-বাণিজ্য আছে, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন আছে।

মা বৃদ্ধা, অসুস্থ। মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের সন্তানেরা কি চাকরিজীবী হলে অফিসে যায় না? কেউ কি বলে আমি অফিসে যেতে পারবো না, কারণ গৃহে বৃদ্ধা মা অসুস্থ? কোনো ব্যবসায়ী কি বলেন যে, তিনি তার দোকানে বা কর্মস্থলে যেতে পারবেন না। কারণ সবগুলো সন্তানই অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

শিশু-সন্তান, প্রিয় ভার্যা, বৃদ্ধ পিতা-মাতা থাকা সত্ত্বেও অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজ সেবা সবকিছুই চলে। ব্যস্ততা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য সময় করে নেয়া সম্ভব হয়। কিন্তু আমরা আমাদের ব্যস্ততার কারণে প্রিয় নবীর সর্বোত্তম কাজের জন্য সময় বের করতে পারি না!

প্রাথমিক কাজ

তাবলীগ (প্রচার) এবং দাওয়াহ (আহ্বান) হলো– একজন মুসলিমের প্রাথমিক এবং বুনিয়াদি কাজ। মিরাজের রজনীতে সালাতের (নামাযের) আদেশ হয়। মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল হিজরতের আঠারো মাস পূর্বে। নবুওয়াতের প্রথম সাড়ে এগার বছর পর্যন্ত আল্লাহর জিকির, তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি ছিল। কিন্তু বর্তমান পদ্ধতির সালাত বা নামায ছিল না। আমরা যেভাবে নামায পড়ি নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে মিরাজের রজনীর পূর্বে

www.nagorikpathagar.org

তা ছিল না। কিন্তু নবুওয়াতের শুরু হতেই ছিল তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র মৌলিক আমল।

আল্লাহর রাসূলের একটি মৌলিক সুন্নাহ বা কর্মপদ্ধতি ছিল অগ্রাধিকার ভিত্তিক। ফরজ কাজের সময় তিনি নফল কাজ করতেন না। নফল, মুস্তাহাব পালন তিনি করতেন, তবে নিয়মিত ফরজ ও ওয়াজিবের পর। তাবলীগ এবং দাওয়াহ ছিল ইসলাম কবুলের পরেই সাহাবীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রাধিকার মূলক কাজ। ইসলাম কবুলের পর একজন মুসলিমের প্রাথমিক কাজ হলো– যা তিনি জেনেছেন এবং গ্রহণ করেছেন, সে পথের শাহাদত (ঘোষণা) দেয়া এবং অন্যকে সে পথে আহ্বান (দাওয়াহ) করা। দাওয়াহ ঈমানকে মজবুত করে।

তাবলীগ (প্রচার) এবং দাওয়াহ (আহ্বান) ছাড়া মুসলিম সমাজ হতো না। তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র মাধ্যমেই মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি শুরু হয়। আজকাল অবশ্য জন্মগত কারণে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। মহানবী (সাঃ) যখন ইসলাম প্রচার শুরু করেন, তিনি নির্দেশিত হয়েছিলেন মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণে। এককভাবে দ্বীনের অনুসরণ কষ্টসাধ্য। প্রাথমিক মুসলিমদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার সত্ত্বেও দ্বীনের বাণী প্রচারে এবং মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নিরুৎসাহী ছিলেন না।

দাওয়াহ একটি নবীওয়ালা তরীকা

বর্তমান মুসলিম সমাজের বহু সমস্যা আছে। একটি হলো, আমরা প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুসারী ও হাস্যাস্পদ মোসাহেব এবং 'চামচায়' পরিণত হয়েছি। সকলেই যদি মোসাহেব বা ক্লাউন হই, স্বাভাবিক আচরণ কষ্টকর।

তাবলীগ এবং দাওয়াহ-এর ফলে ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বিশ্বাসী মুসলিমদের একটি সমাজ তৈরি হয়। অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামী আখলাক ও আদর্শের প্রচার এবং আমলকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলো অগ্রাধিকার মূলক প্রাথমিক কাজ।

ওয়াজ মাহফিল, সভা, সম্মেলন, সেমিনার অনুষ্ঠান করা তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র উত্তম পদ্ধতি। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ওয়াজ মাহফিল, সেমিনার, সম্মেলন, তাবলীগের ফলপ্রসূ প্রক্রিয়া ছিল না। সেমিনার, ওয়ার্কশপে এবং সম্মেলনেও উৎসাহ সহকারে যোগদানের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক মুসলিম মক্কী সমাজে ছিল না।

www.nagorikpathagar.org

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কা'বা ঘরে বা মদিনার মসজিদে এ আশায় বসে থাকতেন না যে, লোকজন দলে দলে আগমন করে তাঁর কাছে ইসলামের বাইয়াত নেবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং প্রাথমিক সাহাবীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে যেতেন।

ইসলামের বাণী বহন করে বাড়িতে বাড়িতে গাস্‌ত্‌ বা ঝাউলাতে গমনই ছিল ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন, "এক সকাল অথবা এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় চলা দুনিয়া এবং আসমান– এই দুয়ের মাঝখানে যা আছে সবকিছুর চেয়ে উত্তম।" তদুপরি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি বলেননি– "আমার একটি বাক্যও যদি তোমাদের জানা থাকে, তা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দাও"?

হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলাম কবুল করার পর আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন–(ইসলাম কবুলের পর) এখন আমার কী কাজ ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাবে বলেছিলেন, "আমার যে কাজ তোমারও সেই কাজ।"

রাসূলুল্লাহর জন্য আমাদের জীবনের কিছু সময় ও স্থান

যাত্রীভরা একটি রেলগাড়ি স্টেশনে এসে থামল। মানুষের উপর মানুষ। তিল ধারণের ঠাঁই নেই কোনো কক্ষে। প্রত্যেকটি কক্ষই বহু যাত্রীতে ভরপুর। আর একজনেরও বসার জায়গা নেই। কোনো যাত্রী দরজা ঠেলে প্রবেশ করতে চাইলেই বহু কণ্ঠ একসঙ্গে বলে ওঠে– জায়গা নেই, জায়গা নেই। ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই।

দরজার পাশের আসনটিতে বসে আছেন একজন যাত্রী। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন তার চাচাতো ভাই লাফ দিয়ে ট্রেনের হ্যান্ডেল ধরেছে এবং ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। তাকে দেখে তিনি দরজা ঠেলে একটু ফাঁক করলেন। ভাইকে ভিতরে ঢোকার একটু সুযোগ করে দিতে চাইলেন। কয়েকজন বাধা দিলেন। দরজার কাছের ঐ যাত্রী বললেন, "এ ব্যক্তি আমার ভাই। দরজার হ্যান্ডেল ধরে আছে। পড়ে যেতে পারে। একটু জায়গা অবশ্যই দিতে হবে।" সহানুভূতিশীল যাত্রীরা বলে উঠল, "মানলাম, তিনি আপনার ভাই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাকে জায়গা দেবেন কোথায়, কক্ষে তো তিল ধারণের ঠাঁই নেই।"

ভিতরের চাচাতো ভাই 'যাত্রী' বললেন, "আমি আপনাদের কারো অসুবিধা করবো না। আমার বসার আসনটি তাকে ছেড়ে দেব। তার সামনে গা ঘেঁষে

www.nagorikpathagar.org

আমি দাঁড়িয়ে থাকবো।" অগত্যা দরজায় ঝুলন্ত যাত্রী রেলগাড়ির কক্ষে স্থান পেলেন।

আমাদের জীবনের গাড়ি দখল করে নিয়েছেন আমাদের ভাই-বোন, মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, দারা-পুত্র-কন্যা। আরো আছে বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত জন। সবকিছুর ওপরে আছে চাকরি, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা। প্রত্যেক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সময় আমাদের প্রত্যেকের হয়ে যায়।

মৃত্যুর দিকে প্রতিনিয়ত অগ্রসরমান আমাদের জীবনের রেলগাড়িতে রাসূলূল্লাহ্ (সাঃ) এবং তাঁর জীবনব্যাপী প্রিয় সাধনার জন্য কিছু স্থান এবং কিছু সময় কি আমরা করে নিতে পারি না ?

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) প্রতিদিন তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র (অমুসলিমদেরকে দ্বীনের দিকে আহ্বান) যে কাজ করেছেন, সে কাজের জন্য কিছু সময় কি আমাদের হবে না? আসুন, আমরা চেষ্টা করি প্রতিদিনই আল্লাহর দেয়া চব্বিশ ঘন্টা সময় থেকে অন্তত আড়াই ঘন্টা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে ধরনের কাজ করতেন সে কাজের জন্য আলাদা করে রাখি। যে কাজের জন্য আল্লাহ্ তাঁর নবীদেরকে এবং নবীর অনুসারীদেরকে সৃষ্টি করেছেন– ঐ কাজে আমরাও আমাদের জীবনের কিছু অংশ ব্যয় করি।

www.nagorikpathagar.org

অনুপম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) আমাদের নবী, রাসূল এবং পথপ্রদর্শক। তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে আমরা ইহকালীন ও পারলৌকিক কল্যাণ ও সাফল্য কামনা করি। তিনি আমাদের পরিপূর্ণ আদর্শ। তাঁকে আমরা হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি, প্রাণ ভরে শ্রদ্ধা করি। তিনি আমাদের আত্মার-আত্মীয় এবং পরম আপনজন। আল্লাহ্‌র নবুওয়াত লাভ করে তিনি এক অনুপম বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েছিলেন।

নবুওয়াত লাভ করার পূর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষ হিসাবে কেমন ছিলেন? তিনি যদি নবুওয়াত লাভ না করতেন, তা'হলে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তিনি কি আপন মহিমায় মহিমান্বিত এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকতেন। নবুওয়াত লাভ করার পূর্বে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি ছিল ?

আল-আমীন এবং আস্-সাদেক

তদানীন্তন আরব সমাজে শিশু-কিশোর মুহাম্মদ সুপরিচিত ছিলেন 'আস্-সাদেক' এবং 'আল-আমীন' নামে। অসভ্য বর্বর মানব সমাজে তিনি ছিলেন এক স্বতন্ত্র সত্তা। অতিথিপরায়ণতা এবং প্রখর স্মৃতিশক্তি ভিন্ন আরবদের উল্লেখযোগ্য কোনো গুণাবলী ছিল না। আরব সমাজে হটকারিতা, লুণ্ঠন, রাহাজানি, দস্যুবৃত্তি, হত্যা ইত্যাদি ছিল নিত্য নৈমিত্তিক এবং অতি সাধারণ ঘটনা। প্রতারণা, পরস্বাপহরণ ও চৌর্যবৃত্তি এতো স্বাভাবিক ঘটনা ছিল যে, এগুলো অপরাধ বলে মনে হতো না। বাহুবল ও গোত্রীয় শক্তি ছিল ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি।

এরূপ একটি সমাজে পিতৃ-মাতৃহীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শৈশব ও কৈশোর থেকেই সকলের বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিলেন। মিথ্যা পরিহার করতে যতটুকু নৈতিক শক্তির প্রয়োজন হয়, তেমনি অপরের আমানত সংরক্ষণে অধিকতর শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হয়। কারণ মিথ্যা বা সত্যভাষণ নিজের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু দুর্বৃত্তপূর্ণ সমাজে নিজের এবং অপরের আমানত রক্ষায় শুধু নৈতিক বল নয়, শারীরিক শক্তিরও প্রয়োজন হয়।

যুবক মুহাম্মদ (সাঃ) আপন বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক মাধুর্যে তৎকালীন বর্বর আরব মরু সমাজে এমন এক অসাধারণ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন যে, তাঁর তত্ত্বাবধানে গচ্ছিত বিষয়বস্তুর ওপর হামলা চালাতে দুর্ধর্ষ দুর্বৃত্তরাও প্রবৃত্ত হতো না।

সম্পদের আমানত রক্ষায় যুবক মুহাম্মদ (সাঃ) কখনো ব্যর্থ হয়েছেন এমন ঘটনা ঘটেনি। কেউ মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কখনও মিথ্যা বলতে এমনকি কটু ভাষণে লিপ্ত হতে কেউ শুনেনি। নবুওয়াত প্রাপ্তির পরেতো নয়ই, নবুওয়াতের পূর্বেও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কোনো দিন মিথ্যা কথা বলেননি। এমন বহু লোক পাওয়া যাবে, যারা সর্বদা না হলেও সাধারণত সত্য কথা বলেন, মিথ্যা কথা বলেন না। যারা কোনো বিশেষ সময় থেকে সর্বদা সত্য কথা বলেন, এমন বহু লোকও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সারা জীবনে একটিও মিথ্যা কথা বলেননি, এমন কয়টি লোক মানব ইতিহাসে পাওয়া যেতে পারে ?

আমাদের নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং মহল্লার মধ্যে বা আমাদের জানার মধ্যে কি এমনও একটি লোক আছেন, যিনি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেননি ? যদি না পাই, তা'হলে নিজস্ব শহরে-বন্দরে খুঁজে দেখতে পারি, পরিমন্ডল ক্রমশ বিস্তৃত করে খোঁজ করতে পারি। আমাদের দেশে যদি এমন লোক পাওয়া না যায়, বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কয়জন লোক পাওয়া যেতে পারে, যারা শৈশবকাল থেকে কখনও একটি মিথ্যা কথা বলেননি?

যদি উপমহাদেশে না পাওয়া যায়, সমগ্র এশিয়া মহাদেশে এমন কয়জন লোক পাওয়া যাবে, যারা ভুলক্রমে কখনও জীবনে একটি মিথ্যা কথা বলেননি? এমন লোক খুঁজে বের করতে জরীপ কার্য পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। তবে ফলাফল কি হবে, তা আমরা অনুমান করতে পারি। যদি বর্তমান সময়ে বা এই শতাব্দীতে চিরসত্যবাদী এমন কোনো লোক না পাওয়া যায়, তবে অতীত ইতিহাসের দিকে আমরা তাকাতে পারি। মানব-সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কতজন লোক এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁরা সমগ্র জীবনে একবারের জন্যেও মিথ্যা ভাষণে লিপ্ত হননি ?

যদি এমন এক হাজার লোক পাওয়া যায়, তবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হবেন মানব গোষ্ঠীর উক্ত হাজার ব্যক্তির মধ্যে অন্যতম। যদি এমন একশ অথবা দশ ব্যক্তি পাওয়া যায়, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হবেন উক্ত একশ বা দশজনের মধ্যেও শ্রেষ্ঠতম।

মানব ইতিহাসের পাতায় যাঁরা স্থান পেয়েছেন, তাদের মধ্যে আজন্ম সত্যভাষী বা "আস্-সাদেক" উপাধিধারী ব্যক্তি একজনও বোধহয় নেই। অন্ত

www.nagorikpathagar.org

ত আমাদের জানামতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভিন্ন একজনও নেই। শুধু সত্যভাষণ নয়, অপরের আমানত সংরক্ষণেও নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও যুবক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন অনন্য।

অসাধারণ শারীরিক শক্তি

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অসাধারণ শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি শারীরিক কসরত বা খেলাধুলায় নিস্পৃহ ছিলেন সত্য, তবে তৎকালীন আরবের সেরা পাহ্লোয়ান রুকানার অশালীন গর্ব ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে বিব্রত হয়ে তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন এবং পর পর কুস্তিতে তিন বার পরাজিত করে তাঁর সুপ্ত-অমিত শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।

সত্যনিষ্ঠা, সততা ও আমানত সংরক্ষণ ভিন্ন মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্রে নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই এমন সব অসাধারণ গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল যা মানব সভ্যতার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে মহিমান্বিত করেছে, যেগুলোর জন্য হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নবুওয়াত না পেলেও আপন অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্যে সমগ্র মানবতার অনন্য গৌরবরূপে মানব ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকতেন।

এ ধরাধামে বিশ্বপ্রভুর অসংখ্য বার্তাবাহক মহামানবের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁরা সকলেই মানব কল্যাণের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। এ সমস্ত মহামানবের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রভাব তাঁর অনুসারীদের জীবনে সর্বাপেক্ষা বেশি।

ঐশীগ্রন্থ

নবীদের প্রতি নাযিলকৃত ওহী সম্বলিত হয়ে গঠিত হয় ঐশীগ্রন্থ। হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট প্রেরিত ইঞ্জিল কিতাবের কোনো নিদর্শন বর্তমানে নেই। বাইবেল ইঞ্জিল কিতাব নয়। এটি জন, ম্যাথিউ, লুক, মার্ক কর্তৃক বর্ণিত হযরত ঈসা (আঃ)-এর বাণীর সংকলন। তাঁর তিরোধানের পর মার্ক, জন, ম্যাথিউ, লুক তাঁর বাণীসমূহ এবং জীবন কালের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন। লিপিবদ্ধ হওয়ার পরও এতে ব্যাপক পরিবর্তন হয়।

হযরত ঈসা (আঃ) আরমাইক ভাষায় কথা বলতেন। তাঁর বাণীসমূহও ছিল আরমাইক ভাষায়। কিন্তু আরমাইক ভাষায় তাঁর কথিত বাণীসমূহের কোনো প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্য গ্রন্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। কারা তাঁর বাণীসমূহ আরমাইক ভাষা থেকে গ্রীক, ল্যাটিন, ইটালিয়ান, ফরাসী, ইংরেজী ভাষায়

www.nagorikpathagar.org

অনুবাদ করেন, তার কোনো ধারবাহিক সনদ নেই। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে বাইবেলকে সম্পাদনার মাধ্যমে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

আল-কুরআন

ঐশী গ্রন্থগুলোর মধ্যে একমাত্র আল কুরআনই রয়েছে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত। এতে একটা শব্দ এদিক ওদিক করা হয়নি। বর্তমান যুগের সাথে সামঞ্জস্য হউক বা না হউক, প্রথমে আল কুরআনে যা ছিল, এখনও তাই রয়েছে এবং কোনো সম্পাদনা বা পরিবর্তন করা হয়নি। আল কুরআন একমাত্র কিতাব– যা মুসলিম দেশের হাজার হাজার লোক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্ত করে থাকেন। সারা দুনিয়াতে আল কুরআন থেকে আকারে ছোট বা বড় এমন কোনো গ্রন্থ নেই যা যত্নসহকারে মুখস্ত করা হয়। আমরা মনে করি এটা এক অপূর্ব মুজিযা বা অলৌকিকতা।

দুনিয়ার অন্য কোনো গ্রন্থ নেই যা লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন ভোরবেলা এতো শ্রদ্ধা সহকারে আবৃত্তি করে থাকেন। আরবদেশের বাইরে আল কুরআনের অর্থ বুঝে খুব কম লোকই। তবু না বুঝে, আরবী ভাষা না জেনেও কোটি কোটি মুসলিম এ গ্রন্থটি তিলাওয়াত করে থাকেন।

না বুঝেও এমন ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে কোটি কোটি লোক পাঠ করে থাকেন এমন দ্বিতীয় গ্রন্থ বিশ্বে আর নেই। শুধু আল কুরআন নয়, সালাত, হজ্ব ও সাওম অনেকের মতে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি অপূর্ব মু'জিযা এবং তাঁর নবুওয়াতের বিরাট স্বাক্ষর।

সালাত

দুনিয়াতে আর কোনো ধর্মমত নেই, যে মতের অনুসারীরা এতো নিয়মিতভাবে প্রতিদিন পাঁচবার নিষ্ঠার সঙ্গে সালাত আদায় বা আরাধনার জন্যে দন্ডায়মান হয়। খৃস্টানগণ গীর্জায় যায় সপ্তাহে একদিন। অবশ্য প্রতি মুহূর্তেই কোনো লোক আল্লাহ্‌র যিকিরে লিপ্ত থাকতে পারে, তা স্বতন্ত্র কথা। বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান নির্দিষ্ট সময়ে দাঁড়িয়ে বা বসে রুকু, সিজদার মাধ্যমে স্রষ্টার আরাধনা করে থাকেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে নির্দিষ্ট সময়ে অন্য ধর্মে স্রষ্টার আরাধনার অতো কঠোর ব্যবস্থা খুব একটা নেই।

এ দেশের হিন্দুগণ সন্ধ্যায়, সকালে গৃহে এবং মন্দিরে আরতি দেন। তা সাধারণতঃ দেন পুরোহিতগণ। সন্ধ্যার সময় উপমহাদেশের যতো মুসলিম মাগরিবের নামাজের জন্য দন্ডায়মান হন, তার শতাংশ বা হাজারের এক ভাগ হিন্দুও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পূজা করার জন্যে গৃহে বা মন্দিরে দন্ডায়মান হয় না।

www.nagorikpathagar.org

ইয়াহুদী এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর কেউ মুসলিমদের মতো অতো সুষ্ঠু ও সংঘবদ্ধভাবে এবং শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে স্রষ্টার সামনে জামাআতে দন্ডায়মান হওয়ার জন্যে মসজিদের দিকে দৌড়ে আসেন না।

পাঁচ বেলা সালাতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ও ভঙ্গীতে দন্ডায়মান হওয়ার অনুপ্রেরণা, নির্দেশ ও শিক্ষা আমরা পেলাম মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট থেকে। কোনো সাধককে তাঁর অনুসারীরা সালাতের মাধ্যমে এতো নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে অনুসরণ করেন না।

রোযা বা সওম

সওম বা রোযার বিষয়টাও অনুরূপ। রোযা যে এভাবে রাখতে হবে, তা শিক্ষা দিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। এ মুসলিম বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ একটি মানুষের কথার ওপর বিশ্বাস করে সারাটি দিন উপবাসে কাটিয়ে দেন। আল্লাহকে আমরা দেখিনি বা তাঁর সঙ্গে কথাও বলিনি। কিন্তু চৌদ্দ'শ বছর আগে আমাদের নেতা যা বলে গেছেন, তাঁর কথার ওপর বিশ্বাস করে আমরা রমযান মাসে দিনের বেলা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিই। কি অসাধারণ প্রভাব একজন মানুষের! দুনিয়ার ইতিহাসে এর কোনো দ্বিতীয় নজীর নেই।

অতি ঘনিষ্ঠদের বিশ্বাস

একটি লোককে তার স্ত্রী, চাকর-বাকর ও অন্তরঙ্গ বন্ধুরা যতটুকু জানে, অন্যদের পক্ষে ততটুকু জানা সম্ভব নয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাণী কারা প্রথম গ্রহণ করলেন ? তিনি যখন নিজেই নবুওয়াত সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, কি হয়েছিলো তাও ভালভাবে বুঝতে পারছিলেন না, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে কম্বল দিয়ে আবৃত করতে বলেছিলেন প্রিয়তমা বিবি খাদীজা (রাঃ)-কে। স্ত্রী খাদীজাই সর্বপ্রথম রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান এনে ফেললেন। কারণ, তিনি কল্পনাই করতে পারলেন না, অশরীরী রূহের কোনো প্রভাব তাঁর মহান স্বামীর ওপর হতে পারে।

আমরা 'টলস্টয়'কে শুধু দার্শনিক বা সাহিত্যিক নয়, ঋষি হিসাবেও জানি। তাঁর স্ত্রী লিখেছেন যে, প্রথম রজনীর অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝতে পারলেন, স্বামীর জীবনে তিনি প্রথম নারী নন। বিবি খাদীজা (রাঃ)-এর পর নবীর ওপর ঈমান আনলেন পুত্রবৎ ভৃত্য যায়েদ। ঈমান আনলেন বালক হযরত আলী (রাঃ), যিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর গৃহেই লালিত-পালিত হচ্ছিলেন। ঈমান আনলেন সমকালীন আরবের মহৎ পুরুষ সর্বজন শ্রদ্ধেয়

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবু বকর (রাঃ), যিনি ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু।

হযরত সুমাইয়া (রাঃ)

ঈমান আনলেন আবু লাহাবের দাসী হযরত সুমাইয়া (রাঃ), যিনি প্রায়সময়ই বিবি খাদীজা (রাঃ)-এর গৃহে আসতেন, বসতেন। বাইরের নারীদের মধ্যে একমাত্র এই মহিলাই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে অত্যন্ত নিকট থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। কি গভীর ছিল দাসী সুমাইয়ার বিশ্বাস ও প্রত্যয়, বিশ্ব নবীর ওপর !

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, মুর্তিপূজা মিথ্যা, আল্লাহ্ সত্য। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কথা মিথ্যা হতে পারে না। পাষন্ড আবু লাহাবের অমানুষিক অত্যাচারেও হযরত সুমাইয়া (রাঃ) বলতে স্বীকার হলেন না মুহাম্মদ (সাঃ) যা বলেছেন তা মিথ্যা। তাঁর দেহের বিশেষ অঙ্গে যখন বর্শা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, যন্ত্রণায় কাতর এবং ক্রমশ সংজ্ঞাহীন হয়ে যখন ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনও হযরত সুমাইয়া (রাঃ) কিছুতেই স্বীকার করলেন না, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পাগল, তিনি যা বলেছেন তা মিথ্যা।

ইসলামের ইতিহাসে শাহাদাতের পেয়ালা এই সুমাইয়াই সর্বপ্রথম পান করেন। তাঁর স্বামী ইয়াসিরের পা দু'টি উটের সঙ্গে বেঁধে বিপরীত দিকে উট দু'টিকে তাড়ানো হয়। ফলে তাঁর দেহ দু'টুকরো হয়ে যায়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি স্বীকার করতে সম্মত হননি যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যা বলেছেন তা মিথ্যা। সুমাইয়া (রাঃ) এবং ইয়াসির (রাঃ)-এর পুত্র হযরত আম্মার (রাঃ) একজন উঁচুদরের সাহাবী ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ তা'য়ালার আমল

আল্লাহর কাজ এবং বান্দার কাজের মধ্যে পার্থক্য ও বৈসাদৃশ্য আছে। আল্লাহ্ কি নামায পড়েন? তিনি কি রমযান মাসে রোযা রাখেন? তিনি কি কোনো বছর হজ্ব করেছেন? আল্লাহ্ কি যাকাত দেন? আল্লাহ্র যাকাত দেয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না। বিশ্বে যা কিছু আছে, সব কিছুর মালিক আল্লাহ তা'য়ালা। তিনি কিছুই নিজে ভোগ করেন না। সকল কিছুই তিনি তৈরী করেছেন সৃষ্টির উপকার এবং কল্যাণের জন্য। তাঁর যাকাত দেয়ার প্রশ্ন উঠে না। তিনি নামাযও পড়েন না, রোযাও রাখেন না, হজ্বও পালন করেন না।

আল্লাহ্ তা'য়ালার কার্যাবলী

সকল বিশ্বে যা কিছু আছে– সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'য়ালা। সৃষ্টি করার মধ্যে রয়েছে আনন্দ। সবকিছু তিনি তার সন্তুষ্টির জন্য সৃষ্টি করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বসমূহের প্রভু। সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা মানুষ একটি বিশ্বের শেষপ্রান্ত আবিস্কার করা তো দূরের কথা, তা কোথায় কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা সবগুলো বিশ্বের শুধু স্রষ্টা নন, এ বিশ্বসমূহের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুরই স্রষ্টা তিনি।

আল্লাহ্ শুধু সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টাই নন, এ বিশ্বসমূহের তিনি প্রতিপালক। তিনি লালনকারী, বিবর্তনকারী, রক্ষাকর্তা, সৃষ্টি বিধানকারী, জীবিকা নির্বাহকারী ইত্যাদি।

নবসৃষ্টি এবং সৃষ্টির প্রতিপালনের জন্য তিনি দিয়েছেন নিয়ম-পদ্ধতি এবং বিধান। এ নিয়ম-পদ্ধতি ও বিধানের নাম হলো দ্বীন। এ দ্বীনের মধ্যে তিনি তার নিজের কাজও নির্ধারণ করেন। নির্ধারণ করেছেন তার সকল সৃষ্টির কাজ। এ সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো মানুষ। মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম সৃষ্টি হলেন আল্লাহ্র নবী-রাসূলগণ।

সালাত, যাকাত, সিয়াম (রোযা), হজ্ব, কুরবানী আল্লাহ্র কাজ নয়। এগুলো হলো-আল্লাহ্র বান্দার কাজ, মানুষের কাজ। মানুষের জন্য নির্ধারিত আল্লাহ্র নির্দেশিত বিধিমত সম্পাদিত সামগ্রিক কাজের সমষ্টিগত নাম হলো ইবাদত। ইবাদত দ্বীনের একটি অংশ।

www.nagorikpathagar.org

দাওয়াহ্

আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'আশরাফুল মাকলুকাত' আদম সন্তানকে অবিরাম আহ্বান করছেন, তার দেয়া বিধান এবং দ্বীন অবলম্বন করতে। এ বিরামহীন আহ্বানকে বলা হয় দাওয়াহ্ বা দাওয়াত।

বিশ্বে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে আল্লাহ্ তার খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন মানুষ। মানব প্রজাতির মধ্যে সর্বোত্তম হলেন নবী-রাসূলগণ। তিনি তাদেরকে তার নিজের কাজ দাওয়াহ'র বিন্দুমাত্র অংশ অর্পণ করেছেন।

তাবলীগ এবং দাওয়াহ্

আল্লাহ্র দ্বীনের দিকে আহ্বান করতে হলে প্রথম কাজ হলো দ্বীনের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া। যারা ফিরিস্তাদের মাধ্যমে আল্লাহ্র দ্বীনের বাণী প্রথম পর্যায়ে গ্রহণ করেন এবং অন্য মানুষের কাছে তা পুনরায় পৌঁছিয়ে দেন, তাদেরকে বলা হয় নবী-রাসূল, প্রেরীত পুরুষ, আল্লাহ্র দূত, মনোনীত ব্যক্তি, ইত্যাদি।

তাবলীগ ছাড়া দাওয়াহ্ অত্যন্ত দুর্বল। দাওয়াহ্ এর প্রথম স্তর হলো তাবলীগ। বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার পরই তা গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হয় বা দাওয়াত দেয়া হয়। আরবীতে যে শব্দের উচ্চারণ দাওয়াহ্, বাংলায় ঐ শব্দটির উচ্চারণ করা এবং লেখা হয় দাওয়াত। আল্লাহ্র ইবাদত ছাড়া নবীদের বড় কাজ হলো তাবলীগ করা এবং দাওয়াত দেয়া। তাবলীগ এবং দাওয়াত বস্তুত একটি কাজের দু'টি অংশ।

ইবাদত এবং দাওয়াহ্

মানুষ শুধু আল্লাহ্র বান্দা বা দাসই নয়, তারা হলো এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি বা খলিফা। আল্লাহ্র আব্দ বা আব্দুল্লাহ হিসেবে মানুষ করবে আল্লাহ্র ইবাদত বা দাসত্ব। আল্লাহ্র খলিফার বহু বাড়তি কাজ আছে। খলিফার প্রধান কাজই হলো তাবলীগ এবং দাওয়াহ–সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর অনুসারী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো ইবাদত, তাবলীগ এবং দাওয়াহ্।

যারা নিয়মিত নামায আদায় করেন এবং সকাল বেলা কুরআন তিলাওয়াত করেন, তাদেরও কি তাবলীগ করতে হবে? যারা রমজান মাসে সবগুলো রোযা রাখেন, ঈদ-উল-ফিতর এর আগেই মালের যাকাত দিয়ে দেন, দ্বীনের অবশ্য করণীয় ফরজ এবং ওয়াজিব আদায় করেন, তাদেরও কি তাবলীগ করতে হবে? তাবলীগের কাজে যারা মসজিদে মসজিদে ইতিকাফের নিয়তে অবস্থান করেন, তাদেরকে প্রায়ই এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

পুত্র এবং কর্মচারী

তাবলীগ সকলের জন্য প্রয়োজন এবং ফরজ। একটি দুনিয়াদারীর উদাহরণ দেয়া যাক। যে সমস্ত পরিবারে রক্ষণশীলতা এবং ধর্মীয় পরিবেশ বিরাজ করে, তথায় সন্তানদেরকে পিতা-মাতার অনুগত থাকতে দেখা যায়। তারা সাধারণত পিতা-মাতার অমতে বা মতের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করতে চান না।

শর্ষিনীর পীর মরহুম আবু জাফর সালেহ (রঃ)-এর পুত্র বর্তমান পীর সাহেব প্রায় দু'ঘন্টা পর্যন্ত কোনো একটি কথা না বলে পিতার সম্মুখে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে চুপচাপ বসে থাকতে দেখেছি। আমি তখন ছিলাম (১৯৬৮-১৯৬৯) অবিভক্ত বাকেরগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব)। দু'ঘন্টা যাবত কোনো একটি কথা না বলে তরুণদের চুপচাপ বসে থাকার উদাহরণ আজকাল বিরল।

আধুনিক ছেলেমেয়েরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে, অথবা কথা বলার সুযোগ না পেলে রক্ষণশীল পিতা-মাতার সম্মুখে বহুক্ষণ বসে থাকতে চাবে না। তারা তখনই সম্মুখে বসবে, যখন তাদের আলোচনায় যোগদানের সুযোগ থাকে এবং কথা বলার অধিকার থাকে।

যদি একজন বিত্তশালী রক্ষণশীল পিতা পুত্রকে বাথরুমে ফেলে আসা তার গেঞ্জি অথবা লুঙ্গী ধুয়ে দিতে বলে, ব্যস্ত পুত্র নির্দেশ পালন করবে না। বরং তার পিতৃদেবকে উপদেশ দিবে, "তোমার নিজের লুঙ্গী, গেঞ্জি তুমি নিজেই ধুয়ে নিও। আমার গেঞ্জি এবং লুঙ্গী আমি ধুতে পারিনি, ওগুলো বাথরুমে পড়ে আছে। তোমার গেঞ্জি-লুঙ্গী ধোয়ার সময় আমারগুলোও ধুয়ে দিও। আম্মার জন্য রেখে দিও না।"

যদি বাবা তার পুত্রকে লন্ড্রি থেকে তার জামা নিয়ে আসতে নির্দেশ দেন, পুত্রকে বলতে শুনা যায়, "আমি টেনিস খেলতে যাচ্ছি। ড্রাইভারকে দিয়ে কাপড়গুলো আনিয়ে নিও। আমার কিছু থাকলে তাও যেন নিয়ে আসে। আমার বালিশের নিচে লন্ড্রির স্লিপ থাকতে পারে।"

বাবা যদিও ধার্মিক এবং রক্ষণশীল, ছেলেরা প্রগতিশীল এবং আধুনিক। বাবা চায় ছেলে তার কাজ করে দিয়ে নেকি অর্জন করুক। ছেলে মনে করে যে, কাজ ড্রাইভার বা কাজের ছেলে করতে পারবে—তা কেন সে করবে। তার নিজের কাজ বাবাকে দিয়ে করিয়ে নিলে পিতা যে অসন্তুষ্ট হবেন না, বরং আনন্দ অনুভব করবেন, সে বিশ্বাসও তার আছে।

পিতা ও পুত্রের রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার দ্বিত্বতা ও টানা পোড়নে জ্বলতে হয় বেচারী মা-কে। পুত্র প্রায়ই পিতার সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গী এবং আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে মায়ের কাছে।

www.nagorikpathagar.org

রক্ষণশীল পিতাও বেচারী মহিলাকে বলবে যদি "আমার প্রয়োজনীয় সকল সেবা এবং কাজ বাড়ির কাজের ছেলে আবুল কালাম থেকে পেতে হয়, তোমার ছেলে আমার জন্য কিছুই না করতে পারে, আমার তো আবুল কালামের বাবা হওয়াই উচিত ছিল, তোমার ছেলের নয়।" পিতা-পুত্রের সাংস্কৃতিক সংঘাতে এ অসহায় মহিলা কী বা করতে পারে! স্বভাবতই তিনি পুত্রের প্রতি দুর্বল। এ দুর্বলতাকে স্বজনপ্রীতি বললেও ভুল হবে না।

দু তিন বার স্বামীর তিরস্কার, উষ্মা নীরবে সহ্য করলেও চতুর্থবারে নিরীহ মহিলা রেগে জ্বলে উঠবেন এবং বলবেন "আমার ছেলে তো তোমার কোনো কাজই করে না। কাজের ছেলে আবুল কালামই তোমার সবকাজ করে দেয়। তোমার ভাইবোন যখন অসুস্থ হয়, ব্যবসায়ীক ব্যস্ততার জন্য তোমার দেখার সময় হয় না, তখন তাদের খোঁজ নিতে আবুল কালামকে কি পাঠাতে পার না? তখন কেন আমার ছেলের দরকার হয়? তোমার বন্ধুদের বা আত্মীয়-স্বজনের যে বিয়ে-শাদিতে তুমি যেতে পার না, তখন তোমার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কেন আমার ছেলেকে দরকার হয়? তখন কেন তোমার একান্ত অনুগত ও প্রিয়ভাজন আবুল কালামকে পাঠাতে পার না ?"

পিতা তাঁর যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সময়ের অভাবে নিজে করতে পারেন না বা অনুষ্ঠানে যেতে পারেন না, সে কাজে পুত্রকেই পিতার প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। অনুগত ভৃত্য আবুল কালাম এ সমস্ত ক্ষেত্রে গৃহকর্তার প্রতিনিধত্ব বা খলিফা হিসাবে কাজ করতে পারে না। আবুল কালাম পরিবারের বহুদিনের বিশ্বস্ত এবং অনুগত সেবক। বাড়ির অনেক কাজই সে করে থাকে। সকল যোগ্যতা, সেবা-পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্য সত্বেও আবুল কালাম থেকে যায় গৃহভৃত্য।

ছেলে যখন বড় হয়, লেখাপড়া সমাপ্তি ঘটায়, সে পিতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হয়। বৈদেশিক ব্যবসায়ী ফার্ম ও আমদানী রপ্তানীকারকদের নিকট থেকে রাত্রের বেলা টেলিফোন আসলে পুত্রকেই সে টেলিফোনে এটন্ড্ করতে হয়। ব্যাংক একাউন্টসমূহে যুগ্নস্বাক্ষরকারী পুত্রকেই হতে হয়। নিউইয়র্ক বা টোকিওতে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা সংক্রান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। পিতার অসুস্থতা বা ব্যস্ততার সময় পুত্রকেই এ সমস্ত সম্মেলনে পিতার প্রতিনিধিত্ব করতে হয়।

গার্ড এবং জেনারেল ম্যানেজার

শিল্পপতিদের বাসভবনে আগ্নেয়াস্ত্র বহনকারী দিবা প্রহরী এবং নৈশ প্রহরী নিয়োগ করা হয়। ধনীদের জীবনের ওপর বহুবিদ হামলা অনুষ্ঠিত হতে পারে। ডাকাত, হাইজ্যাকার, সন্ত্রাসীগণ সুযোগের অপেক্ষায় ওঁত পেতে

www.nagorikpathagar.org

থাকে। এরূপ বিপদের সময় আগ্নেয়াস্ত্র বহনকারী নৈশ প্রহরী নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সন্ত্রাসীদের মুকাবিলা করে। মালিকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজারের তুলনায় শিল্পপতির বাসস্থানের নৈশ প্রহরী কয় টাকা বেতন পায়? জেনারেল ম্যানেজার মালিকের জীবন রক্ষা করার জন্য নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিবেন না। তবুও তাকে নৈশ প্রহরী অপেক্ষা বিশ-ত্রিশগুণ বেশী বেতন দেয়া হয়।

শিল্পপতি বা তার অংশীদার পুত্র যদি কোনো মন্ত্রণালয়ে বা বিভাগে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় মালিক হিসাবে উপস্থিত না থাকতে পারেন, জেনারেল ম্যানেজারই ফার্ম এর প্রতিনিধিত্ব করেন। যদি জরুরীভিত্তিতে নীতি সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করা না যায়, কোম্পানীর মালিকের অনুপস্থিতিতে জেনারেল ম্যানেজারকেই সিদ্ধান্ত দিতে হয়।

শিল্পপতির বাসভবনের নৈশ প্রহরী এবং শিল্প-কারখানায় জেনারেল ম্যানেজারের কাজের প্রকৃতি এবং দায়িত্বের মানের মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। পুত্র বা জেনারেল ম্যানেজারকে যে দায়িত্ব বহন করতে হয়, তা নৈশ প্রহরী বাসার কাজের লোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

কর্মচারী (আব্‌দ) ও প্রতিনিধি (খলিফা)

কর্মচারী ও কাজের লোকদের সেবা অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাদের কাজকে খলিফা বা প্রতিনিধি বা পুত্রের কাজ-সম গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় না। সালাত (নামায), সওম (রোযা), হজ্জ, যাকাত অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ আমল।

তাবলীগের দাওয়াত আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো ইলাহের কাজ হিসেবে পবিত্রতম এবং মহত্তম। আশরাফুল মাকলুকাত হিসেবে মানুষের ওপরে এ দায়িত্বের ভার অর্পিত হয়েছে।

আল্লাহর এক নেক বান্দা আল্লাহ্‌র খলিফার দায়িত্ব পালন করেন। তাবলীগ এবং দাওয়াহ্‌'র কাজে অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহ অবশ্যই তার কাজে বেশী সন্তুষ্ট হবেন। কারণ, এগুলো আল্লাহ্‌র নিজের কাজ এবং তার প্রিয় নবীদের কাজ। এ কাজ আল্লাহ্‌র আব্‌দ্‌ বা বান্দার বন্দেগী বা ইবাদত হতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যারা নিয়মিত নামায পড়েন, রোযা রাখেন, যাকাত দেন, অন্যান্য ফরজ এবং ওয়াজিব কাজগুলো সম্পাদন করেন, তাদেরও দাওয়াহ'র কাজের প্রয়োজন আছে। এ কাজগুলোর মান উর্ধতন স্তরের।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবুওয়াতের মৌলিক দায়িত্ব দাওয়াহ্

নবীগণ এবং রাসূলদের মহান নেতা সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন সাধনা ছিল অতি ব্যাপক। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সীরাত বা জীবনচরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা তাঁকে পাই একজন ঈমানদার, মুত্তাকী, সালাতী (নামাযী), সিয়ামী (রোযাদার), হাজ্বী হিসেবে। তাঁকে দেখি রাষ্ট্র পরিচালক, মুজাহিদ, সেনানায়ক, সমাজ সেবক রূপে। সাইয়েদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (সাঃ)-কে পাই সদা সত্যবাদী, আমানতদার, দানশীল, ক্ষমাশীল, বিনয়ী, সলজ্জ, বুদ্ধিমান, রুচিশীল মানুষ হিসেবে। আমল ও আখলাক বিশ্লেষণ করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আরও বহুগুণে গুণান্বিত দেখতে পাই। মহানবী (সাঃ)-এর জীবন সংগ্রাম পরীক্ষা করলে তাঁকে আমরা পাই বহু কর্মসাধনার মহানায়করূপে।

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র ইবাদাতের জন্য। সালাত (নামায), সিয়াম (রোযা), তাসবিহ, তাহলীল, হজ্ব, যাকাত, সাদকাহ, মানবকল্যাণ, সুন্দর চরিত্রবান হওয়া ইত্যাদি অবশ্যই ইবাদত এবং ইবাদাতসম পুণ্য কর্ম। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধুমাত্র এ ধরনের ইবাদাতের জন্যই কি আল্লাহ নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন?

নবী-রাসূলদের মৌলিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি? বে-নামাযী, বে-রোযাদার কোনো ব্যক্তি কখনো নবী-রাসূল হতে পারে না, এটা সত্য। কিন্তু সালাতী (নামাযী) হওয়া, তাহজ্জুদ গুজার হওয়া, রোযাদার হওয়া, রাষ্ট্র প্রধান হওয়া বা সমাজ সংস্কারক হওয়ার মাধ্যমেই কি নবী-রাসূলদের, বিশেষ করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)–এর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় ?

রাসুলুল্লাহ (সাঃ)–এর ওয়ারিশ এবং অনুসারীদের কাজ কি শুধুমাত্র উপরোক্ত দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ? এগুলো হলো–নবী-রাসূলদের গুণগত যোগ্যতা। গুণগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে বৃহত্তর দায়িত্ব দেয়া হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কি তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (সাঃ)-কে রাজ্য পরিচালনা, সেনাপতিত্ব, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষা বিস্তারক বা সমাজ নায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং আদর্শ স্থাপনের মূখ্য উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন?

www.nagorikpathagar.org

রেসালত-এর দায়িত্ব

উপরোক্ত কাজগুলো অবশ্যই আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল রেসালাত-এর দায়িত্ব পালন। আল্লাহর নবীর মৌলিক এবং প্রত্যক্ষ কাজ ছিল ইসলাম প্রচার। নবী-রাসূলগণ হলেন আল্লাহর প্রেরিত ধর্মপ্রচারক। আল্লাহর দ্বীন প্রচার এবং কায়েম করাই হলো তাঁদের প্রধান এবং মৌলিক কাজ।

মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুকরণীয় সাইয়েদুল মুরসালীন-এর কর্মমুখর জীবনের বহু দিকদিগন্ত আলোচনা মুসলিম সমাজে কম-বেশি হয়ে থাকে। 'রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মহানবী (সাঃ)', 'সামরিক নেতা হিসেবে মহানবী (সাঃ)', 'জেহাদের ময়দানে মহানবী (সাঃ)' ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ, পুস্তক রচিত এবং পঠিত হয়। কিন্তু নবুওয়াতী জিন্দেগীর প্রধানতম কাজ আল্লাহর 'দ্বীন প্রচারে মহানবী (সাঃ)' বা 'রাসূল হিসেবে হযরত মহানবী (সাঃ)' শীর্ষক প্রবন্ধ পুস্তক খুব কমই দেখা যায়।

বাংলা, ইংরেজী বা অন্য ভাষায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপর সীরাত গ্রন্থগুলো পাঠ করাকালে এবং ইসলাম সম্বন্ধে কোনো মৌলিক গ্রন্থের সূচী উল্টালে ধর্ম প্রচারক হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অথবা দ্বীন-(আল ইসলাম) এর মৌলিক অঙ্গ তাবলীগ এবং দাওয়াহ সংক্রান্ত কোনো অধ্যায় অনেক ক্ষেত্রেই নজরে আসে না। একশতটি পুস্তকের সূচী দেখলে শতকরা একটিতে দা'য়ী বা মুবাল্লিগ হিসেবে মহানবী (সাঃ)-এর ভূমিকা আলোচনা তেমন দেখা যায় না।

মহানবী (সাঃ)-এর জীবনচরিত গ্রন্থসমূহে হজ্ব, যাকাত, নামায, রোযা, ইবাদত, খেদমত, জিকির-আযকার, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদির পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তাবলীগ এবং দাওয়াত-এর তেমন কোনো আলোচনা পাওয়া যায় না।

দাওয়াত-এর প্রতি উপেক্ষা

আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর তাবলীগ এবং দাওয়াহ-এর সুন্নাহটি আমরা একরকম ছেড়েই দিয়েছি। প্রশ্ন উত্থাপিত হলে বলে থাকি, মুসলিম জীবনের সকল কাজই তাবলীগ। জায়া, পুত্র, কন্যা আমাদের কাছে কিছু চাইলে তখন তাদেরকে কিছু না দিয়ে শুধু শুধু হালকা তামাসাসূচক ধরনের জবাব দেই না। বলি না, "আমার জীবনের সবকিছুই তো তোমাদের জন্য। আলাদা করে তোমাদেরকে কি দিব ?"

www.nagorikpathagar.org

দা'য়ী এবং মুবাল্লিগ হিসেবে মহানবী (সাঃ)-এর রিসালাতের সশ্রদ্ধ আলোচনা দূরের কথা, 'আলেম-উলামা' এবং ইসলামী বুদ্ধিজীবিদের সাথে আলোচনা তো করলে– মুবাল্লিগ এবং দা'য়ীগণ ঘরবাড়ি ছেড়ে দু' তিন-চার মাস যে আল্লাহর রাস্তায় ঘুরাফিরা করেন, তা যে ভালো কাজ বা সঠিক কাজ করছেন, সেরূপ ধারণা পাওয়া যায় না। বরং তাবলীগকারীগণ সমালোচিতই হয়ে থাকেন। পাদ্রীরা বিয়ে-শাদী না করে সারাজীবন তাদের ধর্ম প্রচার করেন। বস্তুবাদী খৃস্টানগণ কিন্তু এ কাজের জন্য পাদ্রীদের সমালোচনা করেন না, বরং সর্বপ্রকার উৎসাহ দিয়ে থাকেন।

সারা বছর ধরে বাংলাদেশের যতো লোক তাবলীগে চিল্লা বা সময় লাগান, তাদের মনুষ্য ঘন্টা যোগ করা হলে তা শবেবরাতের রাতে যতো মনুষ্য ঘন্টা নিয়োজিত হয়, তার চেয়ে অনেক কম হবে। তা হলে বলা যায়–এক অর্থে মুসলমানদের জীবনে তাবলীগ এবং দাওয়াহ-এর কাজটি অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের দায়িত্বটি শবেবরাতের একরাত-সম নয়। এরূপ ধারণা কতটুকু সঠিক?

মুসলিম ও খৃষ্টান জনসংখ্যা

আব্বাসীয়দের পতনের শুরুতে দুনিয়াতে মুসলমানদের সংখ্যা খৃষ্টানদের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি ছিল। ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তির বিকাশ এবং সাম্রাজ্য বিকাশের সংগে খৃষ্টধর্মের প্রচার অত্যন্ত জোরেশোরে শুরু হয়। সাম্রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি পাদ্রীদের নেতৃত্বে ধর্ম প্রচারও দুর্বার গতিতে চলতে থাকে।

রোমান ও গ্রীক সভ্যতার চরম উৎকর্ষের সময় ইটালী বা গ্রীসের জনসাধারণ খৃষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন না। স্বয়ং ইউরোপে খৃষ্টধর্মের প্রচার শুরু হয় গ্রীক ও রোমান সভ্যতার পতনের বহু শতাব্দী পর।

বর্তমান দুনিয়ার খৃষ্টানদের সংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণের বেশি। খৃষ্টধর্মের তুলনায় ইসলাম ধর্মের প্রচারে এই অনগ্রসরতা, বিফতলা এবং ব্যর্থতার বড় কারণ হলো–মুসলিমদের মধ্যে সকল নবী-রাসূলগণের মূল কাজ, ধর্মপ্রচারের প্রতি উপেক্ষা এবং তাদের মধ্যে তাবলীগী এবং দাওয়াতী চেতনা হ্রাস, এমনকি বিলুপ্তি। মুসলিমদের জসনংখ্যা বাড়ছে জন্মগত পদ্ধতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে। অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নয়।

www.nagorikpathagar.org

আওলিয়া কিরামের দাওয়াতী জিন্দেগী

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং তাবে তাবেয়ীনদের পর ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আওলিয়া কেরাম এবং সুফি-দরবেশগণ। সুফি-দরবেশগণ ধর্ম প্রচারের কাজ এতো গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন যে, তাদের অনেকে চিরকালের জন্য মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে হিজরত করেছেন। রাসূল (সাঃ)-এর বিবাহ সংক্রান্ত সুন্নাহ পালন তারা করতে পারেননি। বরং চিরকুমার বা মুজাররদ থেকেছেন এবং সংসার ত্যাগী সাধক হিসেবে দ্বীন প্রচারের কাজে লিপ্ত ছিলেন।

সূফী-আওলিয়াগণ তাবলীগ এবং দাওয়াহ সংক্রান্ত আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম তামিলের জন্য রাসূল (সাঃ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন। বিয়ে-শাদী করে ঘর-সংসার করা এবং খণ্ডকালীন হিসেবে তাবলীগ এবং দাওয়াহ সংক্রান্ত আল্লাহ তা'আলার হুকুম তামিলের জন্য রাসূল (সাঃ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ বিবাহ-শাদী করা পর্যন্ত সুফি-আওলিয়া কিরাম ত্যাগ করেছেন। খণ্ডকালীন হিসেবে তাবলীগ এবং দাওয়াহর কাজ না করে সার্বক্ষণিকভাবে তাবলীগ এবং দাওয়াহ-এর কাজে সুফী-দরবেশগণ আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের এই ত্যাগ এবং কুরবানীর ফলেই সারাবিশ্বে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ও সম্প্রসারণ হয়।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের দিকে আহ্বান
দাওয়াতুল ইসলাম

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করো হিকমত ও মোলায়েম ভাষা দ্বারা। তাদের সংগে আলোচনা করো সুন্দরভাবে" (সূরা নাহলঃ আয়াত- ১২৫)।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা সকল মানুষকে বিশেষ করে মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে। এই নির্দেশের ভাষাটি ঐচ্ছিক নয়, বরং 'অবশ্য করণীয় কর্তব্য' সম্পাদনের ভাষা। ইসলামী পরিভাষায় এটাকে 'ফরজ' বলা হয়।

দাওয়াহ্ বা মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালার পথে আহ্বানের কাজটি মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক। অথচ এর প্রতি অবহেলা ব্যাপক এবং অমার্জনীয়। এটা যে অবশ্য করণীয় ফরজ কর্তব্য- এ ধারণা এবং অনুভূতি আধুনিক মুসলিমদের মধ্যে নেই বললেই চলে।

কিভাবে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা হবে- তাও আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহর পথে ডাকতে হবে হিকমতের সাথে এবং সুন্দর কথার মাধ্যমে। হিকমত শব্দের অর্থ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, কৌশল।

ফরজ কর্তব্য

শ্রেণী হিসেবে নবী-রাসূলগণ ছিলেন মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ। মুসলিমদের নিকট মানব জীবনের সর্বোত্তম মডেল হলেন বিশ্ব-নবী সাইয়েদুল মুরসালীন মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)। তিনি ছিলেন মানব জাতির জন্য বিশ্ব প্রতিপালক প্রদত্ত সর্বোত্তম সওগাত, উপহার। নবী-রাসুলদের জীবন সাধনা কি ধরনের ছিল? জান্নাতে যাওয়ার জন্য তাঁদের প্রস্তুতি কি ছিল? ওহী পাওয়ার পর তাঁরা কি গুহায় তপস্যা করে জীবন কাটিয়েছেন ? তাঁরা তো কাজ করেছেন মানুষের ময়দানে। তাঁদেরকে যদি আমরা আমাদের জীবনের আদর্শ মনে করি, তবে আমাদেরকে হুজরা, খানকায় নয়, বরং হেকমত ও প্রজ্ঞা সহকারে, মানুষের ময়দানে কাজ করতে হবে। তাবলীগ এবং দা'ওয়াহ্-এর কাজ করতে হবে অবশ্যই।

www.nagorikpathagar.org

তাবলীগ ও দা'ওয়াহ্

দাওয়াহ এবং তাবলীগের মধ্যে পার্থক্য কি ? দাওয়াহ এবং তাবলীগের মধ্যে মূলতঃ কোনো পার্থক্য নেই। তাবলীগ শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া। দাওয়াহ শব্দের শাব্দিক অর্থ- আল্লাহর বাণী ও নির্দেশের দিকে আল্লাহর বান্দাকে আহ্বান। দ্বীনের দিকে আহ্বানের পূর্বে দ্বীনের বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। বাণী পৌঁছানো ছাড়া আহ্বান হয় না। তাবলীগ ছাড়া দাওয়াত হয় না। প্রথমে তাবলীগ, তারপর হয় দাওয়াত।

আযানের মধ্যে তাবলীগ আছে। দাওয়াতেও তাবলীগ আছে। মুয়াজ্জিন আজানের মধ্যে ঘোষণা করে, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। অবশ্যই প্রিয় নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। এখানে এইটুকু হলো তাওহীদের তাবলীগ। আল্লাহ তা'য়ালার একত্ববাদের ঘোষণা।

একত্ববাদ বা তাওহীদের ঘোষণার পরই আসে ইসলামের দিকে দাওয়াহ আহ্বান। মুয়াজ্জিন আজানের মধ্যে মুসলিমদেরকে আহ্বান করেন, সালাতের জন্য আসুন। কল্যাণের জন্য আসুন। এটা হলো, প্রত্যক্ষ ভাষায় দাওয়াত, শব্দান্তরে দাওয়াহ্ বা আহ্বান। যারা তাবলীগ করেন, তারা তাবলীগের সঙ্গে দাওয়াতের কাজও করেন। পরিপূর্ণ দাওয়াতের মধ্যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ও অবশ্য করণীয় কাজ আছে, তা হলো আল্লাহর দ্বীনের দিকে অমুসলিম বান্দাকে আহ্বান।

অমুসলিম বা কাফির বান্দাদেরকে স্রষ্টার দিকে আহ্বান আল্লাহর সকল নবী ও রাসূলগণ করে গেছেন। অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের কাজটি এখন মুসলিম সমাজে ততোটুকু গুরুত্ব পাচ্ছে না, যতোটুকু গুরুত্ব ইসলাম দিয়েছে।

অমুসলিমদের মধ্যে তাবলীগ না করার বিধান কুরআন-হাদীস কোথাও নেই। অমুসলিমদের মধ্যে তাবলীগ এবং দাওয়াত না করলে ইসলাম সারা পৃথিবীতে দূরের কথা–মক্কা-মদিনাতেও প্রচারিত হতো না। ভারত, চীন, আফ্রিকা, ইউরোপে ইসলাম পৌঁছত না।

দাওয়াহ্ শব্দটির বিশ্লেষন

ইসলাম প্রচার সংক্রান্ত আরবী শব্দগুলো হলো– তাবলীগ (প্রচার), দাওয়াহ (আহ্বান), তালিম (শিক্ষা), তাজকিয়াহ্ (কলব পরিষ্কার বা পবিত্রকরণ), ইসলাহিয়্যাত (সার্বিক সংশোধন বিশেষ করে আখলাকী সংশোধন) ইত্যাদি। এ শব্দগুলো আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সম্পর্কিত।

www.nagorikpathagar.org

দাওয়াতুন বা দাওয়াহ্ শব্দটি মুসলিম এবং অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান এবং ইসলাম প্রচার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অমুসলিমদের নিকট ইসলাম প্রচার এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান এবং দাওয়াত অর্থে 'দাওয়াহ্' শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহার হয়।

তাবলীগ শব্দটি অমুসলিমদের নিকট প্রচার অর্থে প্রযোজ্য নয়। 'দাওয়াতুন', 'দাওয়াত' এবং 'দাওয়াহ্' একই বানানের শব্দ। দাওয়াত, দাওয়াতুন শব্দটি এককভাবে অথবা বাক্যের শেষ শব্দ হলে এর শেষ অক্ষর গোল 'তা' অক্ষরটির আরবী উচ্চারণ বাংলা 'হ' এর ন্যায় হয়।

আরবী ভাষাবিদগণের বেশ কিছুটা ভাষা সাম্রাজ্যবাদী এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গী আছে। তারা নিজেরা শব্দ ব্যবহারে অতি সতর্ক। ইসলামের বদৌলতে তাদের প্রভাব পৃথিবীর সর্বত্র। যেখানে মুসলিম এবং ইসলাম আছে সেখানে আরবী ভাষা আছে। যদি কোনো বিখ্যাত অনাবর আরবী ভাষার ব্যাকরণ বহির্ভূত কোনো শব্দ বা বাক্য লেখায় বা উচ্চারণে ব্যাপকভাবে ভুল করে বসেন, এতে আরবগণ অতি সহনশীল। আরবী ভাষাবিদগণ এটাকে জায়েয ধরে নেন। এই ভুলকে তারা বলেন 'গলত মাসহুর' অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ভুল। 'গলত মাসহুর' বা বিখ্যাত ভুল শুদ্ধের কাছাকাছি ধরা হয়।

অমুসলিমদের মধ্যে কাজের জন্য তাবলীগ জামায়াতের অনুরূপ একটি দাওয়াহ্ জামায়াত সংগঠন

তাবলীগ এবং দাওয়াহ্র মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পার্থক্য আমরা নিজেদের বুঝার জন্য করে নিতে পারি। হানাফী মাজহাবের অনুসারীগণ সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আছেন ভারত উপমহাদেশে। তাবলীগ এবং দাওয়াহর কাজটিকে আরব ভূমি, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকায় বলা হয়ে থাকে দাওয়াহ। ভারত উপমহাদেশে এ কাজটিকে বলা হয় তাবলীগ। উপমহাদেশীয় তাবলীগের টার্গেট মুসলিম সমাজ। এ প্রেক্ষাপটে অমুসলিমদের মধ্যে তাবলীগের আমলকে আমরা দাওয়াহ নামে অভিহিত করতে পারি।

তাবলীগ জামায়াতের অনুসারীদের মধ্যে যারা তাবলীগের কাজ করে থাকেন, তাদের একটি নীতি হল প্রতিদিনই বা রোযানা আড়াই ঘন্টা সময় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে হবে। অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের জন্য একটি দাওয়াহ জামায়াত (জামাআতুদ-দাওয়াহ) সংগঠন করে প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রতিদিন আড়াই ঘন্টা সময় দানে কর্মমুখী এবং অভ্যাস দাওয়াহ-এর আমলের শুরুতে গড়ে তোলা যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

তাবলীগকারীদেরকে দাওয়াহ কাজে উৎসাহী করণ

যারা তাবলীগ জামায়াতের মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতী কাজে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের কাজে তারাই হতে পারেন যোগ্যতম ব্যক্তি। সপ্তাহে, মাসে, বছরে কিছু সময় আল্লাহর রাস্তায় কুরবানীতে তাঁরা অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছেন। দাম্পত্য জীবনের কারাগারে বন্দী হলে এই দাসত্ব হতে মুক্তি পাওয়া কষ্টকর। এই দাসত্ব দৈহিক নয়, মানসিক। শয়তান সংসারীদের ওপরে এমনভাবে প্রভাবিত হয় যে, ঐ শয়তানদের জোয়াল-লাগাম মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

বহুলোকের পক্ষে–মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সাহচর্য্য থেকে মুক্ত হয়ে বছরের পর বছর অর্থ রোজগারের নেশায় বিদেশে বা বহু দূরে থাকা কষ্টকর হয় না। কিন্তু কেউ যদি এক বছর বা চার মাসের জন্য আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে চান, শয়তান আমাদের ওপরে এতো বেশি গালিব বা বিজয়ী হয় যে, তার থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব হয়ে যায়।

তাবলীগ জামায়াত

বর্তমান বিশ্বে আমার মতে তাবলীগ জামায়াত হলো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একনিষ্ঠ ইসলামী আন্দোলন। তাবলীগ জামায়াতের একটি শক্তি হলো–মুরুব্বীদের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য। এই আনুগত্য এতো একনিষ্ঠ যে, যে সমস্ত হাদীস তাবলীগ জামায়াতের মুরুব্বীগণ চর্চা করেন, শুধুমাত্র ঐ সমস্ত হাদীসের কথাই আমরা অনুসারীগণ বলি। কোনো মুরুব্বীর কথা অবশ্যই হাদীসসম গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না এবং মুরুব্বীর কথা অনুসরণ করতে গিয়ে সুন্নাহ ও হাদীসের প্রতি উদাসীন থাকা যায় না। এটাও অবশ্যই ঠিক যে, হাদীস সঠিকভাবে বুঝার যোগ্যতা সাধারণ মানুষের হয় না। হাদীস সংক্রান্ত বিষয়ে মুজাদ্দি হতে হয়।

অনুকূল পরিবেশ

হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ) ভারতের যুক্তপ্রদেশের মেওয়াত এলাকায় দাওয়াতের কাজ মুসলিমদের মধ্যে শুরু করেছিলেন। তখন তাবলীগ এবং দাওয়াতের যে পরিবেশ ছিল বর্তমান পরিবেশ কি তা হতে উত্তম নয়? তিনি যখন মেওয়াতে এ কাজ শুরু করেছিলেন, তখন তা ছিল সম্পূর্ণ নতুন এক কাজ।

ভারত-ভূমিতে ইসলাম প্রচার যারা করেছিলেন ঐ সমস্ত জ্ঞানীজন দুনিয়া থেকে হারিয়ে গেছেন বহু শতাব্দী পূর্বে। আরব মরু থেকে তদানীন্তন

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীতে যারা ছড়িয়ে পড়েছিলেন তাদেরকে এবং তাদের আমলের অনুসারীদেরকেও আল্লাহ রহমানুর রাহীম নিয়ে গেছেন।

এরপর দাওয়াতের চেরাগ ছিল নিভু নিভু। এই নিভু নিভু প্রদীপটিকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার সাধনা যারা করেছেন তাদের মধ্যে হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ) এবং তার উত্তরসূরীগণ আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে সবচেয়ে উঁচুতে আছেন। আজ আর বিশ্বের কোথাও তাবলীগ শব্দটি একশত বছর পূর্বের ন্যায় অপরিচিত নয়।

পরিসর বৃদ্ধি

তাবলীগের যে কাজের ধারা স্তব্দ হয়ে গিয়েছিল, ঐ রহমত হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ) মুসলিমদের গৃহে প্রবাহিত করেছেন। এখন প্রয়োজন হলো, ঐ ধারাকে শুধুমাত্র মুসলিম গৃহে নয়, বিশ্বের অমুসলিমদের গৃহেও প্রবাহিত করা।

অমুসলিমদের নিকট দিল্লীর নিজাম উদ্দিন, ঢাকার কাকরাইল কোনো সমস্যা নয়, কোনো বাধা-বিঘ্ন নয়। যে কাজ সাহাবী, তাবেয়ী, সুফি সাধক এবং ওয়ালী-কামেলগণ করেছেন, কয়েকশত বছর পর্যন্ত তা প্রায় বন্ধ ছিল। তাবলীগ এবং দাওয়াহ্‌র ফরজ এবং সুন্নাতকে তাবলীগের মুরুব্বীগণ পুনর্জীবিত করেছেন। এখন এর প্রচার ও প্রসারের কাজ উত্তরসূরীদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সার্বজনীন দায়িত্ব

আধুনিক এবং তথাকথিত খাঁটি মুসলিম হিসেবে বিশ্বাসকৃত মুসলিমদের অনেকে ধারণা করেন যে, আল্লাহর পথে আহ্বান করা শুধুমাত্র উলামায়ে কেরাম বা ইসলামী শিক্ষিত জনের কাজ। কিন্তু তা নয়, যিনি আল্লাহ তা'য়ালাকে প্রভু বা মা'বুদ বলে স্বীকার করবেন, আল্লাহ তা'য়ালার দিকে আহ্বান তারই কাজ। সালাত এবং সিয়াম, নামায এবং রোযা যেমনি ফরজ, তাবলীগ এবং দাওয়াহ্‌ও তেমনি ফরজ। কিন্তু আমরা নিজেরা এই ফরজ কর্তব্যকে দ্বীন এবং ঈমানের উপাদান থেকে বাতিল না করলেও সুবিধাজনক মনে করে বাদ দিয়েছি। আমরা বহু তথাকথিত দ্বীনদার ব্যক্তি আছি, যারা নামায-রোযার পাবন্দ এবং তাতে নিয়মিত। কিন্তু জীবনে একবারও কোনো অমুসলিমকে ইসলামের নেয়ামত পৌছিয়ে দেইনি। অর্থাৎ ইসলামের দিকে আহ্বান করিনি। ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেইনি। এটা কি সত্য নয়?

আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা আমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তা শুধু নিজের ভোগের জন্য নয়। পশুর মাতাও শাবকের প্রতি তার দায়িত্ব পালন

www.nagorikpathagar.org

করে, শাবকগুলো যতোদিন পর্যন্ত নিজেরা খাদ্য সংগ্রহের যোগ্য না হয়, ততোদিন পর্যন্ত শাবকগুলোর জন্য পশু-পাখির মাতা খাদ্য সংগ্রহ করে। আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীনও শুধুমাত্র আমার বা আমাদের মতো জন্মগত মুসলিমদের নিজেদের ভোগের জন্য নয়। এতে অন্যদেরও অধিকার আছে। অমুসলিমদের নিকটও আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় দ্বীন মুসলিমদেরকেই পৌঁছাতে হবে।

বিশ্বব্যাপী দায়িত্ব

মানুষ শুধু নিজের ভোগের জন্যই অর্জন করে না। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, দূর-নিকট প্রতিবেশী ও পরিচিতদের জন্য অনেক কাজ করে আদম সন্তান। অমুসলিমদের সমাজসেবা নিজের দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাদের মানবিক দায়িত্ব প্রতিপালনের ক্ষেত্র সমগ্র বিশ্বব্যাপী। এ দায়িত্ব অতীতে মুসলিমগণও পালন করতেন। তারা আরব, ইরান, তুরান ত্যাগ করে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ফলে সারাবিশ্বের প্রায় এক পঞ্চমাংশ মানুষ ইসলামের আলোতে আলোকিত হয়েছিল।

এক সময় মুসলিমদের সংখ্যা ছিল খৃষ্টানদের দ্বিগুণ। এখন খৃষ্টানদের সংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণ বরং আরো বেশি। উমাইয়া, আব্বাসিয়াদের আমলে যে দেশগুলোতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল এখনও তাই আছে। দেশগতভাবে মুসলিম সংখ্যাগত অঞ্চলের সংখ্যা বাড়েনি বরং কমেছে। ফিলিপাইন এক সময় ছিল মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। স্পেনিশ এবং পর্তুগীজগণ জাতিগতভাবে অত্যন্ত আগ্রাসী। তারা স্পেনের মুসলিমদের কঁচুকাটা করেছে। ফিলিপাইন ছিল স্পেনিশ কলোনী। সেখানেও স্পেনিশগণ মুসলিমদেরকে নিশ্চিহ্ন করেছে। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় এখনো দু'টো রাজপ্রাসাদ পর্যটকদের দেখান হয়। একটি পুরাতন সুলতানের প্রাসাদ, অপরটি নতুন সুলতানের প্রাসাদ নামে অভিহিত। স্পেনিশগণ দক্ষিণ আমেরিকায় মুসলিমদের কঁচুকাটা করেছে। একই কাজ হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকায়।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইন্দোনেশিয়ায় খৃষ্টানদের সংখ্যা ১ শতাংশ ও ছিল না, বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিতে তা হয়েছে ১০ শতাংশ-এরও বেশি। এটা সম্ভব হয়েছে নাসারা- খৃষ্টানদের দাওয়াতী কর্মসূচীর মাধ্যমে।

বলপূর্বক ইসলাম প্রচার নয়

বর্তমান বিশ্বের মুসলিমগণ শুধু যে দাওয়াহর ন্যায় ফরজ কাজটির প্রতি উদাসীন, তা নয়। দাওয়াহর পদ্ধতি সম্বন্ধেও অধিকতর উদাসীন।

www.nagorikpathagar.org

অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জেহাদ হতে পারে। কিন্তু কাউকে বলপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করানো যায় না। দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই (সূরা আল বাকারা– ২ ঃ ২৫৬)। হুকুম বা নির্দেশ দিয়ে কাউকে ঈমান আনতে বাধ্য করা যায় না। দ্বীনের ক্ষেত্রে দুটি পক্ষ হলো দা'য়ী এবং মাদ'উ অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীনের দিকে আহ্বানকারী এবং আহ্বানকৃত। এই দু'জনের মধ্যে দ্বীনের বিষয়ে হতে হবে সম্পূর্ণ ঐকমত্য।

সফল দাওয়াত

আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীন প্রচারকারী তার অভিমত অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না। তবে দ্বীনের কথা শুধু পৌঁছে দিলেই দায়িত্ব পালন হয় না। দ্বীনের দাওয়াত স্কুল-কলেজ, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের দায়িত্ব থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীদের ভালভাবে পড়ালেন। নিবেদিত প্রাণে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু শিক্ষার্থী পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি। এরূপ শিক্ষককে কেউ সফল বা উত্তম শিক্ষক বলবেন না।

দাওয়াতকারীর দাওয়াত তখনই দাওয়াতকৃত ব্যক্তির হৃদয়ে পৌঁছবে যখন দাওয়াতের বাণী দাওয়াতকারীর শুধু রসনা থেকে নির্গত হয় না, বরং হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়।

দ্বীনের তাবলীগের দাওয়াতকারী তার দাওয়াত পৌঁছে দিলেন। কিন্তু দাওয়াতকৃত ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করলেন না। তা খাঁটি এবং সফল দাওয়াত হলো না। তিনি হয়তো দাওয়াতের বাণী সুন্দরভাবে আবৃত্তি করেছেন। দাওয়াত দানকারীর দাওয়াত শ্রবণকারীর কর্ণ পর্যন্ত পৌঁছেছে। কিন্তু হৃদয় পর্যন্ত নামেনি। এটা দাওয়াত হলো না।

দাওয়াতের অভিনয় নয়

আল্লাহ তা'য়ালার নবী-রাসূলগণ তাঁদের প্রদত্ত দাওয়াত গৃহীত না হলে এতো অস্থির এবং পেরেশান হয়ে যেতেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদেরকে বার বার সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, দ্বীনের দা'য়ীর কাজ হলো দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়া। দাওয়াত গ্রহণ করানো নয়।

যিনি দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছালেন তাকে নিশ্চিত হতে হবে, এই দাওয়াত কি শ্রোতার হৃদয়ে পৌঁছেছে? তাকে বুঝতে হবে– তার দাওয়াত শ্রোতার মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে? শ্রোতা যেভাবে কোনো জিনিস বুঝতে পারে, সে ভাবে, সহজভাবে এবং আবেগ ও অনুভূতির সংগে দাওয়াত পৌঁছাতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

রুটিনমাফিক দাওয়াত

দাওয়াত কোনো পাশ্চাত্য দেশের দান-খয়রাতের ওপর নির্ভরশীল কোনো মুসলিম দেশের ন্যায় অনুন্নত মুসলিম দেশের বেতনভূক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্বশীলতার ন্যায় নয়। এটা এমন নয় যে, কর্মচারী কাজে আসলেন, ডিউটিতে রইলেন, কাজ হোক বা না হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। অনুন্নত মুসলিম দেশসমূহের সরকারী কর্মকর্তাগণ অফিসে আসলেই বা ডিউটিতে উপস্থিত হলেই পূর্ণ বেতন পেয়ে যাবেন। কাজ করুন বা না করুন, তা মূখ্য নয়।

দাওয়াতের কাজ অফিসে আসার কাজের মতো নয় যে, অফিসে বা ডিউটিতে আসার জন্যই বেতন পাবেন। কেউ কেউ কাজ করবেন উপরি পেলে। দাওয়াতের কাজে কতক্ষণ সময় ব্যয় করা হলো, কত জনকে দাওয়াত পৌঁছে দেয়া হলো, এটাই মূখ্য নয়। মূখ্যবিষয় হলো, কত জনের হৃদয়ে ইসলামের দাওয়াতের বাণী দাওয়াতদানকারী পৌঁছাতে পারলেন। দা'য়ীকে (দাওয়াত-দাতাকে) অবশ্যই শ্রোতার প্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দাওয়াতের কাজের মধ্যে মন-প্রাণ ঢেলে দিতে হবে।

পোস্টাল পিয়নতুল্য আহ্বানকারী নয়

দা'য়ীর (দাওয়াত দানকারী ব্যক্তির) কাজ পোস্ট অফিসের পিয়নের মতো নয়। পোস্ট অফিসের পিয়নের কাজ হলো, চিঠিটি প্রাপকের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া। অফিসের পিয়ন বা মেসেঞ্জারেরও কাজ হলো-চিঠি বা নির্দেশনাটি প্রাপকের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া।

দাওয়াতের কাজটি আমরা কত প্রচন্ডভাবে অবহেলা করি তা প্রতিফলিত হয় একটি ক্ষুদ্র বিষয় থেকে। রাসূল শব্দের অর্থ হলো–আল্লাহর বাণী বাহক। রাসূল শব্দের ইংরেজী অর্থ করা হয়েছে–'ম্যাসেঞ্জার' বা মেসেজ বহনকারী। এই 'মেসেঞ্জার' শব্দটি বাংলাদেশের ন্যায় মুসলিম দেশেও আমরা ব্যবহার করি পিয়ন-চাপরাশির ক্ষেত্রে।

দাওয়াহর (ইসলামের দিকে আহ্বানের) নীতিমালা

মানুষকে দ্বীন ইসলামের পথে আহ্বান করতে হবে অত্যন্ত নম্র ও ভদ্রভাবে। যাকে দ্বীনের পথে আহ্বান করা হলো–তাকে কাফির, মুশরিক, অপবিত্র ইত্যাদি বলা যাবে না। কারো মনে আঘাত দিয়ে এবং ঘৃণা করে তাকে দ্বীন গ্রহণ করানো যায় না।

www.nagorikpathagar.org

এক কাফির রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কষ্ট দেয়ার জন্য শেষ রাতের বেলা বিছানায় বাহ্য ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। ঐ বিছানা রাসূল (সাঃ) নিজের হাতে পরিষ্কার করেছেন, ধুয়েছেন এবং ভেবেছেন তাঁর মেহমান পেটের অসুখে কষ্ট পেয়েছেন। তিনি রাতের বেলা তার খোঁজ নিতে পারেননি।

বিছানায় পায়খানা করে সারা বিছানায় তা লেপ্টে দেয়ার আনন্দে ঐ মুশরিক দ্রুত গৃহ ত্যাগের সময় ভুল করে তার তরবারিটি নবীর গৃহেই ফেলে যায়। সে তরবারি নেয়ার জন্য ফিরে এসেছিল। এ ভীতি তার মনে ছিল না যে, রজনীর অপকর্মের জন্য তার তরবারিটি তারই ঘাড়ে পড়তে পারে।

এরূপ ইসলাম বিরোধীর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুভূতি যেমন ছিল, তাই হওয়া উচিত প্রত্যেক দা'য়ীর (ইসলামের দিকে আহ্বানকারীর) অনুভূতি দ্বীনের দাওয়াত যাকে দেয়া হয় তার প্রতি।

ইসলামের পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ

যারা রাসূল (সাঃ)-এর সেজদারত অবস্থায় থাকাকালে তাঁর মাথায় উটের পঁচা নাড়ি-ভুড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল তাদের প্রতি রাসূল (সা.)-এর মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গী স্মরণ করতে হবে। দীর্ঘ তিনটি বছর শিয়াবে আবু তালিব বা আবু তালিবের গিরি গুহায় স্বল্প-সংখ্যক মুসলিমদেরকে আটক করে এবং খাদ্যদ্রব্য পর্যন্ত মুসলিমদের নিকট বিক্রয় না করে যেভাবে মক্কার কাফিরগণ কষ্ট দিয়েছিল তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেভাবে দোয়া করতেন সেরূপ দোয়া করতে হবে ঐসব অমুসলিমের জন্য, যাদের কাছে দা'য়ী দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যাবেন। কেউ দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিরূপ আনন্দিত হতেন, তা স্মরণ রাখতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় ওহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের দুর্দশার সবচেয়ে বড় কারণ ছিলেন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ। এই খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং আমর ইবনুল আস (রাঃ) যখন একসঙ্গে মদীনায় ইসলাম কবুল করতে আসেন তাদেরকে দেখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না। তিনি সাহাবীদেরকে ডেকে বলেন, মক্কা তার হৃৎপিন্ড মুসলিমদের জন্য উজার করে দিয়েছে।

কোনো অমুসলিম অথবা ধর্মবিরোধী মুসলিম বা ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম-এর সংগে দুর্ব্যবহার তো করা যাবেই না। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলামের দিকে আহ্বানকারী (দা'য়ীর) থেকে দ্বীন বিরোধী ব্যক্তি অনেক

www.nagorikpathagar.org

বেশি ভাল মুসলিম হয়ে যেতে পারেন—এরূপ দৃঢ় অনুভূতি আহ্বানকারী দা'য়ী-এর হৃদয়ে পোষণ করতে হবে।

দ্বীনের আহ্বানকারী দা'য়ীর দ্বীনের প্রতি ঈমান অবশ্যই পর্বতের থেকেও দৃঢ় এবং অবিচল থাকতে হবে। কিন্তু দ্বীন বিরোধীর মনে আঘাত দেয়া যাবে না, দুর্ব্যবহার করা যাবে না। দা'য়ীর আক্রমণাত্মক আচরণের প্রতিক্রিয়া আক্রমণাত্মক হবে না। বরং তা হবে সহনশীল এবং ধৈর্য্যশীল। নিজের অক্ষমতার জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে এবং দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীর জন্য দোয়া করতে হবে।

ইসলাম বিরোধীর অন্ধ বিশ্বাসকে যুক্তি, প্রজ্ঞা এবং হিকমতের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। দ্বীনের ওপর অন্যায় আঘাত আসলে প্রত্যাঘাত করা যাবে না। তবে নিজের অবস্থান থেকে একবিন্দুও নড়া যাবে না। নিজের অবস্থানে দৃঢ় থেকে হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে দ্বীনের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

হযরত নূহ (আঃ)-এর ধৈর্য্যশীলতা

দ্বীন ইসলামের প্রতি আহ্বানকারী বা দ্বীনের দা'য়ীদেরকে অবশ্যই হযরত নূহ (আঃ)-এর ন্যায় ধৈর্য্যশীল হতে হবে। নবীগণ ছিলেন আল্লাহর সৃষ্টির সেরা। তাঁদের থেকে উত্তম মানুষ হতে পারে না, যদিও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বর্তমান মুসলিমগণ অনেক বেশি সৌভাগ্যবান। হযরত নূহ (আঃ) প্রতিদিন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে সমকালীন ব্যক্তিদের নিকট যেতেন। শত বছরের মধ্যে একজনকেও আল্লাহর দ্বীনের পথে আনতে না পেরে তিনি হতাশ হননি, বে-সবর হননি। দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দেননি। মানব ইতিহাসে একজন ব্যতীত দু'জন ব্যক্তি বোধ হয় পাওয়া যাবে না, যিনি দাওয়াতের কাজে হযরত নূহ (আঃ)-এর মতো ধৈর্য্যশীল ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার ফয়সালায় তিনি তৃপ্ত ছিলেন। কিন্তু নিজের দায়িত্ব একদিনের জন্য অবহেলা করেননি।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের দিকে অমুসলিমদের আহ্বানের (দাওয়াহ্) গুরুত্ব

অমুসলিমদের নিকট ইসলাম প্রচার এবং তাদের কাছে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পৌঁছানো ছিল আল্লাহর সকল নবী ও রাসূলদের এক নম্বর কাজ। তারপর নির্ধারিত হয়েছে তাদের অন্যান্য কাজ। হেরা গুহায় আল্লাহ তা'য়ালার দিকনির্দেশনা পাওয়ার পর সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি কাজ করেছেন? তিনি কি তাঁর স্ত্রী হযরত খাদিজাকে হেরা গুহায় যা ঘটেছে তা জানান নি? কি ঘটেছে তা নিজে সম্পূর্ণভাবে অনুধাবনের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার বান্দার নিকট ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হয়েছে। এর ফলে হযরত খাদিজা (রাঃ) প্রথম মুসলিম হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।

যিনি একটি মানুষকেও ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেননি

যে মুসলিম তার সমগ্র জিন্দেগীতে একজন অমুসলিমকেও ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেননি, তাদের সংখ্যা কত হবে। কোনো কোনো দেশে তাদের সংখ্যা হবে সে দেশের সমগ্র মুসলিম জনসংখ্যার সমান। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তিনি সমগ্র জীবনে কতজন অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছেন, তা নিজেকে জিজ্ঞাসা করা।

যে মুসলিম জীবনে আল্লাহর একজন বিভ্রান্ত বান্দাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেননি, হাজার ইবাদত সত্ত্বেও তার জীবন কি সার্থক? কিভাবে তা হবে? আল্লাহর সকল নবী সারা জীবনভর যে কাজ করেছেন, সেই কাজ যে মুসলিম জীবনে একবারও করেননি তার নাজাত কি করে হতে পারে?

নবীদের কাজের থেকে উত্তম কাজ আর কি হতে পারে? যা সর্বোত্তম কাজ, তা বাদ দিয়ে হাজার ভাল কাজ করলেও তা কতোটুকু গ্রহণযোগ্য হবে?

প্রধান দায়িত্ব

অমুসলিমদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ, দেখা সাক্ষাত, মত বিনিময় আলোচনা হয়ে থাকে। আমাদের স্বার্থ এবং ভাল লাগে এরূপ অনেক বিষয় তাদের সঙ্গে আমরা আলাপ আলোচনা করি। কিন্তু দ্বীন ইসলামের যে মূল্যবান শিক্ষা এবং বাণী উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছি অথবা পরিবেশগত কারণে আমাদের আয়ত্ত্বে এসেছে, তা অমুসলিমদের নিকট

www.nagorikpathagar.org

পৌঁছাবার সর্বপ্রধান দায়িত্ব অবহেলার জন্য আমাদেরকে কি রাব্বুল আলামীনের নিকট পাকড়াও হতে হবে না ?

দাওয়াত কি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়

অন্য ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কতটুকু কুরবানী করেছেন? কত অমুসলমানকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছেন বা দেননি– এ সমস্ত কথার প্রসঙ্গ আলোচনা হতে পারে। উদ্দেশ্য ভাল থাকলে এ আলোচনা কল্যাণপ্রদ হতে পারে।

তবে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো—আমি অন্যকে কতটুকু ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত প্রদানের কাজ করেছি? অন্যরা কতোটুকু করেনি, সে আলোচনা আমার জন্য নিস্ফল, যদি আমি দাওয়াতের জন্য কোনো কাজই না করে থাকি।

হাজার বছর বয়স পেলেও দাওয়াতের কাজ করব না

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম কি ধরনের মুসলিম? আমরা কি এমন ধরনের মুসলিম নই যারা হাজার বছর হায়াত পেলেও একজন অমুসলিমকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করব না?

আমরা অধিকাংশ মুসলিমই এমন ধরনের মুসলিম যারা লক্ষ বছর হায়াত পেলেও নবী-রাসূলদের অনুসরণকারী হয়ে অন্যের নিকট ইসলাম প্রচার এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বানের কাজ মনে হয় করব না। যারা লক্ষ বছর হায়াত পেলেও ঈমান আনবে না, এরূপ লোকের সাথে আমাদের পার্থক্য কি? আমাদের পরিণতিই বা কি হবে?

'আসফালুস সাফেলীন' নিকৃষ্টতম মানুষ

আমরা সকলেই নিজেদেরকে ভাল বংশের সন্তান বলে মনে করি। আজকাল অবশ্য যাদের ধন-দৌলত আছে, তারাই আমাদের নিকট সম্ভ্রান্ত বলে গণ্য হন। কারণ, আমরা অনেকে কারুন, হামান, নমরুদ, ফেরাউনের মত বিত্তের পূজারী।

আমরা সকলে নিজেদেরকে একটি প্রশ্ন করতে পারি। আমাদের জানা মতে আমাদের বংশের বা পরিবারের কতজন অন্য একটি অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছেন অথবা নতুন কতজন আমাদের সকলের মিলিত আহ্বান পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন?

অনেক ক্ষেত্রেই আমরা এমন বংশের এবং পরিবারের সন্তান যে বংশের বা পরিবারের একজন ব্যক্তিও অন্য একটি অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণের

www.nagorikpathagar.org

দাওয়াত দেইনি। আল্লাহর দ্বীনের যে নিয়ামত আমরা পেয়েছি, বংশানুক্রমে আমরা নিজেরাই তা ভোগ করছি। ভেবে দেখুন ! এমন একটি বংশের কথা যে বংশের লোকেরা সকলেই বিরাট ঐশ্বর্যের মালিক হয়েছে। কিন্তু সে বছর ঐ বংশের একজন ব্যক্তি তাদের ধন-সম্পত্তি হতে বঞ্চিতকে একটি টাকা বা একটি পয়সাও দেয়নি।

তাহলে ঐ বৎসর যে বংশের যে সুসন্তান আপনি, সেই বংশ কি ধরনের স্বার্থপর এবং কত নিম্নমানের বংশের মানুষ তারা হতে পারে !

ইসলাম গ্রহণের দাওয়াতের কাজ নিজের স্বার্থেই

অমুসলিমদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াতের উদ্দেশ্য শুধু ঈমানদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি নয়। সবগুলো মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলেও পরম স্রষ্টার ইজ্জত এক ইঞ্চি তো নয়ই, এক বিন্দুও বাড়বে না। এতে তাঁর কিছু আসে যায় না। আর একটি লোকও ইসলাম গ্রহণ না করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিন্দুমাত্র ক্ষতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে সকলেই ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর বান্দার সংখ্যা যতো ইচ্ছা বৃদ্ধি করতে পারেন। আর তিনি চাইলে সমগ্র বিশ্ব এক মুহূর্তে ধ্বংস করতে পারেন। ইসলাম প্রচার আল্লাহ তা'য়ালার বান্দার কল্যাণের জন্য অবশ্যই।

আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয়তম সৃষ্টি। একমাত্র মানুষকে আল্লাহ তার ফিতরাত লঙ্ঘনের অধিকার দিয়েছেন। ইসলাম গ্রহণের দাওয়াতকারীদের এ অনুভূতি থাকতে হবে যে, মূলতঃ নিজেদের কল্যাণের জন্যই তারা অন্যদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান করছেন।

বিদায় হজ্বের ময়দান থেকেই

বিদায় হজ্বে দশ হাজারের বেশি সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বিদায় হজ্বের ভাষণে সাহাবীদেরকে দ্বীন প্রচারের জন্য সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে শত শত সাহাবী আরাফাতের প্রান্তর থেকেই বিশ্বের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা স্ত্রী-পুত্র- কন্যাকে দেখার জন্য অথবা অপরিচিত জনপদে চলাফেরা কালে প্রয়োজনীয় রাহাখরচ বা পথ খরচ নেয়ার জন্য গৃহে ফিরে আসেননি।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আহ্বানে সাহাবীগণ আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করেই সাথে যা ছিল তা নিয়েই বিভিন্ন দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তাঁরা এটা ভাবেননি যে, আমি ব্যবসা-বাণিজ্য করে সম্পত্তির মালিক হবো এবং দ্বীন

www.nagorikpathagar.org

প্রচারে অন্য সঙ্গীদেরকে সাহায্য করবো। দ্বীন প্রচারের জন্য সাহাবীরা যে কোনো কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত ছিলেন।

দা'য়ী (ইসলামের পথে আহ্বানকারী)-এর দায়িত্ব চেতনা

এক জিহাদে একজন সাহাবীর দেহে ছিল ৮০টির বেশি আঘাত। তাঁকে আহতদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। যখন তাকে খোঁজা হচ্ছিল–তিনি চুপ করেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন দুর্বল। যখন তাঁকে নাম ধরে ডাকা হয়েছিল, তিনি তা শুনেন। কিন্তু শব্দ করে জবাব দেয়ার মতো শক্তি তাঁর দেহে ছিল না। কিন্তু তিনি হামাগুড়ি দিয়ে নড়া শুরু করেছিলেন। পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, যুদ্ধের ময়দানে তাঁকে যে অনুসন্ধান করা হচ্ছে, তা কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ? তিনি হ্যাঁ সূচক উত্তর দেন এবং জবাবে বলেছিলেন যে, "দুর্বলতার জন্য তিনি চুপ করে পড়েছিলেন।" কিন্তু যখন নাম ধরে তাঁকে ডাকা হয়েছিল, তখন কেন তিনি হামাগুড়ি দিয়ে নড়া শুরু করেছিলেন, এ প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, ডাক শুনে তাঁর মনে হয়েছিল যে, তাঁকে কোনো দায়িত্বের জন্য ডাকা হয়েছে। দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি যে তৈরী, এটা জানাবার জন্যই তিনি নড়া শুরু করেছিলেন।

সাহাবীদের মানসিক অবস্থা এমন ছিলো যে, দ্বীনের জন্য আহ্বান পেলে তাদের আর্থিক বা দৈহিক দুর্বলতা এবং অক্ষমতার বিষয় তাঁরা ভুলে যেতেন। যে কোনো অবস্থায় যতোটুকু সম্ভব কাজের জন্য তাঁরা তৈরী থাকতেন।

সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার এবং ইকরাম

ইসলাম গ্রহণের দাওয়াতী কর্মীকে অবশ্যই সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী বিমুখ হতে হবে। কাউকে গালাগালি করে, তার সবকিছু খারাপ তা বলে, বর্ণনা অথবা ব্যাখ্যা করে স্বমতে আনা যায় না। কিন্তু তার মতে তাকে দৃঢ় থাকতেও দেয়া যাবে না। তার বিশ্বাস যে সঠিক নয়, সেটা অত্যন্ত নম্র, ভদ্র এবং তার প্রতি আদমের আওলাদ হওয়ার কারণে শ্রদ্ধা জানিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। কোনো প্রকারে দাওয়াতী কর্মীকে আক্রমণাত্মক হওয়া চলবে না।

নাজাতের উছিলা

যে অমুসলিমের নিকট ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত নিয়ে যাওয়া হবে, তাকে ঘৃণা নয়, অবজ্ঞা নয়, অশ্রদ্ধা নয়, বরং সম্মান ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতে হবে। বন্ধুর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। দা'য়ী-এর (আহ্বানকারীর) জন্য মাদ'উ বা আহ্বানকৃত ব্যক্তি থেকে উপকারী আর কোনো ব্যক্তি হতে পারে না। তা কিভাবে? যদি কোনো অমুসলিম কোনো এক দা'য়ী বা আহ্বানকারী ব্যক্তির

www.nagorikpathagar.org

চেষ্টায় ইসলাম কবুল করে, ঐ নওমুসলিম ব্যক্তি হবে ইসলামের দিকে আহ্বানকারী বা দা'য়ী-এর জন্য আখিরাতের নাজাতের উসিলা। তাই আহ্বানকৃত অমুসলিমকে ইকরাম ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

লাল উটের মালিক কে?

ঘোড়ার রং সাধারণত লাল হয়। উটের রং হয় মরুভূমির ধুলা-বালির মত। উটের রং লালও হতে পারে। তবে লাল উট অত্যন্ত বিরল। যে আরব লাল উটের মালিক হতে পারে, সে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে। লাল উটের মালিকের চেয়ে সৌভাগ্যবান আরব আর কে হতে পারে? আল্লাহ তা'য়ালার শ্রেষ্ঠতম নবী (সাঃ)-এর সুস্পষ্ট জবাব আছে। "লা-আন ইয়াহ্দীয়া আল্লাহ বেকা রাজুলাল ওয়াহেদান খায়রুল্লাকা মিন হামরুন আনআ'ম?" তুমি লাল উটের মালিক হওয়ার চাইতে এক ব্যক্তির হেদায়েতের মাধ্যম হওয়া কি উত্তম নয় ?

খায়ের উম্মত বা শ্রেষ্ঠতম উম্মত কিভাবে ?

নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য কি এই ছিল না যে, নবী-রাসূলগণ অমুসলিমদেরকে আল্লাহর পথে অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার মনোনীত ধর্মের দিকে ডাকবেন? নবী-রাসূলদের সকলের পালনকৃত সুন্নাত অর্থাৎ ইসলাম কায়েম করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যারা জীবনে একবারও সে কাজ করলেন না, তারা কিভাবে তাদের নাজাতের জন্যে রাসূল (সাঃ)-এর শাফায়াত বা সুপারিশ কামনা করতে পারেন ?

কিভাবে খায়ের উম্মত বা শ্রেষ্ঠতম উম্মত হওয়া যায়? আমরা খায়েরে উম্মত শুধু কি নামায-রোযা করার জন্য? নবী-রাসূলগণ আল্লাহ তা'য়ালার শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন শুধুমাত্র নামায, রোযা, জিকির-আজকার করার জন্য?

নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের হুকুম নবুওয়াতের কোন কোন সনে নাযিল হয়েছিল? তার আগেই কি দ্বীনের দায়াত দেয়ার হুকুম নাযিল হয়নি? আমরা অনেকে কি নবী-রাসূলদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার সর্বপ্রথম হুকুম অর্থাৎ ইসলামের দিকে আহ্বান করার হুকুম লঙ্ঘনকারী নই?

নবী-রাসূলগণ শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন দ্বীনের দায়াত দেয়ার জন্য। তাঁরা নিজেরা ঈমানদার ছিলেন এবং অন্যদেরকে ঈমানের দিকে এবং ইসলাম গ্রহণের দিকে আহ্বান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উম্মতের কাজ শুধু দা'য়ী বা আহ্বানকারী হওয়া নয়। বরং সাথে সাথে দা'য়ী বা আহ্বানকারী

www.nagorikpathagar.org

তৈরী করা। তিনজন সাহাবী তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি। তাঁরা সামাজিকভাবে বয়কট হয়েছিলেন। এই বয়কট চলেছিল ৫০ দিন পর্যন্ত। কোনো সাহাবীই তাঁদের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করেননি।

দাওয়াতকালে খিদমত

তাবলীগ এবং দায়াহ্-এর জামায়াতে একজন অংশ গ্রহণকারীর মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গী কেমন হবে? মুবাল্লীগ ও দ্বীনের দা'য়ীদের মানিসকতা এমন হতে হবে যে, জামায়াতের মধ্যে তিনি সবচেয়ে অযোগ্য এবং তার কাজ হবে জামায়াতের লোকদের খিদমত করা। তা সঠিকভাবে করতে পারলেই তিনি রাব্বুল আলামীনের নিকট দাওয়াতের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। দ্বীনের জামায়াতের একজন খাদিমের মর্যাদা রাব্বুল আলামীনের মূল্যায়নে তৎকালীন পরাশক্তি পারস্যের সিংহাসনে উপবিষ্ট কিসরা অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদা সম্পন্ন।

হাশরের ময়দানে জবাবদিহীতা

হাশরের ময়দানে আমাদের সওয়াল জওয়াব হবে শুধুমাত্র কি আমরা যা জেনেছি তার ওপর? অথবা ঘরে থেকে কতটুকু আমল করেছি সে বিষয়ের ওপর? যাদের নিকট ইসলামের আহ্বান অর্থাৎ দাওয়াত এখনো পৌছায়নি– তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছাবার ফরজ, ওয়াজিব এবং সুন্নাত কি আমাদের ক্ষেত্রে একবারের জন্যও প্রযোজ্য নয়? অমুসলিমদের নিকট ইসলাম গ্রহণের আহ্বান বা দাওয়াত পৌছাবার সুযোগ পেয়েও সেই সুযোগ গ্রহণ না করার জন্য কি আমাদের হিসাব দিতে হবে না? তাবলীগ ও দাওয়াহ্-এর নিয়াতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হওয়ার জন্য নিয়াত করতে হবে, মুনাজাতে অশ্রুপাত করতে হবে, শেষ রাতে উঠে এ নিয়্যত কবুলের জন্য আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়
নবীদের পেশা

প্রার্থিব জগতে জীবিকা নির্বাহের জন্য আমাদের সকলেরই একটা না একটা পেশা অবলম্বন করতে হয়। আমরা কেউ কৃষক, কেউ চাকুরে, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ শিল্পপতি বা অন্যকিছু। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পেশা কি ছিল ?

নবুওয়াতের পূর্বে আমাদের নবী করীম (সাঃ) ছিলেন ব্যবসায়ী ও কৃষিবিদ। অন্য নবীগণ নবুওয়াতের পূর্বে বিশেষ বিশেষ কাজে উৎসাহ নিতেন। কারো কারো বিশেষ গুণাবলী বা দায়িত্ব ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন উত্তম চিকিৎসক। হযরত সুলায়মান (আঃ) ছিলেন সম্রাট। হযরত নূহ (আঃ) ছিলেন নৌকা নির্মাতা। হযরত মূসা (আঃ)-এর সকল প্রচেষ্টা এক পর্যায়ে নিয়োজিত ছিল ফেরাউনের অত্যাচার থেকে ইয়াহুদীদের রক্ষায়। হযরত দাউদ (আঃ) সু-গায়ক ও কর্মকার ছিলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) ছিলেন রাজার উপদেষ্টা ও মন্ত্রী।

উপরে যে কাজগুলোর কথা বলা হল, শুধুমাত্র এগুলোই কি নবীদের পেশা ছিল? আল্লাহর সব নবীর প্রকৃত পেশা ছিল একটি এবং অভিন্ন। ঐ একটি পেশা দিয়েই প্রেরণ করা হতো নবীদেরকে এ পৃথিবীতে। তারপর সেই পেশাকেই নবী-রাসূলগণ রূপান্তরিত করতেন মিশনে, ধর্মপ্রচার কার্যে। সেই মিশন বা পেশা ছিল দ্বীন প্রচার।

আল্লাহ নবীদের প্রেরণ করেন তরতিব শেখানোর জন্য। তরতিব হলো– সঠিক পন্থায় সঠিক কর্ম সম্পাদন। দাওয়াতী কাজের জন্য নবীদের প্রশিক্ষণ দিতেন আল্লাহ তা'য়ালা।

নবীদের বংশ-পরম্পরা

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর চার পুরুষের পেশা ছিল তাবলীগ ও দাওয়াহ। নানা দিকদিয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন সমস্ত নবীর মধ্যে অদ্বিতীয়। তাঁর দুই পুত্র ইসমাইল (আঃ) ও ইসহাক (আঃ), পৌত্র ইয়াকূব (আঃ), প্রপৌত্র ইউসুফ (আঃ) নবী ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ব্যতীত অন্য কোনো নবীর চার পুরুষ নবী ছিলেন না। হযরত লুত (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভ্রাতা হারান এর পুত্র।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছাড়া আরও কতিপয় পরিবারে একাধিক ব্যক্তি নবী ছিলেন। হযরত জাকারিয়া (আঃ) ও তাঁর পুত্র ইয়াহিয়া (আঃ) নবী ছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা বিবি মরিয়মের দেখাশুনা করতেন হযরত জাকারিয়া (আঃ)।

হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর ভ্রাতা হযরত হারুন (আঃ) নবী ছিলেন। হযরত শুয়াইব (আঃ) ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)-এর শ্বশুর। তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল হযরত খিজির (আঃ)-এর। হযরত সোলায়মান (আঃ) ছিলেন হযরত দাউদ (আঃ)-এর পুত্র।

হযরত আদম (আঃ)-এর তৃতীয় পুত্র হযরত শীশ (আঃ) নবী ছিলেন। তার অষ্টম পুরুষে ছিলেন হযরত নূহ (আঃ)। হযরত ইদ্রীস (আঃ) ছিলেন নূহ (আঃ)-এর প্রপিতামহ। হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রপৌত্র ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)।

নবুওয়াতের দায়িত্ব

আমাদের নবী মোহাম্মদ (সাঃ)-কে আল্লাহ অর্পণ করেছিলেন দ্বীন প্রচারের পবিত্র দায়িত্ব। নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হওয়ার পর ঐ দায়িত্ব কে পালন করবেন? পৃথিবীতে সমস্ত মানুষ আল্লাহর সিফাতের খলিফা এবং নবীদের প্রতিভূ।

মানুষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও চরিত্র সম্পদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তৎপর থাকতেন নবীগণ। আল্লাহর কাছ থেকে কিতাব অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ হয়ে গেলে পথভোলা মানুষকে পথ নির্দেশের দায়িত্ব কার ওপর বর্তাবে ? দ্বীনের পথে আহ্বানের দায়িত্ব বর্তাবে সমগ্র উম্মাহর ওপর। তাবলীগকারীগণ এই দায়িত্বের কিয়দাংশ পালন করে থাকেন।

নবুওয়াতের দ্বার রুদ্ধ হওয়া হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উম্মতদের জন্য এক বিরাট আশীর্বাদ। নবী করীম (সাঃ)-এর পূর্বে আল্লাহ তাঁর দ্বীন প্রচারের জন্য নবী প্রেরণ করতেন। মহানবী (সাঃ)-এর সহচরবৃন্দও এই পেশা অবলম্বন করেছেন। তারা দা'য়ী হতেন। যে দাওয়াত ছিল নবীদের পেশা তা হলো সকল পেশার সেরা পেশা। পূর্ণ বা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে এ পেশা গ্রহণ করে দা'য়ী হওয়ার জন্য সকল মুসলিমের তাঁদের সন্তানদের উৎসাহিত করা অতিব জরুরী।

দাওয়াতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য কারো নবী হওয়ার প্রয়োজন নেই। দাওয়াহ ও তাবলীগের জন্য নবুওয়াত হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়। কিন্তু তা অর্জন করা নবী ভিন্ন অন্য কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। নবুওয়াত এ

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপারে উচ্চতম শিক্ষা ও ডিগ্রী। শিক্ষক ও অধ্যাপকের বৃত্তি হল শিক্ষকতা। শিক্ষা ও গবেষণা বৃত্তির জন্য পি.এইচ.ডি. এবং ডি.এস.সি. ডিগ্রী আবশ্যক। এগুলো হলো ডিগ্রী, পেশা নয়। কোনো ডিগ্রীকে পেশা বলা যায় না।

সুন্নাহ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা

কোনো ব্যক্তি অত্যন্ত সৎ, নেককার এবং মানুষ হিসেবে অতি উত্তম। কিন্তু তিনি নবীদের সুন্নাহ অনুসরণ করতে সম্মত নন। এ ধরনের লোকদের কি পরকালে কামিয়াবী বা নাজাত লাভ হবে ? বোধ হয়– না।

একটি স্কুলের এক ছাত্র অসাধারণ মেধাবী ও প্রখর ধী-সম্পন্ন। সে বিশ্ববিদ্যালয় মানের গ্রন্থাদি পাঠে সমর্থ। তার সংগে যেই পরিচিত হয়, কথা বলে, সকলেই তার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসায় মুখর হয়। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় মানের বই পড়তে পারে উজ্জ্বল এই ছেলেটি, কিন্তু তার একটি বড় খুঁত রয়েছে। তার যা পাঠ্য বই ছিল, তা সে পড়ে না। স্টার মার্ক বা লেটার দূরের কথা, সে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়ই পাশ করতে পারবে কিনা, তাতেই সন্দেহ আছে। একই গতি হতে পারে তাদের, যারা মানুষ হিসেবে অতি উত্তম, কিন্তু নবীদের সুন্নাহ অনুসরণ করেন না। রাসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে নির্দেশিত আল্লাহর পথ মেনে চলেন না।

সুন্নাহ হিসাবে দাওয়াত

ব্যবসা করলে আমরা চাই সবচেয়ে বেশি মুনাফা। চাকুরিজীবি হলে চাই সর্বোচ্চ পদমর্যাদা। ছাত্র হলে চাই পরীক্ষায় সর্বোচ্চ শ্রেণী স্থান। সুন্নাহ প্রতিপালনে আমরা কি সর্বোত্তম সুন্নাহ ও আমাদের নবী করিম (সাঃ)-এর সবচেয়ে পছন্দের সুন্নাহ অনুসরণ এবং পরিশীলন করতে পারি না? সুন্নাহর সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ রূপ কি?

কোন সাক্ষাৎ প্রার্থী দেখা করতে এলে আমাদের নবী করিম (সাঃ) তাঁর নিজের নফল নামায বাদ দিয়ে তার কথাই প্রথম শুনতেন। নফল নামাজের চেয়ে তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ হত সেই লোকটির সংগে কথা বলায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথার বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি ছিল দাওয়াহ। আমরা আমাদের নবী (সাঃ)-এর শাফায়েত চাই। আর তা পাওয়া সহজ হয়, যদি আমরা তাঁর সর্বপ্রধান সুন্নাহ অনুসরণ করি। দাওয়াহ আমাদের নবী করিম (সাঃ)-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ।

www.nagorikpathagar.org

মিষ্টি বিক্রেতা ও বালক

আমরা কি জানি যে, দাওয়াহ বা দ্বীনের প্রচারই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পেশা? আমাদের জন্য সবচেয়ে ভাল তা কি সবসময় আমরা বুঝতে পারি? একটা উদাহরণ দেয়া যাক। রোজ সকালে মধ্যবিত্ত সংসারের এক বালক মিষ্টি বিক্রেতা ফেরিওয়ালার ডাক শুনতো। সপ্তাহে দুই একবার তার মাতা তাকে মিষ্টি কিনে দিতেন। কিন্তু পরিমাণ ছেলেটার মন মতো হতো না। বড় খারাপ লাগত তার মাঝে মাঝে।

ছেলেটি ভাবত, সে মিষ্টি বানানো শিখবে, বড় হলে মিষ্টি ফেরি করবে, সারাদিন মিষ্টি খাবে। কিন্তু বাবা-মা তা হতে দেবে কেন ? তারা তাকে পাঠাত টিউটরের কাছে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ছেলের জীবনের উচ্চাকাংখা ছিল মিষ্টির ফেরিওয়ালা হওয়ার। কিন্তু পিতা-মাতার সাবধানতা এবং প্রচেষ্টার ফলে তার সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে সে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

আমরা অনেকেই মিষ্টির ফেরিওয়ালা হতে চাওয়া এই বালকের মত। বাজে শখ থেকে নিরস্ত করার জন্য আমাদের প্রয়োজন ঐরকম পিতা-মাতা। আমরা মানব সন্তান। আদর্শ এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে আমাদের প্রয়োজন মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষার উপর আস্থা, যিনি আমাদের জীবনে সঠিক পথনির্দেশ প্রদান করতে পারেন।

ছাগলের মতো

কেউ পছন্দ না করলেও, না চাইলেও তাকে কি দাওয়াত দিতে হবে? হ্যাঁ, দাওয়াত দিতে হবে, যথাযোগ্য ইকরাম ও হেকমতের সংগে তা করতে হবে। আবু জাহেল ও আবু লাহাব আমাদের নবী করীম (সাঃ)-এর জানের দুশমন ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল আমাদের নবী (সাঃ)-কে হত্যা করা। কিন্তু অমাদের নবী করীম (সাঃ) তাদেরও দাওয়াত দিয়েছেন।

ভোরে ছাগলকে ঘাস খাওয়ানের জন্য মাঠে নিয়ে যাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার। রাখাল ছেলে বা মেয়ে কিছুতেই তাকে মাঠে নিয়ে যেতে পারে না। গলার দড়ি ধরে টানলে সামনের দুই পা মাটিতে আঁকড়ে ধরে ছাগল পিছিয়ে যায়। এই ছাগল বুঝে না মাঠে তাকে নেয়ার চেষ্টা হচ্ছে তারই স্বার্থে, তাকে ঘাস খাওয়ানের জন্য। মালিকের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছাগলের স্বার্থ বুড়ো ছাগলের চেয়েও বেশি বুঝে।

বিকালে ছাগলের ঘরে ফেরার সময়। সবুজ লমলমা ঘাস দেখে বাড়ির কথা ভুলে যায় ঐ ছাগলও যে বাড়ি ছেড়ে সকাল বেলা মাঠে আসতে চায়নি।

www.nagorikpathagar.org

ঘরে নেয়ার সময়ও একই রকম বেঁকে বসে ছাগলটি। ও ঘরে ফিরে যাবে না। যতই তাকে টানা যাক, সামনের দুই পা মাটিতে বসিয়ে প্রাণপণে পেছনে হটে। ছাগল বুঝে না তারই ভালোর জন্য তার ঘরে ফেরা দরকার। মাঠে থাকলে শেয়ালে আক্রমণ করবে, বাঘে খাবে।

আমরা সাধারণ মানুষও নিজেদের স্বার্থ বুঝি না। আমরা নিজেদের ঘর ও কাজের আস্তানার প্রেমে বিভোর। আল্লাহর ঘরের কথা, আল্লাহর পথে সফরের কথা আমরা ভুলে যাই। আমরা ভুলে যাই আজরাইলের কথা, আসন্ন মৃত্যুর কথা, মৃত্যুর পরবর্তী পরিণতির কথা।

মানুষের নাজাতের জন্য নবীগণ রাখালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ছাগলের আচরণধারার ন্যায় মানুষের আচরণও তারা ক্ষমার চোখে দেখেন। মানুষের উদাসীনতা ও অবহেলার প্রতি স্বভাবতই তাঁরা সহিষ্ণু হন। কেননা মানুষ বুঝে না যে, রাসূল (সাঃ)-এর উপদেশ ও নির্দেশমত না চললে পুড়ে মরতে হবে জাহান্নামের আগুনে। মানুষের ছাগল-স্বভাব ও নবীদের রাখাল-স্বভাবের মধ্যে অপূর্ব এক মিল রয়েছে। জীবনের কোনো এক পর্যায়ে সকল নবীই ছিলেন ছাগ ও মেষ পালক।

পেশা সম্বন্ধে অনুতাপ নেই

আল্লাহর সকল নবী ছিলেন সঠিক পথে পরিচালিত ও নিষ্পাপ। তাঁরা এমন কিছু করেননি, যার জন্য পরে তাদের অনুতাপ করতে হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে অধিকাংশ মানুষ অতীতের কৃতকর্মের জন্য, ভুলত্রুটির জন্য অনুশোচনায় ভোগে। যৌবন ও ঐশ্বর্য যেমন করে ব্যবহার করেছিলেন তাঁরা তার জন্যও দুঃখ বোধ করেন। যাপিত জীবন যদি আবার তাদের দেয়া হয়, একই পেশা ও পরিবেশ প্রদান করা হয়, তাহলে এদের অধিকাংশই বলবেন যে, তাঁরা তাদের জীবন ভিন্নভাবে, শুদ্ধভাবে যাপন করবেন। কিন্তু কোনো নবী বলবেন না, তিনি তাঁর জীবন ভিন্নভাবে যাপন করবেন। কেউ বলবেন না, নবীদের পেশা গ্রহণ করবেন না তিনি। বরং অতীতে নবী-রাসূল হিসাবে ঠিক যেভাবে জীবন যাপন করেছেন, একইভাবে তারা জীবন শুরু করবেন, একইভাবে কাটাবেন। মিশন বা পেশার দিকদিয়ে আল্লাহর নবীদের কোনো অনুতাপ নেই। মনুষ্য জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন তাঁরা, আর তাঁদের পেশাই ছিল সর্বোত্তম পেশা। (ইংরেজী হতে শহীদ আখন্দ কর্তৃক অনূদিত)।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ

রাসূল (সাঃ)-এর ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মনোভাব কতটুকু ছিল তাঁর সাহাবীদের? মদীনায় এক মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন জনৈক সাহাবী। তিনি শুনতে পেলেন, মসজিদের ভিতরে নবী করিম (সাঃ) বলছেন, "বসুন আপনারা।" তৎক্ষণাৎ ঐ সাহাবী রাস্তায় বসে পড়লেন। হুকুমটি রাসূল (সাঃ) দিয়েছিলেন মসজিদের ভিতরের মুসল্লীদের। রাস্তায় ছিলেন যাঁরা তাঁদের জন্য ছিল না হুকুম। পথে থাকা সাহাবী জানতেন সে কথা। তথাপি তামিল করার মনোভাব এমন সজাগ ছিল যে, তিনি কয়েক মুহূর্তের জন্য বসে থেকে পরে আবার হাঁটা শুরু করেছিলেন।

নবী করিম (সাঃ)-এর বিচার-বুদ্ধির ওপর বিশ্বাস ও আস্থা

নবী করিম (সাঃ)-এর উপর সাহাবীগণের বিশ্বাস ও আস্থা ছিল অসামান্য। তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ঘনিষ্ঠজনেরা তাঁর কথা ও কাজে বিচার-বুদ্ধি ও সত্যসভ্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকতেন। এক নওমুসলিমের কোনো এক ব্যাপারে রায় দিয়েছিলেন রাসূল (সাঃ)। কিন্তু তাতে খুশী হয়নি সেই লোক। তার প্রতিপক্ষ ছিলেন একজন অমুসলিম।

জাহাজের ক্যাপ্টেনের ওপর যাত্রীদের আস্থা

সমুদ্রগামী একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন সাতশত মাইল দূরে সমুদ্রবক্ষে অবস্থিত ঘন্টায় তিনশ মাইল গতিবেগের ঝড়ে আক্রান্ত এবং ডুবন্ত অন্য জাহাজ থেকে ঝড়ের বিপদসংকেত জানতে পারলেন। মাইকে ক্যাপ্টেন সব যাত্রীকে সে কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি সবাইকে সাবধান করে দিয়ে বললেন যে, এই ঝড় তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। তিনি ঘোষণা করলেন এমন প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড়ে যে কোনো জাহাজ ডুবে যায়। তিনি আরো জানালেন, তাদের পক্ষে কোনো যাত্রীকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। যাত্রীদের নিজেদের জান নিজেদের বাঁচাতে হবে। সমস্ত জাহাজ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ডুবে যাবে। কেউ যদি বেঁচে যায়, তা হবে একান্তই অলৌকিক।

জাহাজের ক্যাপ্টেন সকল যাত্রীকে ন্যূনতম কাপড় পরে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে বললেন। ইচ্ছা করলে ভাসমান লাইফ বয়া হাতে ধরে রাখতে পারে কেউ। জাহাজের নাবিক এই যে হুঁশিয়ারী প্রচার করলেন, এতে কি যাত্রীদের কর্ণপাত করা উচিত নয়? ঘোষণা শেষ হতে না হতেই যাত্রীরা সব চিৎকার ও

www.nagorikpathagar.org

কান্না জুড়ে দিল। ক্যাপ্টেনের কথা সবাই বিশ্বাস করেছে। ক্যাপ্টেন মানুষ হিসেবে কি সত্যবাদী, বিশ্বাসযোগ্য? তা না হলেও কিছু যায় আসে না। সবাই তার কথা বিশ্বাস করল। হাশর ও পুলসেরাত সম্পর্কে আমাদের রাসূল (সাঃ)-কে আমরা, মুসলমানেরা কি ততোটুকু বিশ্বাস করি যেমন করে বিশ্বাস করেছিল জাহাজের যাত্রীরা ক্যাপ্টেনের কথায়?

অন্ধ ও সর্প

একজন অন্ধ মানুষ ও দৃষ্টিবান তার সহচরের কথা ধরা যাক। চক্ষুষ্মান মানুষের সাহায্য নিতে হয় অন্ধের। নইলে অন্ধ গভীর খাদে পড়ে যেতে পারে। দুই বা ততোধিক অন্ধ মানুষ এক সঙ্গে হলেও চলাফেরা করতে পারে না। তাতে তাদের বিপদের ঝুঁকিই শুধু বাড়বে। এজন্য অন্ধ ভিক্ষুকের খঞ্জ হলেও চক্ষুষ্মান সহকারীর প্রয়োজন হয়।

অন্ধ লোকের চলাফেরার জন্য লাঠি বা ছড়ির দরকার হয়। যদি এমন হয়, বিছানার পাশে বেশ সুন্দর একটি জিনিস স্পর্শ করে সে মনে করে এটি একটি বেত, আর চক্ষুষ্মান লোক তাকে ওটা ধরতে বারণ করে, কারণ ওটা একটা ঘুমন্ত সাপ। তাহলে অন্ধ লোকের সে কথা শুনতে এবং মানতে হবে। আর যদি অন্ধ লোক গোয়ার্তুমি করে বলে, 'কে বলে ওটা সাপ, এখানে সাপ আসবে কোত্থেকে, এটা একটা বেত, তারপর সেটা ধরে, তাহলে নিজেই মজা টের পাবে। ঘুম ভাংতেই সাপ তাকে দংশন করবে। যাদের চোখ আছে তাদের কথা অন্ধ মানুষদের শুনতে হয়।

ধর্মের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ অন্ধ। চোখ থাকতেও আমরা দেখতে পাই না। এক্ষেত্রে আমাদের উচিত, যারা এগুলো বুঝে, এ নিয়ে কাটিয়েছে সারাজীবন, যারা সমর্থ আমাদের পথ নির্দেশ প্রদান করতে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য। আর এ ব্যাপারে আমাদের অনুসরণ যোগ্য ও আদর্শ হলেন, আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)। যাঁরা তাঁকে পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে বরণ করেছেন, তারা জীবনে সফল। এ ব্যাপারে অন্ততঃ আমাদের নিকট মহানবী (সাঃ)-এর চেয়ে সমর্থ আর কেউ নেই।

দ্বীনের বিশেষজ্ঞ

আল্লাহর দিদার লাভে সমর্থ একমাত্র মহা মানব হলেন আমাদের নবী করিম (সাঃ)। জান্নাত, জাহান্নাম ও আল্লাহ তা'য়ালার অন্যান্য মহৎ আলামত তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। জীবনাচরণে আমাদের উচিত একমাত্র নবী করিম (সাঃ)-কে অনুসরণ করা, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে নয়। কোনো বিষয়ে সমস্যা

www.nagorikpathagar.org

দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হই আমরা। আর দ্বীনের ব্যাপারে অবহেলা করি নবী করিম (সাঃ)-এর পরামর্শ ও নির্দেশ !

ডাক্তারের প্রেশক্রিপশন অনুযায়ী কি চলি না আমরা? প্রয়োজনে কি অস্ত্রোপচার করাই না ? স্থপতির নকশা মেনে বাড়ি বানাই না ? তাহলে নবীদের প্রেশক্রিপশন মতো কেন চলব না আমরা ?

আমরা নিজেদের দাবী করি নবী (সাঃ)-এর উম্মত বলে, অনুসারী বলে। নেতাকে অনুসরণ করলে নেতার অনুসারী হওয়া যায়। নেতাকে অনুসরণ না করে কেউ নিজেকে অনুসারী বলতে পারে না। আমরা আমাদের পোশাক, খাদ্য, আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহ, প্রাকৃতিক কার্যাদি, রান্নাবান্না, ঘুম, খাওয়া-দাওয়া, স্বাস্থ্যরক্ষা অনেক বিষয়েই নবী করিম (সাঃ)-কে অনুসরণ করি না। অথচ দাবী করি, আমরা তাঁর অনুসারী। নানা দিকদিয়ে তাঁকে নয়, অনুসরণ করি শয়তানের পথ, খৃষ্টান ও ইয়াহুদীদের পথ। তথাপি জাহির করি আমরা মুসলিম, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের নবী। তাঁর অনুসারী আমরা !

বাদী মুসলিম হযরত উমর (রাঃ)-এর কাছে এসে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে নিজের বিষয়টির পুনর্বিচার দাবি করে। বিচার-বুদ্ধি ও সত্য-মিথ্যা সনাক্তকরণের অদ্ভুত ক্ষমতা সম্পর্কে বিপুল সুনাম ছিল হযরত উমর (রাঃ) -এর। কিন্তু নবী করিম (সাঃ)-এর ওপর তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস এতো প্রবল ছিল যে, লোকটার ধৃষ্টতা হযরত উমর (রাঃ) সহ্য করতে পারলেন না। ভীষণ বিরক্ত হলেন তিনি। কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা। পুনর্বিচারের জন্য জিদ ধরলো সে হযরত উমর (রাঃ)-এর কাছে।

এতে হযরত উমর (রাঃ) তাকে বললেন, তাঁর কাছে যে পুনর্বিচার দাবি করছে, পুনর্বিচারের রায় তার মন মত না-ও হতে পারে। কাজেই সে বরং অন্য কারো কাছে যাক না কেন। লোকটা জানাল, হযরত উমর (রাঃ)-এর বিচারজ্ঞানের ওপর তার পরিপূর্ণ আস্থা আছে। সে জানে, তিনি সুবিচার ছাড়া আর কিছু করতে পারেন না।

হযরত উমর (রাঃ) লোকটাকে বললেন, কয়েকজন লোক ডাকার জন্য। বললেন, তাদের সামনে তাকে এই শাহাদত দিতে হবে যে, পুনর্বিচারের রায় সে মাথা পেতে নিবে। কয়েকজন লোক ডেকে উক্ত মুসলিম কসম খেল যে, হযরত উমর (রাঃ)-এর রায় সে তামিল করবে।

হযরত উমর (রাঃ) লোকটাকে তওবা করে আল্লাহ্‌র কাছে মাগফেরাত চাইতে বললেন, বিচার ও রায় কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত কালেমা তাইয়্যেবা পড়তে বললেন। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) ঘর থেকে নিয়ে এলেন এক

www.nagorikpathagar.org

চকচকে শাণিত তরবারি। এসে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, নবী করিম (সাঃ)-এর কথায় ও কাজে যে মুসলিমের আস্থা ও বিশ্বাস চলে যায়, সে আর নিরাপরাধী থাকে না। রাসূল (সাঃ)-এর বিচারের ওপর যে মুসলিম পুনর্বিচার চায়, তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। এমনি করে রায় ঘোষণা করে, অনাগত ভবিষ্যতের সকল মুসলমানের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের নিমিত্তে তিনি এককোপে তার শিরচ্ছেদ করলেন।

নবী করিম (সাঃ)-এর রায়ের ওপর কি পরিমাণ আস্থা ছিল হযরত উমর (রাঃ)-এর, তা এ ঘটনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। রাসূল (সাঃ)-এর বিচারজ্ঞানের ওপর যার বিশ্বাস নেই, বিনা দ্বিধায় তার স্কন্ধ থেকে ছিন্ন করে দিলেন মুন্ড। আমাদের কি পরিমাণ অনুসরণ করা উচিত আমাদের নবী (সাঃ)-কে ? যেমন করে দুর্গম পর্বত আরোহণ করতে গিয়ে অনুসরণ করতে হয় তার গাইডের নির্দেশ বিশ্বাস করতে হয়। বিন্দুমাত্র ভুলের মাশুল হবে অতল খাদে পতন ও মৃত্যু। তেমনি করে আমাদের অনুসরণ করতে হবে আমাদের রাসূল (সাঃ)-কে, করতে হবে তাঁর 'ইত্তেবা' আরও অনেক বেশি।

আল্লাহ্‌র হুকুম ও রাসূল (সাঃ)-এর তরিকা

গরুর গোস্ত হালাল খাদ্য। আল্লাহ্‌র বিধানমত আমরা মুরগী-খাসিও খেতে পারি। ভাল জিনিস খাওয়ার বিধান দিয়েছেন আল্লাহ্। কিন্তু আল্লাহ্‌র নাম না নিয়ে বা রাসূল (সাঃ)-এর তরিকা না মেনে কোনো গরু হত্যা করলে তার গোস্ত কি খেতে পারবো আমরা? কোনো মুরগী বা খাসি যদি পিটিয়ে হত্যা করা হয় অথবা গলায় জবাই না করে দেহের মধ্যখানে কেটে জবাই করা হয়, তাহলে কি এটির গোস্ত খেতে পারব আমরা? মুরগী গলায় জবাই না করে কেউ যদি গায়ের জোরে তার দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করে ফেলে, তার গোস্ত কি হালাল হবে ?

হালাল প্রাণীর গোস্তও হালাল হয় না যদি তা রাসূল (সাঃ) কর্তৃক অনুমোদিত তরিকায় জবাই না হয়। অন্যদিকে আল্লাহর বিধান বিরোধী কোনো বস্তু কেবল তরিকা মানলেই সিদ্ধ হয়ে যাবে না। শূকরের গোস্ত হারাম করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'য়ালা। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কোরবানীর গরুর মত জবাই করলেও শূকর হালাল হবে না।

মু'মিনের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্‌র হুকুম আর রাসূল (সাঃ)-এর তরিকা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে মেনে চলা। লক্ষ্য হবে শতকরা একশত ভাগ সাফল্য। তা অর্জন না হলেও ক্ষতি নেই। লক্ষ্যমাত্রা কম হলে তো সাফল্য আরো কম হবে।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল (সাঃ) -এর জন্য ভালোবাসা

রাসূল (সাঃ)-এর জন্য তাঁর সাহাবীগণের ভালবাসা ছিল সুগভীর। তাঁকে দেখতে, তাঁর কথা শুনতে, বড় পছন্দ করতেন তাঁরা। যুদ্ধ থেকে ফিরছিল একবার কতিপয় সৈনিক। পথে এক রমণী তাঁদের কাছে রাসূল (সাঃ)-এর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। সৈনিকেরা বললেন, যুদ্ধে তার (রমণীর) আব্বা শহীদ হয়েছেন। কিন্তু সে সংবাদের জন্য রমণী ব্যাকুল নয়, তিনি জানতে চান নবী (সাঃ)-এর সংবাদ। তাকে বলা হল, যুদ্ধে তার ভাইও শহীদ হয়েছেন। মেয়েটা বাবা বা ভাই কেমন করে মারা গেল জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। তিনি অধীর ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর খবর শোনার জন্য। তাকে বলা হলো, যুদ্ধে শহীদ হয়েছে তার স্বামী এবং তার পুত্র। তাতেও বিচলিত হলেন না রমণী, তখনো তিনি জিজ্ঞাসা করে চলছেন রাসূল (সাঃ)-এর খবর। এ থেকে ইংগিত মেলে কতো তীব্র ছিল রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর অনুগামীদের মহব্বত।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে পিতা-মাতার চেয়ে, নিকটজনের চেয়ে অধিক ভালবাসতে না পারলে কেউ মু'মিন হতে পারবে না। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-কে জনৈক আবুল হাশেম একবার বলেছিলেন যে, এটা অবাস্তব ও অসম্ভব। হযরত থানভী (রহঃ) সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন যে এটা অবশ্যই সম্ভব, কিন্তু তিনি তাকে বুঝাতে পারলেন না।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) রাসূল (সাঃ)-এর মহব্বতের ওপর ওয়াজ করছিলেন। উল্লিখিত জনাব আবুল হাশেমও সেখানে হাজির ছিলেন। এক পর্যায়ে মাওলানা থানভী (রহঃ) প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে জনাব আবুল হাশেমের পিতা আবুল কাশেম সম্বন্ধে কথা বলা শুরু করলেন। তিনি জনাব আবুল হাশেমের পিতার বহুবিধ গুণের কথা বলে তার প্রশংসা করতে লাগলেন। জনাব হাশেম বিব্রতবোধ করলেন। তিনি মাওলানা থানভী (রহঃ)-কে রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে বলার জন্য অনুরোধ জানালেন। এতদসত্ত্বেও মাওলানা থানভী (রহঃ) জনাব হাশেমের পিতার প্রশংসাই করে চললেন।

আবুল হাশেম তখন রেগে গেলেন। বললেন, তাঁর পিতার চেয়ে রাসূল (সাঃ)-এর প্রসঙ্গ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই সে বিষয়েই তাঁর কথা বলা উচিত। এরপর মাওলানা থানভী (রহঃ) বললেন যে, এখানে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, একজন মু'মিনের নবী (সাঃ)-এর প্রতি মহব্বত তার পিতা-মাতার প্রতি মহব্বতের চেয়েও গভীরতর। বাস্তব ক্ষেত্রে রাসূল- (সাঃ)-কে পিতা-মাতার চেয়ে বেশি ভালবাসা সম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু মু'মেনের বিশ্বাস

www.nagorikpathagar.org

করা উচিত যে, রাসূল-(সাঃ)-কে তার পিতা-মাতার চেয়েও বেশি ভালবাসতে হবে এবং সে ভালবাসাকে লালন করতে হবে।

দাওয়াতী দায়িত্বের উত্তরাধিকার

আমাদের নবী করিম (সাঃ)-এর ভূমিকা, দায়িত্ব ও তরীকা কি ছিল ? সত্য কি, মিথ্যা কি, কুফর, শিরক, নেফাক কি, ঈমান, ইয়াকিন, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল কি, কেবল এইসব মানুষকে বলতেই কি তিনি এসেছিলেন ? এগুলো বলা অবশ্যই নবী (সাঃ)-এর কাজ। কিন্তু তাঁর দায়িত্বের এক নগণ্য অংশ মাত্র।

আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-এর মিশন বা পবিত্র দায়িত্ব ছিল মানুষকে কুফর থেকে ঈমানের পথে, শিরক থেকে ইয়াকিনের পথে, নেফাক থেকে তাকওয়ার পথে আনয়ন। তিনি নিজেকে এক জাগ্রতকারী, সুসংবাদ বহনকারী, ঘোষণাকারী, সংবাদ সরবরাহকারী, আধ্যাত্মিক সাংবাদিক ভাবতেন না। আখিরাত, হাশর, পুলসেরাত, জাহান্নাম, প্রভৃতির কথা এলান করে দেয়াতেই সমাপ্ত হয়ে যায়নি তাঁর কর্তব্য।

বিশ্বনবী (সাঃ)-এর দায়িত্ব আদম সন্তানদের কুফর থেকে ঈমানে, জাহান্নাম থেকে জান্নাতের পথে ফিরিয়ে আনার। এ কাজের দাওয়াত দানের উত্তরাধিকার নবী (সাঃ)-এর তিরোধানের পর অর্পিত হয়েছে তাঁর অনুসারীদের ওপর।

www.nagorikpathagar.org

দাওয়াতের সুন্নাহ

জীবিকা অর্জনে বেঁচে থাকার জন্য অধিকাংশ মানুষের কোনো না কোনো পেশা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। নিষ্ঠাবান মানুষের জন্য পেশা কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের হেতু নয়, বরং আরো মহত্তর বিবেচ্য হিসেবে গৃহীত হয়। নিঃস্বার্থভাবে তাঁরা কাজ শুধু করেন নিজের কল্যাণে নয়, পরের কল্যানার্থে। এমনি নিঃস্বার্থ নিবেদিতপ্রাণ মানুষের জন্য পেশা হচ্ছে জীবনব্যাপী এক মহা সাধনা। এর জন্য তারা বিসর্জন দেন ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ, বিত্ত-সম্পদ। কেবল তাই নয়, তার জন্য জীবন দিতেও কসুর করেন না তাঁরা।

নবীদের পেশা ও মিশন কী ছিল? সব নবীর প্রধান পেশা ছিল তাবলীগ ও দাওয়াহ্। আমাদের প্রিয় নবীর শাফায়েত পেতে হলে সারা জীবনভর তিনি যা করে গেছেন, আমাদের জীবনের অন্তত কিছু সময় ঐ কাজে আত্ম নিয়োগ করতে হবে।

সুন্নাহ্ অনুসরণ

নবী করীম (সাঃ)-এর বহু সুন্নাহ্ আমরা পালন করি। পোশাক, দাড়ি, পানাহার, ব্যক্তিগত অভ্যাসসহ নানাবিধ সুন্নাহ্ মানি। ডান হাতে আহার করা, বাথরুমে ঢুকতে বাঁম পা প্রথমে, বের হতে ডান পা আগে বাড়ানো, নামাযের সময় টুপি বা পাগড়ি পরা, এগুলো সুন্নাহ্। এগুলো অবশ্য আমাদের নবী করিম (সাঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ বাহ্যিক সুন্নাহ্। জরুরী তো বটেই। কিন্তু এর চেয়েও জরুরী এবং নবী করিম (সাঃ)-এর অন্তরের অতি গুরুত্বপূর্ণ দামী সুন্নাহ্ কী ? সমগ্র মানবজাতির নাজাতের জন্য তাঁর ছিল উদ্বেগ, ব্যাকুলতা, কামনা, বাসনা এবং সাধনা। মানবতার মুক্তি ও নাজাত ছিল তাঁর কাছে অতি জরুরী এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত মানব জাতির মুক্তি কামনায় তিনি ভীষণ অস্থির থাকতেন, পেরেশান থাকতেন।

রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবীগণ যতো বড় দরবেশ বা আবেদ ছিলেন, তার চেয়ে বেশি ছিলেন দা'য়ী এবং মুবাল্লীগ। যদি কেউ একান্তভাবে নিজের কামিয়াবীর কথাই চিন্তা করেন, তিনি হয়ত আমাদের নবী করীম (সাঃ) ভিন্ন অন্য কোনো নবীর সুন্নাহ্র ওপর আমল করেছেন। আমাদের নবী করীম (সাঃ)-এর চিন্তা, পেরেশানী, ভাবনা ছিল সমগ্র মানব জাতির জন্য। তাদের জন্য ছিল তাঁর অপরিসীম মহব্বত।

www.nagorikpathagar.org

শুধুমাত্র নাজাতের কথা চিন্তা করে জিকির করলে, নামায পড়লে, কৃত পাপকর্মের জন্য কান্নাকাটি করলে, তা স্বার্থপরের মত কাজ হয়। নিজের কথা ছাড়া যে অন্য কোন কিছু চিন্তা করতে আমরা অনেকে অনিচ্ছুক, অপারগ। কিন্তু রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ্ তো তা নয়। আমাদের রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ্ মানতে হলে অন্যের মুক্তির কথাও ভাবতে হবে, তার পুরস্কার হিসেবে আসবে আপন মুক্তি।

আব্‌দ ও খালিফা

আল্লাহ তাঁর দ্বীনের প্রতি মানুষকে আহ্বান করেন। দুনিয়ায় মানুষের মধ্যে এই কাজটি যাঁরা করেন, তাঁরা আল্লাহ্‌র খলিফা। খালিফা ও আব্‌দ বা ভৃত্যের মধ্যে তফাৎ আছে।

ঔষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধি এবং ঔষধ ক্রেতা বা ব্যবহারকারীর মধ্যে কি বহুরূপ ও মনের তফাৎ নেই? তফাৎ অবশ্যই আছে, যেমন আছে কোনো কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার ও নিরাপত্তা প্রহরীর মধ্যে। কোম্পানীর মালামাল রক্ষায় জীবন দান করে প্রহরী। কিন্তু কার অবদান কোম্পানীর মালিকের নিকট বেশি বলে বিবেচিত হয়? তা কি নিরাপত্তা প্রহরীর? অথবা মালিকের দায়িত্ব পালনকারী জেনারেল ম্যানেজারের ? পিতার সম্পত্তির মালিকানার উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধিত্বকারী হলো পুত্র। পুত্রের গুরুত্ব কি মালিকের কাছে জেনারেল ম্যানেজারের গুরুত্ব অপেক্ষা বেশি নয় ?

মানুষ কেবল আল্লাহর আব্‌দ বা দাস নয়। তারা তাঁর দ্বীনের খালিফাও। স্বভাবত মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা ইবাদত করেই তুষ্ট থাকি। ইবাদত হলো আব্‌দ বা দাসের ভূমিকা। কিন্তু যে জন্য আল্লাহ্ আমাদের দুনিয়ায় সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ তাঁর দ্বীন বা মিশনের খলিফা বা প্রতিনিধির ভূমিকা গ্রহণ তা আমরা করি না।

দায়িত্ব ও যোগ্যতার পার্থক্য

একজন ভালো মুসলিমের যোগ্যতা ও দায়িত্ব কী? কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে অধ্যাপনার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন মাস্টার ডিগ্রী। কিন্তু শিক্ষকের কাজ তো আর শুধু ডিগ্রী প্রাপ্তি নয়। কাজ ও দায়িত্ব হলো যে বিষয়ের তিনি শিক্ষক, তা ছাত্রদের পড়ানো।

অনুরূপভাবে ঈমান, ইয়াকিন, সালাত (নামায), সিয়াম (রোযা), তাবলীগ, জিকির এগুলো মুসলিমের গুণ, যোগ্যতা ও আচরণ। এগুলো তার দায়িত্ব নয়। তার কাজ এবং দায়িত্ব হল আল্লাহ্‌র দ্বীনের দাওয়াহ্ ও তাবলীগ। বিশেষ করে এ জন্যই আল্লাহ্ তাঁর সকল নবীকে প্রেরণ করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

দাওয়াহ্ দল

ফুটবল টিম, ক্রিকেট দলের সদস্য হয়ে তরুণ কিশোরেরা ভিন্ন ভিন্ন শহরে যায়। নাট্যদল, ব্যাংক প্রতিনিধি দল, জরীপ দল, সাংস্কৃতিক দল যদি ভিনদেশে সফরে যেতে পারে, তাহলে দাওয়াহ্ দল কেন পারবে না ? সাহাবীগণ ছিলেন দাওয়াহ্ দলের সদস্য। তাঁরা বহু মূল্যবান বাড়ি নির্মাণ করতেন না, দামী বস্ত্র পরিধান করতেন না। কিন্তু ইসলাম প্রচারে ব্যয় করতেন প্রচুর, অনেকে সর্বস্ব। রাজনীতি, ফুটবল, ক্রিকেট, নাটক, নাচ-গানের জন্য অনুসারীদের যতোটা আগ্রহ এবং অবদান অন্তত ততোটা অবদান ও প্রস্তুতি ইসলামের জন্য আমাদের হওয়া কি উচিত নয়? ইসলামের জন্য দরদ এবং প্রীতি সঞ্চারিত হলে, এ কাজে আমাদের টাকা-পয়সার কোনো অভাব হবে না।

সাহাবীদের সহজ অনাড়ম্বর জীবনধারা

হযরত উমর (রাঃ) অন্য এক সাহাবীর বাড়িতে গিয়েছিলেন দাওয়াত খেতে। গিয়ে তিনি দেখলেন দস্তরখানায় দু'তরকারী। দেখেই তিনি কান্না শুরু করে দিলেন। দু'ব্যঞ্জন সুন্নাহ্র বরখেলাপ। আমাদের রাসূল (সাঃ) নিয়মিত এক তরকারিতে আহার করতেন।

ভীষণ দামী বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে একজন সাহাবী এসেছিলেন আমাদের রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে। তাঁকে দেখামাত্র অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)। সাহাবী সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরলেন, নবীর (সাঃ) না পছন্দের বেশভূষা পুড়িয়ে ছাই করলেন। এতে তখনকার মুসলিমদের সরল-সহজ জীবন-যাপন ও রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি তাঁদের নিবিড় ভালবাসার পরিচয় মেলে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুসারীদের কাছে মূল্যবান ছিল না আহার, বস্ত্র, দামি বাড়ি, ড্রইংরুম সাজাবার প্রাচীন এনটিক্ সংগ্রহ, আসবাবপত্র, আধুনিক সাজ-সরঞ্জামের। তাঁদের কাছে মহামূল্যবান ছিল দাওয়াহ্ অর্থাৎ ইসলামের দিকে আহ্বান। বহু দেশে যেতেন তাঁরা আল্লাহ্র দ্বীন প্রচারের জন্য। হযরত মূসা (আঃ)-সহ বহু পয়গম্বর আক্ষেপ করতেন, নবী না হয়ে যদি তাঁরা উম্মত হতে পারতেন আমাদের নবী (সাঃ)-এর !

আরবদের অভূতপূর্ব সাফল্য

প্রাক্ ইসলামী যুগের আরবগণ এতো উদ্দাম আর উচ্ছৃঙ্খল ছিল যে, পারস্য, মিশর ও বাইজেনটাইনের শাসকদের মত সুপ্রাচীন সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাজন্যবর্গও আরবদের শাসন করার দায়িত্ব নিতে চাইত না।

www.nagorikpathagar.org

রোমান ও গ্রীকগণ ইরানীদের করায়ত্ত করতে চেয়েছে, আরবদের কস্মিনকালেও নয়।

প্যালেস্টাইনের ভিতর দিয়ে রোমান ও গ্রীকগণ প্রবেশ করেছে মিশর, কার্থেজ ও উত্তর আফ্রিকার রাজ্যগুলোয়। কিন্তু তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের উপত্যকা, ব্যবিলন, ইরাক ব্যতীত কোনো আরব দেশ জয়ের তারা চেষ্টাও করেনি।

ভেড়া, ছাগল, উট বা অন্যকোন জন্তু-জানোয়ারের রাজ্যে কেউ রাষ্ট্রপতি হওয়ার বাসনা প্রকাশ করে না। প্রাক ইসলামী যুগের আরবদের গোত্র-প্রীতি ও বহুবিধ গুণাবলী ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলাবোধ বা ঐতিহ্য ছিল না। এই আরবরাই ধর্মান্তরিত হওয়ার পর ইতিহাস সৃষ্টি করল। সে ইতিহাস নিয়ে আমরা গর্বিত। এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ, তারা সকলে মিলে আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-এর মহান ব্রতের, মহা মিশনের সাফল্যের জন্য একযোগে কাজ করেছিলেন।

ইসলামের ভবনটি এখন বড় বেসামাল হয়ে গেছে। মুসলিমদের মধ্যে ঈমান, ইয়াকিন, তাওয়াক্কুল, খুলুসিয়াত ও ইসলামের অন্যান্য মৌলিক মূল্যবোধে বেজায় দুর্বলতা বিদ্যমান। হযরত মূসা (আঃ) আমাদের নবী (সাঃ)-এর উম্মত হতে না পারার কারণে আফসোস করেছিলেন। আর আজ আমাদের ঈমান, আকিদা, আচরণ, ব্যবহার এমন যে, মুশরিক, কাফির, পৌত্তলিক আমাদের দেখে আর আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে চায় না।

আধুনিক অনুষদে দাওয়াতের প্রাসঙ্গিকতা

কালের করাল গ্রাসে প্রাচীন কোনো প্রাসাদে ফাটল ধরতে পারে। ত্রুটিপূর্ণ নক্‌শা বা বাজে নির্মাণকাজের দরুন কোন নতুন দালানেও ফাটল দেখা দিতে পারে। ফাটল বড় হলে ভাংতেও হতে পারে, নইলে মেরামত করে নিতে হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত বা ফাটল ধরা দালান মেরামত করতে কী ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়? ফাটল যদি বীমে হয়, তাহলে তা সারাতে লাগে লোহার রড, সিমেন্ট, সুরকি, বালু ইত্যাদি। যদি দেয়ালে হয় সে ফাটল সারাতে লোহার রড লাগবে না। বালু আর সিমেন্ট ব্যবহার করলেই চলতে পারে। দালান তৈরী করতে যে ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছিল সে ধরনের উপকরণ মেরামত কার্যেও প্রয়োজন হয়।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যাপারেও একই নিয়ম। চোখের কর্নিয়া নষ্ট হয়ে গেলে তা তুলে নিয়ে মৃত ব্যক্তির কর্নিয়া এনে সেখানে লাগোনো হয়। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত প্রবাহ বিঘ্নিত হয় শিরা-উপশিরার অভ্যন্তরে চর্বি

www.nagorikpathagar.org

সঞ্চিত হওয়ার দরুন। চিকিৎসার সাহায্যে দেহের অন্য জায়গা থেকে শিরা-উপশিরা কেটে এনে তা দিয়ে বাই-পাস করা হয়।

ইসলামের বিনষ্ট দেহাংশ মেরামতের জন্য আমাদের প্রয়োজন সেই সব মাল-মশলা, উপকরণ ও প্রথা যা দিয়ে প্রচার করা হয়েছিল ইসলাম, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দ্বীনের ভবন। ইসলাম নবীদের মাধ্যমে এসেছে। তাঁরা সে কষ্ট সাধ্য কর্মটি সম্পন্ন করেছিলেন এমন এক প্রকার ইবাদতের দ্বারা যা ছিল মূলত দাওয়াহ্, দাওয়াহ্ সংশ্লিষ্ট ও দাওয়াত-এর প্রতি উদ্দিষ্ট। সে দাওয়াতের সুন্নাহ্ যদি পারি আমরা পুনরুজ্জীবিত করতে, আমরা সমর্থ হবো আমাদের ইসলামকে মজবুত করতে। আর তাহলে হয়তো বা যা আমরা হারিয়েছি তা ফিরে পেতেও পারি।

বার্তা যদি পৌঁছানো না হয়

বড় অদ্ভুত ছিল সেই ডাক পিয়ন। প্রতিদিন বিস্তর চিঠি আসে, কিন্তু কোনটিই সে পৌঁছায় না প্রাপকের কাছে। সযত্নে সেসব পত্র সে গুছিয়ে রাখে লোহার আলমারীতে রেজিস্ট্রি চিঠি হলে রীতিমত সীল করে ডবল তালা মেরে নিরাপদে রাখে, যাতে কিছুই না হারায়। কি ভীষণ কর্তব্যপরায়ণ ডাক-পিয়ন।

এহেন কঠিন কর্তব্যপরায়ণ ডাক পিয়ন সম্বন্ধে কি ধারণা হবে চিঠির প্রেরক ও প্রাপকদের? তাদের চিঠি প্রাপকের কাছে না পৌঁছিয়ে এমন সযত্নে নিজের কাছে রেখেছে বলে কি প্রেরক বা প্রাপক খুব খুশি হবেন ?

আমাদের নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আল্লাহ্ তাঁর বাণী প্রেরণ করেছিলেন তাঁর নিজের কাছে রেখে দেয়ার জন্য নয়। তা অন্যের কাছে পৌঁছানোর জন্য। এই কাজটি সম্ভব হয়েছিল কেবল প্রতিনিয়ত দাওয়াতের মাধ্যমে। নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হওয়ার পর এ দায়িত্ব বর্তিয়েছে আমাদের ওপর। আমরা আল্লাহর বাণীকে পরম শ্রদ্ধায় নিজেদের কাছে বন্দী করে রেখে সে দায়িত্ব পালন করছি। আমাদের আচরণ কি সেই ডাক পিয়নের মত নয় ?

কেউ যদি ইসলাম সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আহরণ করে, তাহলে তা অন্যের কাছে পৌঁছানো তার কর্তব্য। এ হচ্ছে আমাদের রাসূল (সাঃ)-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে অবশ্য-পালনীয় সুন্নাহ। দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান গোপন রাখার বস্তু নয়। কারো ব্যক্তিগত জ্ঞান ভান্ডারে সঞ্চয় করে রাখার ধন নয় ; এ জ্ঞান শাহাদাত প্রদানের জন্য, দাওয়াতের জন্য।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পঞ্চ মুসলিম

আল্লাহ তা'আলার দ্বীন আল ইসলাম বিশ্ব মানবের নিকট নতুনভাবে প্রচার শুরু হয় হেরা গুহায় সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাজিল থেকে। সময়টি ছিল ৬১০ ইসায়ী সনের রমযান মাসের লাইলাতুল ক্বদর বা মুবারক রজনী। (আল কুরআন ২ঃ১৮৫, ৯৭ঃ১)। অনেকের মতে ২৭শে রমযানের রজনী।

প্রথম মুসলিম

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্ম ২০ এপ্রিল, ৫৭১ খৃঃ/৯ বা ১২ রবিউল আউয়াল। মহানবী (সাঃ)-এর নিকট সর্বপ্রথম নাজিলকৃত পাঁচটি আয়াত হলো -(১) পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন; (২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক বা জমাট বাঁধা রক্ত হতে; (৩) পাঠ কর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত; (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন; (৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না (সূরা আলাক- ৯৫ ঃ ১-৫)।

দ্বিতীয় মুসলিম

মানবতার জন্য মানব স্রষ্টার এই সওগাত নিয়ে ত্রস্ত পদে ও কম্পিত দেহে হেরা গুহা থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন তদানীন্তন আরবের শ্রেষ্ঠতম মানুষ মুহাম্মদ (সাঃ)। অনুষ্ঠিত ঘটনা শুনালেন পবিত্র ভার্সা খাদিজা তাহেরা বিন্‌তে খুয়াইলিদকে।

মহা পবিত্র বাণী পঞ্চক শ্রবণ এবং পাঠ মাত্র খাদিজা তাহেরা (রাঃ) বিশ্বাস করলেন, আল্লাহর নাজিলকৃত সত্যে। স্বামীকে দেখলেন নতুন রূপে, আল্লাহর পবিত্র বাণী বাহক রাসূল হিসেবে। বিশ্বাস করলেন তাঁর নবুওয়াত এবং রেসালতে। আশ্বস্ত করলেন স্বামীর অশান্ত চিত্তকে। আবৃত করলেন তাঁর কম্পিত দেহ কম্বল দিয়ে।

পনরটি বছর ধরে দেখেছেন যে মহৎ মানুষকে, তাঁর মাঝে নতুন সত্তা আবিষ্কারে পবিত্রাত্মা খাদিজা তাহেরা (রাঃ)-এর বিন্দুমাত্র বিলম্ব হলো না।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ ও রাসূলের ওপর ঈমান এনে তিনিই লাভ করলেন দ্বিতীয় মুসলিম হওয়ার দুর্লভ গৌরব।

ওহীর প্রথম আলোর ঝলকানিতে ভীত সন্ত্রস্ত নবী মুহাম্মদ (সাঃ) নবুওয়াতের দায়িত্ব ও ক্লান্তি হতে শীঘ্রই স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। জীবন সংগিনী খাদিজা (রাঃ)-এর বিশ্বাস ও আস্থায় স্বস্তি ফিরে পেলেন। কিন্তু বেশ কিছুকাল বন্ধ থাকলো অহী আসা।

সূরা আদ্ দুহা

রাসূল (সাঃ)-এর ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। যে মহাসত্যের ইঙ্গিত তিনি পেয়েছেন, তা কি তাঁর সম্মুখে উন্মোচিত হবে না। যে মহা মহিমান্বিত প্রতিপালক তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছেন বা তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন ? তিনি কি মহা প্রভুর আশ্রয়, শিক্ষা এবং পথ নির্দেশনা আর পাবেন না ? মহা চিন্তিত, বিচলিত হলেন নবী মুহাম্মদ (সাঃ)।

কিছুকাল পরেই বৃষ্টির ধারার মত নাজিল হওয়া শুরু হলো– আল্লাহর ওহী, ঐশী বাণী। প্রথমেই নাজিল হলো সূরা আদ্ দুহা (মধ্যাহ্ন)।

আল্লাহ নবীকে জানালেন ঃ শপথ পূর্বাহ্নের ও নিঝুম এবং নিশীথ রজনীর। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি। তোমার প্রতি বিরূপও হননি তিনি।

প্রচার করার নির্দেশ

তোমার পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময় হতে হবে উত্তম। অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন। আর তুমি সন্তুষ্ট হবে। তোমার প্রতিপালকের নেয়ামতের (নবুওয়াত) কথা জানিয়ে দাও (সূরাহ দুহা-৯৩)।

যে নেয়ামতের কথা এখানে বলা হয়েছে, তা হলো-নবুওয়াত-এর নেয়ামত। এ নেয়ামত অপরকে জানিয়ে দিতে এবং প্রচার করতে নবী (সাঃ) আদিষ্ট হলেন। এ আয়াতের 'হাদ্দাছা' শব্দ (অর্থাৎ প্রচার কর, জানিয়ে দাও) হতেই আল্লাহ্‌র নবীর কথা, কাজ এবং অনুমোদিত কর্মের বর্ণনা পরিভাষাগতভাবে হাদীস নামে অভিহিত হয়েছে।

তৃতীয় মুসলিম হযরত আলী (রাঃ)

সূরা আদ্ দুহা নাজিল হওয়ার পরই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) অতি গোপনে বিশ্বস্ত লোকদের নিকট দ্বীনের বাণী পৌঁছাতে লাগলেন। হযরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ)-এর পর ইসলাম গ্রহণ করেন দশ বছর বয়স্ক বালক আলী (রাঃ)। চতুর্থ মুসলিম হলেন মুক্ত দাস যায়েদ ইব্‌নে হারিসা (রাঃ) এবং

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। যাঁরা রাসূলকে অতি নিকট হতে বহুকাল দেখেছেন, মানুষ হিসাবে তিনি কেমন তা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরাই প্রথম ইসলাম কবুল করেছেন।

হযরত আলী (রাঃ)

শিশুকাল থেকেই আলী (রাঃ) থাকতেন মুহাম্মদ পরিবারে। আবু তালিবের পরিবার ছিল বড়। তাঁর ভ্রাতা আব্বাস (রাঃ) ভাইদের মধ্যে ধনী। এক দুর্ভিক্ষের সময় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর চাচা আব্বাসের নিকট প্রস্তাব দেন যে, আবু তালিব পরিবারের কিছু দায়িত্ব তারা ভাগ করে নিতে পারেন। আলীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিবেন মুহাম্মদ (সাঃ) নিজে। আরও প্রস্তাব করেন যে, আবু তালিবের দু'টি সন্তানের প্রস্তাবটিও জা'ফর এবং আকিলের দায়িত্ব নিতে পারেন আল আব্বাস। পিতৃব্য আব্বাস এতে রাজী হলেন। আবু তালিবের নিকট পেশ করা হলে তিনি তার পুত্র জাফরের ভরণপোষণের দায়িত্ব দিলেন আব্বাস (রাঃ) এবং আলীর দায়িত্ব দিলেন ভ্রাতৃপুত্র মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এবং আকীলের দায়িত্ব নিজেই রাখলেন। তখন থেকে বালক আলী নবী পরিবারের সদস্য হিসাবে বড় হচ্ছিলেন।

ইবনে কাসিরের বর্ণনানুযায়ী নবুওয়াতের অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আলী দেখতে পান যে, রাসূল (সাঃ) এবং বিবি খাদিজা (রাঃ) আল্লাহর জিকির করছেন এবং সেজদা করছেন, সালাত আদায় করছেন। বালক আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন এ সব কি মুহাম্মদ (সাঃ) ?

রাসূল (সাঃ) জবাব দিলেন, 'এটা আল্লাহ্র দ্বীন। এই দ্বীন তার নিজস্ব। এই দ্বীন প্রচারের জন্যে আল্লাহ্ নবী প্রেরণ করেন। আমি সেই এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহর পথে তোমাকে আহ্বান করছি। এসো, আল্লাহ্র ইবাদত কর, (ইবনে ইসহাক)। একরাত অপেক্ষা করার পরদিনই বালক আলী (রাঃ) কালিমা তাইয়্যেবা ও শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম কবুল করেন।

রাসূল (সাঃ) মাঝে মাঝে আলীকে নিয়ে মক্কার উপকণ্ঠে কোনো উপত্যকায় চলে যেতেন এবং সেখানে দীর্ঘসময় প্রকৃতির নীরবতায় আরাধনা এবং সালাত আদায় করতেন। আল্লাহর জিকির করতেন। ফিরতে কখনও কখনও রাত হয়ে যেত। তাঁদের নতুন ধরনের ইবাদতের পদ্ধতি সম্বন্ধে আবু তালিব বা তার আত্মীয়-স্বজন অবহিত ছিল না।

www.nagorikpathagar.org

একদিন তাদের ইবাদতের সময় তথায় হাজির হন আবু তালিব। আবু তালিব রাসূল (সাঃ)-কে তাদের আরাধনার পদ্ধতি এবং ধর্মকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। রাসূল (সাঃ) উত্তরে বলেন, "এটা আল্লাহর ধর্ম, তাঁর ফিরিশ্তাদের ধর্ম, তাঁর নবীদের ধর্ম, আমাদের নবী ইব্রাহীমের ধর্ম।" অতঃপর তিনি তাকে আল্লাহ্র দ্বীনের দিকে আহ্বান করেন। ইব্নে ইসহাক (সীরাতুর রাসূলুল্লাহ্)।

জবাবে আবু তালিব বলেছিলেন, "আমি আমার পিতা, পিতামহ ও পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করতে পারব না। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি, কেউ তোমার কোনো অসুবিধা করতে পারবে না।"

আবু তালিব তাঁর পুত্র আলীকে বলেছিলেন, "ভালো ছাড়া অন্য কোনো কিছুতেই রাসূল (সাঃ) তোমাকে জড়াবে না। সুতরাং তুমি তার সঙ্গে লেগে থাকো' (ইবনে ইসহাক ঃ সীরাতুর রাসূলুল্লাহ্, পৃঃ ২১)।

চতুর্থ মুসলিম যায়েদ বিন হারিসা (রাঃ)

হযরত আলী (রাঃ)-এর পর চতুর্থ যায়েদ ইব্নে হারিসা (রাঃ) অতি শ্রীঘ্রই ইসলাম কবুল করেন। যায়েদ ইব্নে হারিসা ছিলেন বিবি খাদিজার ক্রীতদাস। রাসূলের সঙ্গে বিয়ের পর বিবি খাদিজা (রাঃ) জায়েদ ইব্নে হারিসাকে স্বামীর খেদমতের জন্য উপহার দেন। রাসূল (সাঃ) তাকে সঙ্গে সঙ্গেই মুক্ত করে দেন। খোঁজ নিয়ে, খবর পেয়ে যায়েদের পিতা হারিস ও পিতৃব্য তাকে নিয়ে যেতে আসেন। কিন্তু যায়েদ বিন হারিসা (রাঃ) পিতৃ গৃহে গমন না করে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গে থাকাই শ্রেয় মনে করেন।

পঞ্চম মুসলিম আবু বকর (রাঃ)

যায়েদ বিন হারিসার (রাঃ)-এর পর ইসলাম গ্রহণ করেন পঞ্চম আবু বকর ইব্নে আবু কুহাফা (রাঃ)। কারো কারো মতে পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃঃ ২৪)। তাঁর অন্য নাম আতিক। তাঁর মাতার নাম উম্মে আল খায়ব। পিতা উসমান আবু কুহাফা নামেই অধিকতর খ্যাত ছিলেন।

আবু বকর-এর পিতার পূর্ণ নাম উসমান ইব্নে আমির ইব্নে আমর ইব্নে কাব ইব্নে সা'দ ইব্নে তায়ুম ইব্নে মুররা ইব্নে কাব লুয়াই ইব্নে গালিব ইব্নে ফিহর (সীরাত ইব্নে ইসহাক, পৃঃ ২১৫)।

হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন অভিজাত পরিবারের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তার পরিবারের সকলের আচরণই ছিল সুন্দর ও ভদ্র। ছোট বড় সকলেরই তিনি

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন শ্রদ্ধাভাজন। বিবাদ-বিসংবাদে তাঁর মধ্যস্থতা জনগণ মেনে নিত। কুরাইশ এবং আরব কবিলার বংশ বৃত্তান্ত তিনি যতো ভাল জানতেন, ততো ভাল আর কেউ জানত না।

আরব কবিলাগুলোর দোষগুণও ছিল হযরত আবু বকরের (রাঃ) -এর নখ-দর্পণে। তিনি যেমন ছিলেন বিরাট বণিক, তেমনি বিরাট ছিল তাঁর হৃদয়। দয়া-মায়াতে ভর্তি। আপদে-বিপদে সবাই ছুটে আসতো তাঁর নিকট পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য। পর্যাপ্ত ছিল তাঁর জ্ঞান, ব্যবসায়ে ছিল বিরাট অভিজ্ঞতা। সর্বোপরি ছিল তাঁর অপরিসীম ধৈর্য্য ও সুন্দর মিষ্টি মেজাজ। (সিরাত ইবনে ইসহাক, পৃঃ ২১৫)।

হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার পরই তিনি তাঁর পরিচিত জনদেরকে ইসলামের পথে দাওয়াত দেয়া শুরু করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মক্কায় বিপর্যস্ত দরিদ্র দাস শ্রেণী এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ যুগপথ ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হতে লাগলেন।

www.nagorikpathagar.org

নবুওয়াতের প্রথম তিন বছর ইসলাম প্রচার

নবুওয়াতের প্রথম তিন বছর ইসলামের দাওয়াতের প্রচার চলে গোপনে এবং অতি সংগোপনে। ইসলাম কবুল করার পর অন্যদেরকে নবগৃহীত ধর্মমতের দিকে আহ্বান করা ছিল নওমুসলিমদের পক্ষে নবুওয়াতের প্রারম্ভিক বছরসমূহে কষ্টকর। কালেমা তায়্যেবা গোপনে পাঠ করা যেত। কিন্তু প্রকাশ্যে দ্বীনের শাহাদাত বা ঘোষণা এবং দাওয়াত দেয়া কঠিন ছিল।

দ্বীন প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে কাউকে দ্বীন সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝানো যেত না। সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে পর্যাপ্ত সময়ের দরকার। দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা প্রয়োজন। কিন্তু সে পরিবেশ তখন ছিল না।

একবার আলোচনা করে কাউকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করা যায় না। বার বার আলোচনা করতে হয়। কিন্তু বার বার আলোচনা করলে গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় না। স্বল্পকালীন আলোচনার মাধ্যমে প্রথমদিকে স্বল্প সংখ্যক সাহাবী ইসলাম কবুল করেন।

নবুওয়াতের প্রথম তিন বছরে দ্বীনের প্রচার ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কারো ওপরে গোপনীয়তা সম্পর্কে পরিপূর্ণ আস্থা না থাকলে ইসলামের কথা বলা যেতো না। এমন ব্যক্তির কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো হতো, যিনি ইসলাম কবুল না করলেও অন্যকে অন্ততঃ তা বলবেন না। তাই দ্বীন প্রচারের কাজ চলতো সংগোপনে।

পারস্পরিক আস্থার প্রয়োজনীয়তা কত গভীর ছিল এ বিষয়টি পরিষ্কার হয় ছোট্ট একটি ঘটনা থেকে। ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপর পিতৃব্য আবু তালেবের স্নেহ ভালবাসা ছিল সকল সন্দেহের উর্ধে। রাসূল (সাঃ) এবং বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর যৌথ সালাত (নামায) দেখে ১০ বছর বয়স্ক আলীর উৎসুক্য সৃষ্টি হয়। এটা কোন ধরনের ইবাদত তা তিনি জানতে চান। রাসূল (সাঃ) তা ব্যাখ্যা করলেন এবং তাকে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। বালক আলী (রাঃ) শুনে বললেন যে, এ বিষয়টি তিনি পিতা আবু তালিবকে জিজ্ঞাসা করবেন। রাসূল (সাঃ) হযরত আলীকে তা করতে নিষেধ করলেন।

আবু তালিবের নিজস্ব প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ইসলাম সম্পর্কে আবু তালিবের সঙ্গে আলোচনা করাও তৎকালীন প্রেক্ষাপটে রাসূল (সাঃ) সুবিবেচনাপ্রসূত মনে করেননি। হযরত আলী (রাঃ) অবশ্য পিতাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করে নিজেই চিন্তা করলেন এবং পরের

www.nagorikpathagar.org

দিনই তিনি ইসলাম কবুল করলেন। ইসলাম প্রচারে কতোটুকু গোপনীয়তা প্রয়োজন ছিল তা এ ক্ষুদ্র ঘটনা থেকে কিছুটা অনুধাবন করা যায়।

অহী নাজিলের তৃতীয় বছরে রাসূল (সাঃ) সর্বপ্রথম হাশেমী বংশীয়দেরকে স্বগৃহে আহ্বান করে আপ্যায়ন করান এবং তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দেন। অতঃপর সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে বিভিন্ন কবিলার নাম উল্লেখ করে মক্কাবাসীদেরকে প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন (সিরাতে ইবনে ইসহাক)।

(৬) হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ), (৭) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), (৮) সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ), (৯) তালহা (রাঃ), ইবনে উবায়দুল্লাহ্ ইবনে উসমান প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ হযরত আবু বকরের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলেই ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হন। এই চারজনকে নিয়ে প্রাথমিক মুসলমানদের সংখ্যা হলো আটজন। নবুওয়াতের প্রথম তিন বছরে সংগোপনে ইসলাম প্রচারের সময় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, মুসলিম সমাজে তাদের মর্যাদা অপরিসীম। তাদের এবং তাদের পূর্ব পুরুষদের নামানুসারে মুসলিম শিশুর নামকরণে আপত্তি থাকার কথা নয়, যদি তা ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী না হয়। আবু তালিব, আবদুল্লাহ, আবদুল মুত্তালিব, আবদুল মান্নাফ, হাশেম প্রমুখ মুসলিম ছিলেন না। তাদের নামকরণে মুসলিম শিশুর নামকরণ হয়ে থাকে।

সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আটজন সাহাবীর ইসলাম গ্রহণ বা কবুল করার পর আরও যাঁরা নবুওয়াতের প্রথম তিন বছরের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন তাদের অনেকের নাম এ প্রবন্ধে উল্লেখ করা হলো। এদের ৫২ জনের নামই ইবনে ইসহাকের সীরাতে উল্লেখ রয়েছে।

ভাইয়ের নিকট ভাইয়ে দাওয়াত

ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য হলো– ঈমান আসার পরেই ঈমানদারের আখলাক বা আচরণে পরিবর্তন আসে। দোষে- গুণের মানুষ আরও ভাল মানুষ হয়। ভাই ভাইকে বেশি ভালবাসে। সন্তানের প্রতি পিতার অনুভূতি গভীর হয়। এক ভাই ইসলাম গ্রহণ করার পর দেখা গেছে, তার প্রভাবে অপর ভাইও ইসলাম গ্রহণ করেছে, এমন কি পিতার অমতেও। আজকাল মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রজের অনুগত বা বাধ্য নয়।

নবুওয়াতের প্রথম তিন বছরে দুইবা ততোধিক ভ্রাতার ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে যাদের নাম উল্লেখ করা যায় তাদের মধ্যে রয়েছে ঃ

৯। উসমান (রাঃ) ইব্‌নে মাজুন ইবনে হাবিব

www.nagorikpathagar.org

১০। কাদামা (রাঃ) ইব্‌নে মাজুন ইব্‌নে হাবিব (তিন ভ্রাতা ও এক ভ্রাতুষ্পুত্র
১১। আবদুল্লাহ (রাঃ) ইব্‌নে মাজুন ইব্‌নে হাবিব
১২। আশ–শাইব ইবনে উসমান (রাঃ) ইব্‌নে মাজুন (রাঃ)
১৩। আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে জাহাশ ইব্‌নে রিয়াব ইব্‌নে ইয়ামার
১৪। আবু আহমদ ইব্‌নে জাহশ ইব্‌নে রিয়াব ইব্‌নে, দুই ভ্রাতা
(আবদুল্লাহ এবং আবু আহমদের মাতা উমাইয়া ছিলেন হযরত হামজার ভগ্নি)।
১৫। হাতিব ইবনে আল হারিস ইব্‌নে মা'মার ইব্‌নে হাবিব
১৬। খাত্তাব ইব্‌নে আল হারিস ইব্‌নে মা'মার ইব্‌নে হাবিব, দুই ভ্রাতা
১৭। খালিদ ইব্‌নে আল বুকায়র ইব্‌নে আবদু ইয়ালিল ইব্‌নে নাসিব
১৮। আমির ইব্‌নে আল বুকায়র ইব্‌নে আবদু ইয়ালিল ইব্‌নে নাসিব, চার ভ্রাতা।
১৯। আকিল ইব্‌নে আল বুকায়র ইব্‌নে আবদু ইয়ালিল ইব্‌নে নাসিব
২০। আইয়াস ইব্‌নে আল বুকায়র ইব্‌নে আবদু ইয়ালিল ইব্‌নে নাসিব

একই পরিবারের ভগ্নি নবুওয়াতের প্রথম তিন বছরে যারা ইসলাম কবুল করেছেন তাদের মধ্যে আছেন ঃ

২১। আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)
২২। আয়েশা বিনতে আবু বাকর (রাঃ)

প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করার পর স্বামীর আখলাক-আচরণও হতো অধিকতর প্রেমময়। ইসলামী আদর্শের ওপর ইয়াকিন এবং পিতা ও স্বামীর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে স্ত্রী, পুত্র, কন্যাও কখনো কখনো ইসলাম গ্রহণ করতেন। বর্তমানের ন্যায় মুসলিম পরিবারের স্ত্রীর জীবনধারা হতে স্বামীর জীবন ধারা ততো পৃথক হতো না।

দ্বীনের দাওয়াতে স্বামী-স্ত্রী

প্রথম তিন বছরে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ

২৩। সাইদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইব্‌নে নুফায়েল (হযরত উমরের ভগ্নিপতি)।
২৪। ফাতিমা বিনতে আল খাত্তাব (রাঃ) (সাইদ ইব্‌নে যায়দের পত্নী)
২৫। জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ)
২৬। আসমা বিনতে উমায়েস ইবনে নুমান ইবনে কা'ব (রাঃ) (জাফরের স্ত্রী)
২৭। সালিত ইবনে আমর ইবনে আবদ সামস ইবনে নসর (রাঃ)
২৮। আসমা বিনতে সালামা ইবনে মুগাররিবা (রাঃ) (সালিত ইবনে আমরের স্ত্রী)
২৯। আল-মুত্তালিব ইবনে আজাহর ইবনে আবদু আউফ (রাঃ)

www.nagorikpathagar.org

৩০। রামলা বিনতে আবু আউফ ইবনে সুবায়রা (রাঃ) (আল-মুত্তালিব ইবনে আজহারের স্ত্রী)

৩১। খালিদ ইবনে সাইদ ইবনে আল আস (রাঃ)

৩২। উমায়না বিনতে খালাফ ইবনে আসাদ (খালিদ ইবনে সাইদের স্ত্রী) (হাতিব ইবনে আল হারিস মা'মার ইবন হাবিব (রাঃ) পৃ. ১৬)

৩৩। ফাতিমা বিনতে আল-মুজাল্লিল ইবনে আবদুল্লাহ (হাতিব ইবনে আল-হারিসের স্ত্রী)।

৩৪। খাত্তাব ইবনে আল হারিস ইবনে মা'মার ইবনে হাবিব (হাতিব ইবনে আল-হারিসের ভ্রাতা)

৩৫। ফুকয়হা বিনতে ইয়াসার (খাত্তাব ইবনে আল-হারিসের স্ত্রী)

আঠার জন সাহাবীর ইসলাম গ্রহণ

নবুওয়াতের প্রথম তিন বছরে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের মধ্যে আরও রয়েছেন ঃ

৩৬। আবু উবায়দা ইবনে আল জাররা (রাঃ)

৩৭। আবু হুযায়ফা ইবনে উতবা (রাঃ) (উতবা ছিল আবু সুফিয়ান পত্নী হিন্দার পিতা)

৩৮। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)

৩৯। আমির ইবনে ফুহায়রা (রাঃ) (হযরত আবু বকরের মুক্ত দাস)

৪০। খাববাব ইবনে আল আরাত (রাঃ)

৪১। আবদুল্লাহ্ ইবনে সামুদ ইবনে আল হারিস ইবনে শামস (রাঃ)

৪২। মাসুদ ইবনে আল কারি (রাঃ)

৪৩। উবায়দা ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে আবদু মান্নাফ (রাঃ)

৪৪। সামার ইবনে আল হারিস (রাঃ)

৪৫। আল-আরকাম ইবনে আবুল আরকাম (প্রকৃত নাম আবদু মান্নাফ ইবনে আসাদ (রাঃ)

৪৬। আবু সালমা (প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ) (রাঃ)

৪৭। হাতিব ইবনে আমর ইবনে আবদুশ শামস (রাঃ)

৪৮। ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদু মান্নাফ (রাঃ)

৪৯। খুনায়স ইবনে হুযাফা ইবনে কায়স ইবনে আদিই (রাঃ)

৫০। আমির ইবনে রাবিয়া আনস ইবনে ওয়াইল (রাঃ)

৫১। নুয়াম ইবনে আসিদ (রাঃ)

www.nagorikpathagar.org

৫২। সুহায়ব ইবন সিনান (রাঃ) (বদর যুদ্ধে সুহায়ব ইবনে সিনান বানু তায়ম কবিলার উমায়র ইবনে উসমান এবং উসমান ইবনে মালিককে হত্যা করেন)

আবদুল্লাহ ইবনে ইসহাক রচিত সীরাত

উপরে ইবনে ইসহাকের সীরাত গ্রন্থ হতে নবুওয়াতের প্রথম তিন বছরে মুসলিমদের যে তালিকা দেয়া হলো, এ তালিকাটি সবচেয়ে প্রামাণ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়, তবে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

আবু আবদুল্লাহ্ ইবনে ইসহাক ৮৫ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর প্রাচীনতম জীবনী 'সীরাতুর রাসূলুল্লাহ' এর রচয়িতা হিসাবে খ্যাত।

ইবনে ইসহাক-এর প্রদত্ত তালিকাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে হয় না নানা কারণে। এতে নবী কন্যা (৫৩) সাইয়েদেনা জয়নব (রাঃ), (৫৪) সাইয়েদেনা রুকাইয়া (রাঃ), (৫৫) সাইয়েদেনা উম্মে কুলসুম (রাঃ) এবং (৫৬) সাইয়েদেনা ফাতিমা জহুরা (রাঃ)-এর নাম নেই। আরও উল্লেখ নেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ধাত্রীমাতা (৫৭) উম্মে আয়মান (রাঃ)-এর নাম। তিনি প্রাথমিক যুগের ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন বলে খ্যাত। বিশ্বনবীর ৬ বছর বয়সকালে আবওয়া নামক স্থানে নবী মাতা আমিনা-এর মৃত্যুকালে সাথী ছিলেন ধাত্রীমাতা উম্মে আয়মান (রাঃ)। শিশু মুহাম্মদকে তিনিই মক্কায় এনে তাঁর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

ইবনে ইসহাক রচিত সীরাত গ্রন্থে আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাঃ)-এর নাম আছে কিন্তু তদীয় মাতা (৫৮) সুমাইয়া (রাঃ) এবং (৫৯) তাঁর স্বামী ইয়াসারের নাম নেই। বিবি সুমাইয়া (রাঃ) ছিলেন মুসলিম মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম শহীদ। পুরুষদের মধ্যে প্রথম শহীদ ছিলেন সাইয়েদানা খাদিজা তাহেরার পূর্ব পক্ষের স্বামীর ঔরষজাত পুত্র (৬০) হারিস ইবনে আবী হালা (রাঃ)। তিনিও প্রথম দিককার মুসলিম। তাবকাতে ইবনে সাদের বর্ণনা মতে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে (৬২) হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ) ছিলেন পঞ্চম। এমনি বহু সাহাবীর নাম নবুওয়াতের প্রথম তিন বছরে ইসলাম গ্রহণকারীদের নাম ইবনে ইসহাক প্রণীত তালিকা হতে বাদ পড়া অসম্ভব নয়।

www.nagorikpathagar.org

নওমুসলিমের ঐতিহ্য এবং ভবিষ্যত

হযরত আদম (আঃ) ছিলেন প্রথম মানুষ এবং প্রথম মুসলিম। প্রথম মুসলিম হিসেবে তিনি ছিলেন একজন নওমুসলিম। সৃষ্টির প্রতিপালনবাদী জীবন দর্শন রবুবিয়াত তথা ইসলামের প্রথম রূপকার ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)। পরবর্তীকালে নবীদের মাধ্যমে ইসলামের পুনরুজ্জীবন ধারা চলে আসছে।

মক্কার হেরা গুহায় যে ইসলামের শুরু– ঐ ইসলামে প্রথম ঈমান এনেছিলেন রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং। তারপর হযরত খাদিজা (রাঃ), যায়েদ (রাঃ), আলী (রাঃ), আবু বকর (রাঃ) ও বারাকাহ (রাঃ) প্রমুখ। এ কয়জনের প্রত্যেকেই ছিলেন নওমুসলিম।

ইসলাম গ্রহণ বা কবুলের পর তাঁদের নতুন জীবন নওমুসলিম হিসাবে ভিন্ন ধারায় অগ্রসর হয়। প্রত্যেক নবী এবং তাঁর অনুসারী নওমুসলিমদের মাধ্যমে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে গতিশীল করেন। নওমুসলিমগণ ইসলামকে নতুন জীবন দান করেন।

জন্মগত মুসলিম

জন্মগতভাবে মুসলিম হওয়াতো ঘটনাচক্রে মুসলিম হওয়া। যারা মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার ফলে ইসলামকে জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তারা যদি ভিন্নধর্মীয় পরিবারে জন্ম গ্রহণ করতেন, হয়তো তাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন পিতা-মাতার ধর্মকেই জীবন দর্শন হিসেবে মেনে নিতেন।

জন্মগত যারা মুসলিম তারা সকলে ইসলামকে জীবন দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছেন, স্বেচ্ছায় অথবা নিজগুণে নয়। বরং ঘটনাচক্রে এবং মহান দয়াময় আল্লাহ তা'য়ালার পরম করুণায়। অধিকাংশই পিতা-মাতার ধর্মকে উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করতেন।

সমাজে নিও ব্ল্যাড বা নতুন রক্ত

সুস্থ মানুষের রক্তও সুস্থ। কাল পরিক্রমায় এবং পাপাচারের ফলে রক্ত দূষিত হয়। দেহে যখন নতুন রক্ত সরবরাহ হয়, তখন জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়। কোনো সমাজে যদি নতুন লোকের আবির্ভাব না হয়, সে সমাজ একটা

www.nagorikpathagar.org

স্টাটিক সমাজ। স্ট্যাটিক বা স্থির হয়ে থাকলে সমাজ ও মানুষ হয় নিম্নমুখী। সমাজকে গতিশীল করতে হলে নতুন মানুষের আবির্ভাব অবশ্যই হতে হবে।

নতুন মানুষের আবির্ভাব হয় দুই পদ্ধতিতে। একটি হল নবশিশুর জন্ম। আরেকটি হল প্রচার (তাবলীগ) এবং দাওয়াহ্-এর (আহবান) মাধ্যমে। পৃথিবীর সবগুলো দেশের মানুষই ক্রমশঃ উন্নতি করে যাচ্ছে। কিন্তু অন্যদের তুলনায় মুসলিমদের উন্নতি অপেক্ষাকৃত শ্লথ গতিসম্পন্ন। এর একটি কারণ, এ সমাজে নতুন মানুষের আবির্ভাব হচ্ছে না।

একটি শিশুকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হলে কয়েকটি বছর প্রয়োজন। তা হতে পারে ১২ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। এই বয়সটাতে সন্তানকে পিতা-মাতা কর্তৃক লালনপালন করতে হয়। একটি শিশুকে ২১ বছর পর্যন্ত পালন করতে প্রচুর অর্থ পিতা মাতার ব্যয় করতে হয়। তারপর তারা স্বনির্ভর হয়।

তাবলীগ এবং দাওয়াহ্র (প্রচার ও আহবানের) মাধ্যমে কোনো ধর্মে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হলে অনেক কম খরচে তা করা যায়। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম সমাজ অন্যদের মতো এগিয়ে যাচ্ছে না। এর একটি কারণ এ সমাজে নওমুসলিমদের অন্তর্ভুক্তি আশাব্যঞ্জক নয়।

গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা এবং আরো বহু নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে গড়ে উঠা অঞ্চল বাংলাদেশ। এ দেশের মাটি নরম। পাহাড়িয়া মাটি শক্ত এবং মজবুত। খরস্রোত নদীর কারণে পার্বত্য অঞ্চলে নদীর তীর তেমন ভাঙ্গে না। কিন্তু বাংলা বদ্বীপ অঞ্চল। নদী স্রোত প্রখর না হলেও বর্ধিত স্রোতের কারণে নদীর এক পাড় ভাঙ্গে, অপর পাড় গড়ে। নদীর মাঝখানেও স্রোতের ঘূর্ণির ফলে চর জেগে উঠে।

বাড়িতে চুরি হলে বা ডাকাত পড়লে অনেক বস্তুই চুরি-ডাকাতি হয়ে যায়। চোর নিঃশব্দে চুরি করে। অতি মাত্রায় সতর্কতার প্রয়োজনীয়তায় চোরাই দ্রব্যের মূল্য বেশি হয় না। তাই বলা হয় চোরের বাড়িতে দালান হয় না। ডাকাত গৃহবাসীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে বেঁধে বা কক্ষে আটকিয়ে রেখে মূল্যবান জিনিসপত্র ডাকাতি করে।

ঘুষখোর তো ডাকাতের চেয়েও বড় অপরাধী। তার অপরাধের মাত্রা এতো বেশি যে, গৃহস্বামী স্বেচ্ছায় ঘুষ খোরের পকেট ভারি করতে বাধ্য হয়। ডাকাত এবং ঘুষখোরের সংগৃহীত অর্থে ধর্ম ইমারত তৈরি হয়। তাদের সন্ত

www.nagorikpathagar.org

ানেরা বিদেশে লেখা-পড়া করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঘুষখোর অথবা হারামখোরের সন্তান সুখী হয় কিনা, সেটা ভিন্ন এক প্রশ্ন। সকল শিশুই থাকে জন্মকালে নিষ্পাপ।

চোর ডাকাত যে পরিমাণ সম্পদ চুরি করে নেয়, বাড়িতে আগুন লাগলে আরো বেশি সম্পদ ক্ষতি হয়। চোর ডাকাত যতোটুকু বহন করতে পারে, ততোটুকু নিয়ে পালায়। কিন্তু অগ্নি যতোটুকু হজম করতে পারে, সবই গ্রাস করে। রেখে যায় অগ্নির বিষ্ঠা স্বরূপ কিছু ছাই ও ভস্ম। অগ্নির কারণে ভূমি নষ্ট হলেও একেবারে বিলোপ হয় না।

নদীর ভাঙ্গন অগ্নি থেকেও ভয়ংকর। নদী ভাঙ্গনীতে শুধু ঘর-বাড়ি নয়, ভিটে-মাটিটুকু পর্যন্ত চলে যায়। নদীর ক্ষুধা অপরিসীম। সবকিছু গ্রাস করেও তার তৃপ্তি হয় না।

বাংলাদেশ নদী ভাঙ্গনীতে যারা সর্বস্বান্ত হয়, তাদের সন্তান সাধারণত পথের ভিখারী হয় না। কৃষকের জমি নদী গ্রাস করলে সে অন্য জায়গায় গিয়ে কায়-ক্লেশে থেকে ঋণ নিয়ে, অর্থ সংগ্রহ করে জমি ক্রয় করে কৃষক হয়।

ব্যবসায়ীর বাড়ি নদী ভাঙ্গনীতে গেলে সে আরো জোরে সোরে ব্যবসা করে বড় ব্যবসায়ী হয়। চাকুরীজীবিদের জমি, ঘর-বাড়ি নদীর গ্রাসভুক্ত হলে, তারা জীবনযাত্রায় আরো সতর্ক হয়ে যায়। তাদের সন্তান অধিকতর দায়িত্বশীল ও অপেক্ষাকৃত কঠোর পরিশ্রমী হয়।

নদী ক্ষতিগ্রস্ত পিতা-মাতা অপেক্ষা তাদের সন্তানেরা অধিকতর বিত্তশালী হতে পারে। সন্তানেরা পিতা-মাতা অপেক্ষা সম্পদশালী না হলে, পৌত্র-পৌত্রি বা দৌহিত্র, দৌহিত্রীদের কেউ কেউ পূর্বপুরুষ অপেক্ষা অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

যাদের ঘর-বাড়ি নদী ভাঙ্গনে নষ্ট হয়, তারা সে দেশেই থাকে। কিন্তু যারা দেশ বিদেশে, সামাজিক নির্যাতন বা অন্য কারণে দেশান্তরী হন, তাদের আর্থিক অবস্থা কিরূপ হয় ? অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মুহাজির বা দেশান্তরীগণ তাদের নতুন দেশে অর্থনৈতিকভাবে অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত।

ভারত বিভাগের পরে যে সমস্ত মুসলিম পাকিস্তানে এসেছেন অথবা যেসব হিন্দু পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে পাড়ি দিয়েছে, তাদেরকে যদি নিজ দেশে ফিরে আসার অপশন দেওয়া হয়, তারা কি পিতৃপুরুষের দেশে ফিরে আসবেন? এরূপ কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না।

www.nagorikpathagar.org

একটি মুসলিম পরিবারের একাংশ আসাম বা পশ্চিমবঙ্গে রয়ে গেছে। আরেক অংশ তৎকালীন পূর্ববঙ্গে চলে এসেছে। ঐ সমস্ত বাঙ্গালী মুসিলম কি আসামে বা পশ্চিমবঙ্গের পিতৃভূমিতে ফিরে যেতে চাইবে ?

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিশেষ বিশেষ কারণে দেশ ত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। বাংলাদেশী কৃষকদেরকে ঊনিশ শত ষাট-এর দশকে সিন্ধু প্রদেশে নেয়া হয়েছিল। জমি দেয়া হয়েছিল। ঘর-বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। তবু তারা সিন্ধুর উত্তাপ ও অন্যান্য কারণে সে দেশে থাকতে চায়নি। সরকারী খরচেই তাদেরকে পূর্ব বাংলায় ফিরিয়ে আনা হয়।

বাংলাদেশ হওয়ার পর বহু বাঙ্গালী পাকিস্তানে বে-আইনীভাবে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বাওয়ানীদের জুটমিলগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। বাওয়ানীরা করাচিতে দু'টি নতুন জুট মিল স্থাপন করেছেন। কারণ পাকিস্তানে চট ও ঘানী বেগের চাহিদা ব্যাপক।

পাকিস্তানে পাট রপ্তানী বাংলাদেশ করতো না। বাওয়ানীগণ তৃতীয় দেশের মাধ্যমে পাট নিয়ে পাকিস্তানে তাদের মিলের চাহিদা মিটাতো। তৃতীয় দেশের মাধ্যমে কোনো জিনিস আমদানী-রপ্তানী করতে ব্যয় অনেক সময় বেশি পড়ে।

বাওয়ানী পরিবার যে শুধু এখান থেকে পাটই তৃতীয় দেশের মাধ্যমে নিতেন, তা নয়। বাংলাদেশের পাটকল শ্রমিকেরা করাচিতে পাটকলের চাকরির সম্ভাবনা জেনে চোরাই পথে করাচি গিয়ে হাজির হয়। বাওয়ানীদের দু'টি পাটকলই লাভে চলছে।

বাংলাদেশ হওয়ার পর যে সমস্ত বাঙ্গালী পাকিস্তানে গেছে, তারা হয়তো ভালো অবস্থায়ই আছে। সে জন্য দেশে ফিরে আসতে চায় না ।

বাংলাদেশের নাগরিকগণ যারা ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানে যাওয়ার সুযোগ পায়, তারা কি দেশে ফিরে আসতে আগ্রহী হবে ? ছেলে-মেয়ে নিয়ে যেতে পারলে তো অনেকেই এদেশমুখী হতে চাইবে না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর মক্কার মুসলিমগণ মদীনায় হিজরত করেন। তাঁরা অনেকটা রিক্ত হস্তেই মদীনায় গিয়েছিলেন। মক্কা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সময় থেকেই ছিলো তীর্থস্থান এবং বাণিজ্য কেন্দ্র।

মদীনাবাসীগণ ছিলেন কৃষিজীবি। তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিলো খেজুর। মক্কা থেকে যারা মদীনায় গিয়েছেন, তারা কেউই আর্থিক বা অর্থনৈতিকভাবে বিপন্ন হননি। অন্তত এরূপ খবর পাওয়া যায় না।

www.nagorikpathagar.org

এখনো যারা জন্মভূমি ত্যাগ করে অথবা ধর্মত্যাগ করে, তাদের অবস্থা একই পরিবার বা বংশের স্বধর্মীদের থেকে কোনো প্রকারে খারাপ নয়।

যেহেতু নওমুসলিমগণ বিরাট ত্যাগ করে ধর্মান্তরিত হন, তারা সাধারণত জন্মসূত্রে মুসলিম অপেক্ষা উন্নততর মানুষ হন। তাদের আওলাদও ভালো হওয়ার কথা।

এ দেশে (বাংলাদেশে) যারা বর্তমানে মুসলিম আছেন, তাদের পূর্ব পুরুষগণ সুদূর অতীতে কোনো এক সময় ভিন্নধর্মী ছিলেন। অনেকে মনে করে থাকেন যে, নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য সিডিউল কাস্ট হিন্দুরাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এ বক্তব্যের সবটুকু সত্য নয়।

উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাও ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ধর্ম ত্যাগ করার ফলে যে বর্ণের হিন্দুগণ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের বংশধরেরা কি খারাপ অবস্থায় আছেন? তারা কি সমাজে প্রতিষ্ঠিত নন? তাদের অনেকেই তো দেখা যায়– তারা বাংলাদেশের নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের থেকে ভালো আছেন।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বীনের দা'য়ী

(ইসলামের দিকে আহ্বানকারী)

দ্বীন ইসলামের দিকে আহ্বানকে আরবী ভাষায় বলা হয় "দাওয়াহ"। দা'য়ী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দিকে আহ্বানকারী বা দাওয়াতদানকারী। মুবাল্লিগ শব্দের অর্থ দ্বীনের কথা প্রচারকারী। যাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয় তাকে বলা হয় মাদ'উ (আহ্বানকৃত)। আরবী বর্ণমালার "আইন" অক্ষরটির উচ্চারণের অনুরূপ অক্ষর বাংলা ভাষায় না থাকার ফলে বাংলা ভাষায় আইন অক্ষরটির বাংলা প্রতি অক্ষর লেখা হয় উল্টানো কমা (') দিয়ে। এটা সন্তোষজনক নয়। আরবী দা'য়ী শব্দটি লিখতে হয় দায়ী বা দা'য়ী রূপ বানানে। যেভাবেই লেখা হোক না কেন– আরবী আইন অক্ষর যোগে গঠিত কোনো আরবী শব্দের বাংলা উচ্চারণ বা বানান সুখকর বা সন্তোষজনক নয়।

নিবেদিত প্রাণ দা'য়ী (দাওয়াতদানকারী) চিহ্নিত করণ

সকল মুসলিমের জীবনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক হওয়া ফরজ কিন্তু বহু ক্ষেত্রে এক নয়। যে কোনো মুসলিমের জীবনের স্বাভাবিক লক্ষ্য হতে পারে আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবনযাপন এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম এবং পরকালে নাজাত প্রাপ্তি। দ্বীনের দাওয়াহ অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করার জন্য অন্যকে আহ্বান এবং দ্বীন কায়েম এবং প্রচেষ্টা হলো পরকালে নাজাত প্রাপ্তির দু'টি সর্বোত্তম পথ।

মুসলিম জীবন দর্শনে দ্বীনের দাওয়াতই পরকালের নাজাতের সর্বোত্তম পদ্ধতি। আল্লাহর দ্বীনের তাবলীগ এবং দাওয়াহ-এর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা ১ লাখ ২৪ হাজার নবী প্রেরণ করেছেন এবং সকল মুসলিমের জন্য দাওয়াহ্-এর কাজকে ফরজ করেছেন। নবুওয়াতের প্রথম সাড়ে এগার বছর অর্থাৎ লাইলাতুল মেরাজ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বর্তমানের পদ্ধতিতে অথবা অনুরূপ নামায পড়েননি। শুধুমাত্র দাওয়াহ-এর কাজ করেছেন।

অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টানগণ তাদের পরকালে নাজাতের জন্য যতো বেশি কুরবানী করতে চান, বর্তমান দুনিয়ার মুসলিমগণ তাদের এক শতাংশ বিনিয়োগ করতে রাজী নন এবং প্রয়োজনেও নয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু, হিন্দু ঋষি ও খৃষ্টান পাদ্রীগণ তাদের নিজস্ব দ্বীন জীবন দর্শন কায়েমের জন্য সারাটি জীবন ও যৌবন কুরবানী করতে পারেন। অধিকাংশ মুসলিম তা করছেন না।

www.nagorikpathagar.org

দ্বীনের রাস্তায় কুরবানী মুসলিমদের জন্য সহজতর হওয়া উচিত। কারণ, আমরা 'আল্-হামদুলিল্লাহ্' হক বা খাঁটি পথ প্রাপ্ত।

মুসলিমদেরকে ঘর-সংসার ত্যাগ করে বৌদ্ধ ভিক্ষু, ঋষি বা পাদ্রী হতে হয় না। চির কৌমার্য্য অবলম্বন করতে হয় না। তবে আমরা বস্তুসামগ্রীর বন্দেগীর মধ্যে এমনভাবে ডুবে থাকি যে, ৬০-৭০ বছর জিন্দেগীতে চারটি মাসও আমরা দা'য়ী হিসেবে অনেকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করতে পারি না।

যারা দাওয়াহ-এর কাজকে জীবনের মূল লক্ষ্য হিসাবে অবলম্বন করতে চান, এবং কারা তাদের শুধু জীবন নয়, অর্থ, বিত্ত, সবকিছু দ্বীনের দাওয়াতের কাজে ব্যয় করতে চান, তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। দাওয়াহ্-এর কাজে তাকে উৎসাহিত করতে হবে।

চিকিৎসক দা'য়ী (দাওয়াতকারী)

প্রত্যেক মানুষের নিকট তার সবচেয়ে প্রিয়-বস্তু হলো তার খাদ্য ও স্বাস্থ্য। এর পর প্রিয় ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মানুষ চিকিৎসকের ওপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন কারণে দা'য়ী হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক পেশা চিকিৎসা এবং পেশাধারী হলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকগণ।

চিকিৎসকের কাছে রোগীগণকে সবসময় সহানুভূতি ও কৃপাপ্রার্থী হতে হয়। চিকিৎসকগণ মনদিয়ে রোগীর কথা না শুনলে বা গভীরভাবে চিন্তা না করলে সঠিক চিকিৎসা করতে পারবেন না। এতে রোগীর বড় একটা ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। অসুস্থ হলে মানুষের শুধু দেহই দুর্বল হয় না, মনও দুর্বল হয়। অসহায়ত্ববোধ প্রকট হয়। তখন মানুষ ডাক্তারের কৃপাপ্রার্থী হন।

চিকিৎসক যখন প্রাক্তন রোগীদের কাছে যান, রোগীগণ তার নিকট সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ও নিকটে এগিয়ে আসেন। চিকিৎসকের কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে চান।

যারা অসুস্থ হননি, তারাও চিকিৎসকের প্রতি উৎসাহী হন। কারণ, অসুস্থ হলে তাদেরকে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে আসতে হবে। চিকিৎসকের কথা যে কোনো ব্যক্তি যতো মনোযোগের সাথে শ্রবণ করেন এবং চিকিৎসকের করুণা প্রার্থী হন, অন্য কোনো পেশার লোকের নিকট ততোটুকু নন।

আমাদের সোনালী অতীতে ইসলাম প্রচারক দা'য়ীগণ হেকিমী চিকিৎসাকে তাদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করতেন। ফলে মানুষের বিপদের দিনে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারতেন। খৃস্টান মিশনারীগণের অনেকে চিকিৎসক তারা হাসপাতাল-ক্লিনিক পরিচালনায়ও দক্ষতার পরিচয় দেন।

www.nagorikpathagar.org

খৃস্টান মিশনারী

খৃস্টান মিশনারীগণ মিশনারী মেডিকেল কলেজ, মিশনারী বিশ্ববিদ্যালয়, মিশনারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষ রোগাক্রান্ত হয় এবং অসুস্থ হয়। তখন শুধু তাদের দেহ নয়, মনও দুর্বল এবং নরম হয়। এ সময় তারা আল্লাহ তা'য়ালার রাসূলের জীবন এবং আখিরাত ও মৃত্যুর কথা বেশি চিন্তা করেন। এই সুযোগ খৃস্টান মিশনারীগণ গ্রহণ করে থাকেন এবং তা দূষণীয় নয়।

যদি দা'য়ীগণ চিকিৎসা পেশার জ্ঞানসম্পন্ন হন, অথবা চিকিৎসকগণ দাওয়াতকে তাদের পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন, তারা তাদের কাজে অধিকতর সফল। সেজন্য মুসলিম দেশসমূহে দাওয়াহ মেডিকেল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় যতো বেশি সম্ভব স্থাপন করা যেতে পারে।

দাওয়াহ মেডিকেল কলেজের সিলেবাস এবং শিক্ষার মেয়াদ অন্যান্য পেশার শিক্ষার মেয়াদ অপেক্ষা দ্বিগুণ না হলেও দেড়গুণ বেশি হতে হবে। যে কোনো কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের শিক্ষার মেয়াদ হবে চার বছরের। দাওয়াহ মেডিকেল কলেজের শিক্ষার মেয়াদ হবে অন্ততঃ ছয় বছরের। তখন কোর্সের মধ্যে দাওয়াহ্ অন্তর্ভুক্ত হলে শিক্ষার মান নিম্নতর হবে না।

চাকুরীজীবিদের চাকুরী চলে গেলে জীবিকা হয়ে যায় একটি সমস্যা। চিকিৎসকের জন্য ততোটুকু নয়। অন্য পেশাজীবি চাকুরী অপেক্ষা চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ অধিকতর আত্মবিশ্বাসী এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ, তাদের জন্য তাদের পেশায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস অনুমোদিত।

চাকুরীজীবী দা'য়ী (দাওয়াতকারী)

চাকুরীজীবিদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিকভাবে আমলাতান্ত্রিক। তাদেরকে অন্যের চেহারার দিকে তাকিয়ে কাজ করতে হয় না। সরকারী কর্মকর্তাগণ সরকারী তথা জনগণের অর্থে অন্যের উপকার করেন এবং অনুগ্রহ বিতরণ করেন। অন্যরা অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্য তাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

এতো লোক আমলাদের কৃপাপ্রার্থী হন যে, তাদেরকে অনুগ্রহ প্রার্থীর দিকে তাকাতে হয় না। তাদের দৃষ্টি থাকে নীচের দিকে। অনেক ক্ষেত্রে নিজের পায়ের দিকে। তাদের অনেকে সকলের কথাও শুনেন না বা শুনতে চান না। শুনলে তাদের পক্ষে কাজ করাই সম্ভব নয়। কারণ সরকারী অর্থের তুলনায় তাদের অনুগ্রহ এবং কৃপাপ্রার্থীর সংখ্যা সীমাহীন না হলেও হাজার হাজার অথবা শত শত।

স্বনির্ভর এবং ব্যবসায়ী দা'য়ী (আহ্বানকারী)

দা'য়ীদের পক্ষে কাজ করা সহজ, যদি তারা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে স্বনির্ভর হতে পারেন। এ কাজ সহজ হয় ব্যবসায়ীদের পক্ষে এবং

www.nagorikpathagar.org

চিকিৎসকদের পক্ষেও। দা'য়ীগণ ব্যবসায়ী হলে বিশেষ সুবিধা দু'প্রকার। প্রথমতঃ তারা অর্থের জন্য অন্যের ওপর মুহতাজ বা নির্ভরশীল নন। পরিবার প্রতিপালনের জন্য পর্যাপ্ত (কাফী) অর্থ তারা স্বগৃহে রেখে যেতে পারেন।

দ্বীনের দা'য়ী (আহ্বানকারী) যদি ব্যবসায়ী হন, তার পক্ষে মানুষের মন বুঝা সহজ। কারণ প্রতিদিন তাকে একজন দু'জন নয়, শত শত না হলেও অন্তত ডজন ডজন গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে হয়। তাই তাকে সবসময়ে চোখ কান খোলা রাখতে হয়। গ্রাহকের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হয়। গ্রাহকের প্রতিটি কথা শুনতে হয়। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে গ্রাহকের হৃদয়ের আয়নায় ধাক্কা মারতে হয়। ব্যবসায়ীগণ জীবনের বহু ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিত্ব।

দা'য়ীদের গ্রহণযোগ্যতা

কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে হলে শ্রোতা সম্বন্ধে অবহিত এবং শ্রোতার নিকট বক্তার বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা কতোটুকু, তা বুঝতে হবে। যা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, তেমন বাক্য পরিহার করতে হবে। দাওয়াতের জন্য গেলেও প্রথম সাক্ষাতের দিনেই ইসলাম কবুল করার কথা বলা যাবে না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

দ্বিতীয়বার সাক্ষাত করতে গেলে তিনি হয়তো পূর্ববর্তী বিরক্তির কারণে দেখা করতে অথবা আলাপ-আলোচনা করে কালক্ষেপন করতে চাইবেন না। অপরিচিত হলে ঐ ব্যক্তি অপমানিতবোধ করতে পারেন, যদি তিনি তার ধর্মকে ভালবাসেন।

সাধারণ বিষয়ে তীব্র মতপার্থক্যের কারণে আমরা বলে থাকি এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার শেষ কথা। পারস্পরিক স্বার্থের কারণে পরবর্তী সময়ে দেখা হলেও বিব্রতকর বিষয় উত্থাপন করা সঙ্গত নয়।

দাওয়াতের উদ্দেশ্যে গমনের কথাটি প্রথমে নিজের মনের মধ্যে গোপন করে রাখতে হবে। সময়-সুযোগ হলে বলতে হবে। পূর্ব দাওয়াতের নিয়্যতে কারো নিকট গমন করলে পরবর্তী ভিজিটের সময় এমন কথাদিয়ে শুরু করতে হবে, যা তিনি শুনতে উৎসাহী হবেন।

দাওয়াতের কাজে হতাশা নেই

দাওয়াতের কাজে প্রত্যাখ্যাত হলেও দুঃখ করতে নেই। দাওয়াতের কাজের ফলে দাওয়াতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যাকে প্রত্যক্ষভাবে দাওয়াত দেয়া হল তিনি দাওয়াত কবুল না করলেও এর প্রভাব অন্য হৃদয়ে অনুভূত হবে। তাই দাওয়াতের কাজে কখনো হতাশ হওয়া যাবে না।

নবী-রাসূলগণ দিনের পর দিন নয়, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অমুসলিমদের পেছনে ঘুরেছেন। হৃদয় ঘোরবার মালিক আল্লাহ তা'য়ালা। আল্লাহর নবীগণ কখনো এ কারণে দাওয়াতের কাজ বন্ধ করেননি যে কেউ দাওয়াত কবুল করছে না।

www.nagorikpathagar.org

দা'য়ীদের (প্রচারকদের) বৈশিষ্ট্য

এই দুনিয়ায় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী পেশাগত প্রশিক্ষণ না হলে চাকুরী পাওয়া যায় না। দাওয়াতী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছাড়াও দাওয়াতের কাজে সফলতা অর্জন এবং আখিরাতে নাজাত পাওয়া যাবে না।

দা'য়ীদের আখলাক (স্বভাব-চরিত্র)

অমুসলিমগণ কুরআন-হাদীস-এর অনুবাদ পড়ে ইসলাম সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারেন। কিন্তু মুসলিমদের প্রাত্যহিক জীবনে এর প্রতিফলন কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় না। তাতে নওমুসলিমগণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েন। জন্মসূত্রে মুসলিমদের জীবনে ঈমান, শিরক, নিফাক ও কুফরের এমন সংমিশ্রণ হয়ে গেছে যে, কুরআন হাদীসের শিক্ষা ও বাণীর সাথে মুসলিমদের জীবনের সাদৃশ্য কম পাওয়া যায়।

এলাকা এবং পরিবেশ জ্ঞান

কোনো এলাকায় ইসলামের দাওয়াতের জন্য গেলে সে এলাকার মানবিক পরিবেশ সম্পর্কে কিছুটা পরিচিতি এবং অবহিত থাকতে হবে। তাবলীগ জামায়াত কোনো জায়গায় যেতে হলে একজন স্থানীয় রাহবার (পথ প্রদর্শক) সঙ্গে নেন। মানুষ চিনে এবং বুঝে তাদের গ্রহণযোগ্যতা অনুসারে কথা বলতে হবে। তবে এমন নয় যে, অমুসলিম এলাকায় গিয়ে ভিন্ন ধর্মীয় এলাকার অথবা অন্যের ধর্মের গুণগান করতে হবে।

ইকরাম

অমুসলিমদের নিকট দাওয়াতের কাজে যেতে হলে তাদেরকে ইকরাম (সম্মান) করতে হবে। তাদের ধর্ম সম্বন্ধে জানতে হবে। ভিন্ন ধর্মের সমালোচনা করা অথবা ধর্মানুসারীকে ঠাট্টা করা বা শুরুতেই অন্যের ধর্ম ভুল বলা ঠিক হবে না, যদিও তা ভুল। কারণ অন্যধর্ম ভুল বললে হয়ত ইসলামের সঠিক কথা অন্য ধর্মাবলম্বীকে শোনানো যাবে না। সেজন্য ভিন্নধর্মীর কাছ থেকে তার ধর্মের কথা শোনার ইচ্ছা এবং ধৈর্য থাকতে হবে এবং এ বিষয়ে আন্তরিক হতে হবে। অযথা প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীর পছন্দ নয়, এমন কথা তার ধর্ম সম্পর্কে বললে ঐ ধর্মানুসারীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়।

www.nagorikpathagar.org

অন্যের ভুল সম্বন্ধে জানা ভালো, যদি ভুল সম্বন্ধে সত্য সন্ধানীর ভুল ধারণা এবং অহেতুক সন্দেহ থাকে। যাদের নিজের ধর্ম ইসলাম সম্বন্ধে ইয়াক্বীন (দৃঢ় বিশ্বাস) চূড়ান্ত, তারা ইসলাম বিরোধী কথা শুনলেও তাদের ক্ষতি হয় না। এতে তাদের ঈমান দুর্বল হবে না । বরং মাদ'উ বা আহ্বানকৃত-এর মন সহানুভূতিশীল হতে পারে।

সময়-সুযোগ বুঝে ইকরামের সঙ্গে শ্রোতার ধারণা যে ভুল, তা বুঝিয়ে দিতে হবে। দাওয়াত ক্রমান্বয়ে পেশ করতে হবে। এমন পরিবেশ করতে হবে, যাতে শ্রোতার মন দা'য়ী (আহ্বানকারী)-এর অনুকূল হয় এবং মাদ'য়ী (আহ্বানকৃত ব্যক্তি) দা'য়ীর বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে চান।

অমুসলিমদের প্রতি সালাম

এক মুসলিমের সাথে আরেক মুসলিমের সাক্ষাত হলে তাকে মুসলিমদের মত নির্ধারিত সালাম জানাতে হয়। অমুসলিমের সাথে সাক্ষাত হলে তাকে আরবগণ বলতেন, "আস্ সালামু আলা মানেত্তাবা আল হুদা" অর্থাৎ যে সত্য গ্রহণ করে তার প্রতি সালাম।

অমুসলিমের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে হবে যে, আমরা তো অধিকাংশ মানুষই ভুলের মধ্যে আছি। প্রতি মাসে বা সপ্তাহে কতো যে ভুল করি, তার ইয়ত্তা নেই, সীমা নেই। নিজের ভুল কোনো মানুষই নিজে দেখে না। দেখলে ভুল করতো না। একজনের সঙ্গে আরেক জনের আলোচনাার মাধ্যমে ভুল দূর হয়। আমার ভুল হলে আপনি আমাকে সংশোধন করে দেবেন। আমার পক্ষে সম্ভব হলে এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি, যদি আপনি অনুমতি দেন। এরূপ ভাষায় 'মাদ'উ' বা আহ্বানকৃতকে দাওয়াত দিতে হবে।

মাদ'উ (আহ্বানকৃত) এর সঙ্গে কথা বলার ধরন

যার নিকট দ্বীনের দাওয়াত দেয়া হয় আরবী ভাষায় তাকে বলা হয় 'মাদ'উ'। যিনি অমুসলিমকে দ্বীনের পথে আহ্বান করেন তাকে বলা হয় দা'য়ী বা আহ্বানকারী। অমুসলিমের সঙ্গে দাওয়াহ বা ইসলাম গ্রহণের আহ্বানের পক্ষে কথা বলার সময়ে প্রথমেই ইসলামের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব এবং যথার্থতা সম্পর্কে বলা ঠিক হবে না।

মুসলিমদের কাছে গিয়ে তাবলীগের কথা বলতে হলে শুনতে না চাইলেও হেকমতের সঙ্গে কিছু কথা বলা যায়। কোনো মুসলিম তাবলীগ বিরোধী হলে জোরজবরদস্তি করে হলেও তাকে ক্ষেত্র বিশেষে, চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া ভাল হবে মনে করলে, ছহীহ নিয়্যতে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা শুনানো যায়। কিছু দাগ

www.nagorikpathagar.org

তার মনেও কাটতে পারে। কিন্তু অমুসলিমের কাছে দাওয়াত নিয়ে যেতে হলে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে না বুঝিয়ে কিছু বলা যথাযথ হবে না।

দাওয়াত কালে আল্লাহর সন্তুষ্টি

দাওয়াতকারীর এই দৃঢ়প্রত্যয় থাকতে হবে যে, তিনি দাওয়াত দিচ্ছেন তার মা'বুদের সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য। যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেন, তার মনে কাজের সত্যতা সম্বন্ধে দ্বিধা ও ভয় থাকার কথা নয়।

দাওয়াতকারীগণ হেকমতের সাথে দাওয়াত দিবেন। দাওয়াত দিলে মাদ'উ অর্থাৎ দাওয়াত শ্রবণকারী আবার কি মনে করেন, এরূপ অনুভূতি দাওয়াতকারীর মনে থাকার কথা নয়।

বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ

যার কাছে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যাওয়া হবে তাকে ছোট নয়, হীন নয়, বরং তিনি যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি, এমন অনুভূতি তাকে দিতে হবে। তবে ইসলাম ধর্মের দাওয়াত নিয়ে গিয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বলা যাবে না যে, তার ধর্মই উত্তম এবং হিন্দু ধর্ম অশুদ্ধ। তবে কথা বলার সময় শ্রোতাকে সম্মান দিয়ে তার কল্যাণকামী এবং বন্ধু হিসাবে কথা বলতে হবে এবং তার সাথে কথা বলার উদ্দেশ্য যে তাকে সাহায্য করা, এ অনুভূতি দিতে হবে।

অমুসলিমদের সঙ্গে বন্ধুত্ব

দাওয়াহ্‌র খাতিরে অমুসলিমদের সাথে পরিচয় প্রয়োজন। আল্লাহর বান্দা হিসাবে তাদেরকে ভাল বাসতে হবে। তবে মূল উদ্দেশ্য থাকবে তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় আনয়ন এবং তাদের মধ্যে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (সাঃ) -এর মাধ্যমে প্রাপ্তবাণীর দাওয়াত প্রচার করা।

ইসলামের প্রতি আহ্বানকৃতের কল্যাণকামী অবশ্যই ইসলাম প্রচারকারী দা'য়ীকে হতে হবে। অমুসলিমের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ-খবর নিতে হবে। তাকে আপ্যায়ন করাতে হবে। তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে, বিশ্বাস করাতে হবে যে, আহ্বানকারী আহ্বানকৃত অমুসলিমের শুভাকাঙ্খী, কল্যাণকামী। এরপর দাওয়াত দিতে হবে।

নওমুসলিমদের আখলাক ও কুরবানী

নওমুসলিমগণ জন্মসূত্রে মুসলিম অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই দ্বীন সম্বন্ধে অধিকতর নিবেদিতপ্রাণ ও মুত্তাকী হয়ে থাকেন। তারা তাদের জন্মগত আদর্শ, আত্মীয়-স্বজন, আপনজন, সহায়-সম্পদ ত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছেন। জন্মগত মুসলিমগণ পৈত্রিক সূত্রে বহু ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদ পেয়ে থাকেন।

www.nagorikpathagar.org

যদি নওমুসলিমদের সমগ্র পরিবার এক সঙ্গে মুসলিম না হন, পরিবারের দু'একজন মুসলিম হলে তাদের সমস্যা হয় গভীরতর। তারা আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-মমতা থেকে শুধু যে বঞ্চিত হন তা নয়, ঘৃণা, বিদ্বেষ তাদের ভাগ্যে জুটে। তদুপরি অহেতুক শত্রুতারও মোকাবিলা করতে হয়। নওমুসলিমদের ধন-সম্পদ তাদের নিকট আত্মীয়গণ রেখে দেন। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে নিঃস্ব হয়ে নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে হয়।

জন্মসূত্রে মুসলিমগণ উত্তরাধিকার সূত্রে বহুক্ষেত্রে দ্বীন বিচ্যুতি ও নোংরামি পেয়ে থাকেন। আত্মীয়-স্বজন, পরিবার এবং সামাজে যে সমস্ত বিদয়াত, শিরক, কুফর, নিফাক ইত্যাদি প্রচলিত থাকে, তা জন্মসূত্রে মুসলিমদেরকে অজ্ঞাতেই চেপে ধরে। শিরক, কুফর, বিদায়াতে একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে তা থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন।

নওমুসলিমগণ নতুন ধর্ম গ্রহণ করার পরই ধর্মের জন্য যতোটুকু ত্যাগ ও কুরবানী করতে পারেন, জন্মসূত্রে মুসলিমদের পক্ষে ততোটুকু করা কঠিন হয়ে পড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রেই দেখা যায় পুত্র অপেক্ষা ভ্রাতুষ্পুত্র ধর্মানুসারীদের অধিকতর ঘনিষ্ঠ এবং অনুসারী হয়ে থাকে। সন্তান পিতা থেকে পেতে অভ্যস্থ হয়ে যায়। তার পক্ষে পিতার জন্য বড় ত্যাগ করা কঠিন হয়। নওমুসলিমদের কুরবানী বহু ক্ষেত্রেই জন্মসূত্রে মুসলিমদের থেকে অনেক বেশি।

www.nagorikpathagar.org

দা'য়ীদের আমল

আসহাবুস সুফ্ফা

আসহাবুস-সুফ্ফার প্রধান কাজই ছিল আল্লাহ তা'য়ালার বান্দাদের নিকট আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীনের তাবলীগ অর্থাৎ আল্লাহ্র বাণী পৌঁছানো এবং দাওয়াহ অর্থাৎ আল্লাহ্র বাণী গ্রহণের আহ্বান। আসহাবুস সুফ্ফার বা মসজিদের বারান্দার অধিবাসীগণ মাসের পর মাস, বছরের পর বছর মদিনার মসজিদে সুফ্ফায় বা বারান্দায় থাকতেন। দ্বীনের প্রচারে সার্বক্ষণিক ভূমিকা ছিল তাদের। তাবলীগ এবং দাওয়াহ হলো-আসহাবুস-সুফ্ফার কাজেরই আধুনিক ও ক্ষুদ্র সংস্করণ। তাবলীগকারী মুবাল্লিগেরা বছরের পর বছর মসজিদে থেকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারেন না। অন্তত কিছু সময় আল্লাহ্র রাস্তায় কুরবানী করেন।

জ্ঞানের সমুদ্র ও দা'য়ীদের মেঘ

মুবাল্লিগ ও দা'য়ীগণ শুধু বাহ্রুল উলুম বা জ্ঞানের সমুদ্র নন। তারা আকাশে ভাসমান মেঘের মত। মেঘে সমুদ্রের মতো ততো বেশি পানি থাকে না। সমুদ্র অচলমান। গিরিশৃঙ্গ নিজ স্থানেই বিদ্যমান। মেঘ আকাশে ভেসে বেড়ায়। মেঘ বিভিন্ন স্থানে কম-বেশি বারি বর্ষণ করে। যারা চায়না তাদেরও ভিজিয়ে দেয়। মেঘের বৃষ্টিতে জমি সিক্ত হয়, উর্বরতা বাড়ে। তরিতরকারী, ফল-ফলাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। আগাছা এবং জঙ্গলও জন্মে।

পুকুর, হ্রদ ও সমুদ্রে বহু পানি জমে থাকে। এ পানি জমিতে বহন করে নেয়া না হলে শস্য উৎপাদনে তেমন কোনো কাজে লাগে না। কিন্তু বৃষ্টির পানি, খাদ্যদ্রব্য, ফল-ফলাদি উৎপাদনে সহায়ক হয়। পরিবেশ ঠান্ডা হয়।

একজন তাবলীগকারী মেঘের মতো বাড়িতে বাড়িতে গমন করেন। অনাহুতভাবে দরজায় ধাক্কা লাগান। এমন লোকের দরজায় যান, যারা তাদেরকে গালাগালি পর্যন্ত করেন এবং তাড়িয়ে দেন।

গতিশীলতা

তাবলীগকারী এবং দা'য়ীদের প্রকৃতি হলো গতিশীলতা। তারা আল্লাহ্র বাণী নিয়ে মানুষের কাছে যান। কেহ পছন্দ করেন, কেহ ঘৃণা করেন, কেহ ঘরে ঢুকতে দেন, কেহ মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু মুবাল্লিগের কাজ থেমে থাকে না। গতি স্তব্ধ হয় না।

www.nagorikpathagar.org

জ্ঞানের হ্রদ এবং ভিস্তিওয়ালা

একজন প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী ব্যক্তিকে পুকুর বা হ্রদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। পিপাসার্ত ব্যক্তি হ্রদ, পুকুর বা কূপের নিকটে আসেন, পানি তুলে নেন। তার প্রয়োজন মিটান। পিপাসা নিবারণ করেন। মুবাল্লিগ এবং দা'য়ী হ্রদ বা পুকুর অথবা কূপের মতো নন। তারা হলেন ক্ষুদে ভিস্তিওয়ালা, পানি ওয়ালা। তারা দ্বীপের পানি বিতরণের জন্য বাড়ি বাড়ি যান। তাদের কাছে মহাজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবি বাহারুল উলুম আলেমের মতো এক হ্রদ বা এক পুকুর ইলম নেই। তাদের কাছে থাকে কলসী, মশক বা জগ ভর্তি পানি। এটি বহন করে তারা মানুষের কাছে যান। যে ইচ্ছা করে সে পুরা কলসির পানি অথবা কয়েক গ্লাস নিয়ে পান করতে থাকেন।

যার পিপাসা আছে বা অনেক পানির প্রয়োজন আছে, সে পানির জন্য টিউবওয়েল, ট্যাংক, নদী বা হ্রদের কাছে যায়। পানি সংগ্রহ করে। তাবলীগ এবং দা'য়ীগণ তাদের অল্পজ্ঞানের কলসি দিয়ে যাদের পানি প্রয়োজন, তাদের কাছে গমন করেন। যারা পানি চান না তাদের কাছেও যান।

আল্লাহ্ওয়ালা ও দুধওয়ালা

দুধওয়ালা কাকে বলে? এক ব্যক্তির চারটি দুধওয়ালা গাভী আছে। তার প্রত্যেকটি গাভী পাঁচ-ছয় কেজি করে দুধ দেয়। কিন্তু, তিনি দুধ বিক্রয় করেন না। বৃহৎ সংসারে সকলেই প্রয়োজনমত দুধ পান করেন। অতিরিক্ত দুধ গৃহস্থ তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিতরণ করেন। এরূপ ব্যক্তিকে কি দুধওয়ালা বলা হবে?

অন্য এক ব্যক্তির কথা ভাবুন। তার একটিও গাভী নেই। তিনি গৃহস্থের কাছ থেকে তাদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে দুধ ক্রয় করে আনেন এবং দুধ বিক্রেতা হিসেবে অন্যের বাড়িতে দুধ ফেরী করেন, বিক্রয় করেন। নিজের কোনো গাভী না থাকা সত্বেও এরূপ ব্যক্তিকে বলা হবে দুধওয়ালা। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সবসময় আল্লাহ্র ধ্যান করেন, তাকে আল্লাহওয়ালা নাও বলা হতে পারে। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কথা মানুষের কাছে বলার জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান, তাকে বলা হবে আল্লাওয়ালা।

দাওয়াহকারীদের দায়িত্ব

মহানবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর অনুসারীদের দায়িত্ব এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের দায়িত্বের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য নেই? পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের দায়িত্ব ছিল নবীর কথা অনুসারে আল্লাহর ইবাদত করা। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারীদের ইবাদতের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে যুক্ত হয়েছে আর একটি নতুন মাত্রা। তাদের জন্য অন্যান্য নবীদের অনুসারীদের ন্যায় চিরাচরিত ইবাদত, আমল, আখলাক পর্যাপ্ত নয়। যেহেতু নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই নবীগণ যে কাজ করতেন, সে কাজের দায়িত্ব শেষ নবীর অনুসারীদের ওপর বর্তিয়েছে।

সকল নবীর একটি বুনিয়াদি ও মৌলিক দায়িত্ব হলো–আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া এবং তাদেরকে দ্বীনের দিকে আহ্বান করা। এ কাজের দায়িত্ব এখন পড়েছে শেষ নবীর অনুসারীদের ওপর। কিন্তু দুঃখের বিষয় হযরত ঈসা মাসিহ (আঃ)-এর অনুসারীরা গ্রহণ করেছেন তাদের দ্বীনের তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র দায়িত্ব। সারা দুনিয়ায় মিশনারীরা ছড়িয়ে পড়েছে। তারা মানুষকে তাদের ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছেন। কিন্তু, শেষ নবীর অনুসারীরা এ ব্যাপারে উদাসীন।

ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীরা ধর্ম প্রচারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সমাজকল্যাণমূলক কাজের সংযোগ ঘটিয়ে আল্-কুরআনে উল্লিখিত 'মোয়াল্লাফাতুল কুলব' বা হৃদয়কে দ্বীনের দিকে আকর্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। যারা এদেশে সুফি দরবেশের ন্যায় জীবনব্যাপী ইসলাম প্রচারের কাজে এবং ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াতের কাজে কাটিয়ে গেছেন, আমরা কি তাদের মতো হতে পারি না ? বরং, যারা চল্লিশ দিন অথবা চার মাস আল্লাহ্‌র রাস্তায় অতিবাহিত করেন তাদের সমালোচনা করে আমরা শেষ নবীর অনুসারীরা নিজেদের দায়িত্ব শেষ করি।

আলিম ও কামিল ব্যক্তিদের তাবলীগ

দুনিয়ার জিন্দেগীতে কেউ অতি উচ্চ পদে আসীন হতে পারেন। তিনি ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও বহু বিত্তের মালিক হতে পারেন। সরকারী চাকুরী করে তিনি বড় আমলা হতে পারেন। সেনা বাহিনীতে প্রবেশ করে সেনাপতি হতে পারেন। রাজনীতি করে মন্ত্রী হতে পারেন। কিছু কিছু যোগ্যতা ও ক্ষমতা তিনি নিজ প্রচেষ্টা ও সাধনাবলে অর্জন করেন। কখনো কখনো বিশেষ পদে নিয়োগ পেলে আইন এর আওতায় ক্ষমতা তার ওপর অর্পিত হয়।

সরকার যে বিধি-নির্দেশ জারী করেন, সরকারী কর্মকর্তাদেরকে এমন কি জনগণকেও ঐ সমস্ত নির্দেশ পালন করতে হয়। কেউ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বা সেনাপতি নিযুক্ত হলে সকল সৈন্য বা অধিনস্ত কর্মকর্তাদেরকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বা সেনাপতির নির্দেশ পালন করতে হয়। সেনাপতির হুকুম অবজ্ঞা করলে বা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করলে সামরিক আদালতে তার বিচার হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা বা কোর্টের হাকীম বিধিমত নাগরিকদেরকে তার অফিসে বা এজলাসে হাজির হতে বা প্রতিনিধি পাঠাতে নির্দেশ দিতে পারেন। এ নির্দেশ পালন না করা হলে নির্দেশিত ব্যক্তির সামাজিক পদমর্যাদাগত বা আর্থিক ক্ষতিও হতে পারে।

সরকারী অফিসের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ নিম্ন পদের কর্মকর্তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেন। কী কাজ করতে হবে, কোথায় যেতে হবে, কখন অফিসে আসতে হবে, ছুটির দিনে কোনো দায়িত্ব পালন করবেন কি-না, এসব নির্দেশ দানের অধিকার উর্ধতন কর্মকর্তাদের আছে।

সামরিক কর্মকর্তা, উজির, নাজির বা নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের ন্যায় কোনো একজন মুবাল্লিগ বা দা'য়ী-এর অপর কাউকে নির্দেশ পালনে আইনগতভাবে বাধ্য করার কোনো ক্ষমতা ধর্মনিরপেক্ষ দেশের আইনে নেই। তারা তাদের নির্দেশ পালনে কাউকে বাধ্য করতে পারেন না। আইনের প্রতিফলিত গৌরবে তারা গৌরবান্বিত হন না।

তাবলীগকারী এবং দা'য়ী এর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা থাকতে হবে। এ ক্ষমতা আসে ইবাদত, আমল, ইখলাস এবং তাকওয়া হতে।

আল্লাহ র বাণী বহন করা এবং পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব সকলের ওপর। কিন্তু যিনি উচ্চস্তরের জ্ঞান, চারিত্রিক এবং মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন, তাদের দ্বীনের বাস্তব আহ্বানের আবেদন গভীরতর। মানুষ তার চেয়ে বেশি গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের নির্দেশ পালন করতে চায়।

শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের দায়িত্ব

অশিক্ষিত অপেক্ষা দ্বীনের কাজে শিক্ষিতদের দায়িত্ব বেশি। শিক্ষার্থীদের অনেকেই বার বার ভুল করেন। তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। তারা ভুল সংশোধন করে নেন। সরকারী বেসরকারী চাকুরীতে অভিজ্ঞ ও সিনিয়র কর্মকর্তারা তাদের ছোট খাট ভুলের জন্য চাকুরীচ্যুত হন। নিম্নপদস্থদেরকে ক্ষমা করা হয় বেশি। দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কম শিক্ষিত অপেক্ষা আলেমদের দায়িত্ব অনেক বেশি।

প্রতিক্রিয়া বা ফলাফলের দায়িত্ব

যাদের কাছে দা'য়ী, মুবাল্লিগ বা তাবলীগকারী বা দ্বীনের দাওয়াতকারীগণ যান, তারা যদি মুবাল্লিগদের দাওয়াতে (আহ্বানে) সাড়া না দেন অথবা মারমুখী হয়ে আসেন, তাবলীগকারীদের হতাশায় ভুগতে হবে না। যাদের কাজের কোনো ইতিবাচক ফলাফল দেখা না গেছে, তারা কি তাবলীগ এবং দাওয়াহ্ এর কাজ ছেড়ে দেবেন ? না, তা কখনো নয়।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্‌র নবীদের অনেকেই তিন দিন বা তিন মাস নয়, বছরের পর বছর দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। অনুসরন করার মত লোক পাওয়া যায়নি বলে একদিনও তারা দায়িত্ব পালনে ঘরমুখ হননি। আমাদের নবী (সাঃ) তের বছর পর্যন্ত মক্কায় দ্বীনের প্রচার করে গেছেন। খুব কম লোকেই তার আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন।

তাবলীগ এবং দাওয়াহ্‌ এর কাজের ফলাফলের দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালার ওপর। পরম করুণাময় আল্লাহ মানুষকে তাবলীগের কাজ করে যেতে বলেছেন। ফলাফল দেখে কাজ সীমিত বা প্রসারিত করা মুবাল্লিগের দায়িত্ব নয়। ফলাফলের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর। মুবাল্লিগকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে দায়িত্ব পালনের এবং ফলাফলের জন্য পেরেশান না হওয়ার জন্য। যে ফলাফল এ দুনিয়াতে দেখা যায় না, তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে মৃত্যুর পর আখিরাতে।

অক্লান্ত এবং নির্লজ্জভাবে দাওয়াহ্‌ এর আমল

যদি কোনো পুত্র নামায না পড়ে, পিতার দায়িত্ব হলো তাকে নামায পড়তে বলা। যদি বিশ বছর পর্যন্তও পুত্রকে পিতার নির্দেশ পালন করতে দেখা না যায়, তবুও তাকে বিরত হতে হবে না। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ছেলেকে নামাজের জন্য বলতে হবে। সে শুনুক বা না শুনুক। পুত্র পিতার নির্দেশ পালন করে না বলে পিতা আল্লাহর নির্দেশ পালন থেকে অব্যাহতি পান না।

নামায না পড়ার জন্য হানাফী মাজাহাবে পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করা যায় না। শাফেয়ী মাজহাবে নামায ত্যাগী ফাসেকের শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড। যে সন্তান পিতার জীবদ্দশায় তার নির্দেশ পালন করেনি, হতে পারে পিতার মৃত্যুর পর তার মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে। আকস্মাৎ হতে পারে এ পরিবর্তন। স্নেহময় পিতার মৃত্যু শোক সন্তানের জীবনধারা আমুল পরিবর্তন করে দিতে পারে।

মুবাল্লিগ বা তাবলীগের আহ্বানকারীর দায়িত্ব হলো দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যাওয়া। ফলাফল বা প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করে থেমে যাওয়া নয়। বরং আরো বেশি অগ্রসর হওয়া। সত্যিকার মুবাল্লিগ এবং দা'য়ী মুসলিম হলেন একজন সাহসী, সংগ্রামী, নির্ভীক সৈনিক। আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিবেদিত প্রাণ মুজাহিদ। তার থাকবে না কোনো শ্রান্তি ও ক্লান্তি। নিজের কাজ করে যাওয়া এবং এগিয়ে যাওয়াই হলো তার দায়িত্ব।

www.nagorikpathagar.org

একজন দা'য়ী বা মুবাল্লিগের কাজ হলো দিনের বেলা আল্লাহ্‌র বান্দাকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকা। রাত্রের বেলা সালাত ও মুনাজাতে আল্লাহকে বান্দার দিকে ডাকা।

মুবাল্লিগ এবং দা'য়ী, তাবলীগকারী এর দ্বীনের রাস্তায় আহ্বানকারী মানুষের কাছে কী চায় ? তারা বিত্তশালী ধনীর টাকার নোট চায় না, বিত্তহীনের ভোটও চায় না। তারা আল্লাহ্‌র দ্বীনের ক্যানভাসার। বান্দাকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকাই তাদের কাজ।

একজন নিবেদিত প্রাণ এবং সফল মুবাল্লিগ বা দা'য়ী সবচেয়ে বড় খেদমতকারী। তিনি সূর্যের মতো সকলের জন্যই আলো বিকিরণ করেন। একজন মুবাল্লিগ এবং দা'য়ীকে হতে হবে ধরিত্রীর মতো ধৈর্যশীল ও সহনশীল। পর্বতের মত দৃঢ়, অনড়, অটল। তার কাছে অনুসারীদের প্রত্যাশা হবে আকাশসম উচ্চ। তাকে হতে হবে সাগরের মতো উদার ও বিশাল।

www.nagorikpathagar.org

দা'য়ী এবং মুবাল্লিগের মর্যাদা

কী ধরণের কাজের ওপর মানুষের মর্যাদা, সম্মান ও গুরুত্ব নির্ভর করে ? কোনো কোনো সমাজে মেথর, সুইপার, ঝাড়ুদারের চাকুরী ও কাজকে অবজ্ঞা করা হয়। তাদের সামাজিক অবস্থান সর্বনিম্নে। যে ধরনের কাজকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা যায়, ঐ ধরনের কাজ যারা করেন, তাদের পদমর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান হয় অতি উচ্চে।

আল্লাহর নিকট কী ধরনের কাজ সবচেয়ে বেশি প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ? কাদের আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসূল (সাঃ) আল্লাহর মনোনীত, সম্মানিত এবং সবচেয়ে প্রিয়ভাজন ব্যক্তি।

নবী-রাসূলদের কাজ কী? নবী-রাসূলদের কাজ হলো আল্লাহর দ্বীন প্রচার করা, তাবলীগ করা, আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেয়া। যিনি তাবলীগ করেন, আরবী ভাষায় তাকে বলা হয় মুবাল্লিগ। দাওয়াহ্ অর্থাৎ দাওয়াতের কাজ যারা করেন তাদেরকে বলা হয় দা'য়ী।

দাওয়াত শব্দের অর্থ আহ্বান করা, ডাকা। নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন কোনো নবী আসবেন না। এখন যারা নবীদের প্রতিনিধি হিসেবে নবীওয়ালা কাজ করবেন, তাদের মর্যাদা হবে সর্বোচ্চ। নবী যে কাজ করতেন, এখন সে ধরণের কাজ যারা করবেন তাঁরা হবেন আল্লাহ্র প্রিয়তম ব্যক্তিবৃন্দ। আখিরাতে তারা হবেন সফলকাম।

তাবলীগ (ধর্ম প্রচার) এবং দাওয়াহ (আহবান)

ধর্মের দিকে আহ্বান ছিল নবীদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইন্তিকালের সঙ্গে সঙ্গে নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ধর্মপ্রচার ও ধর্মের দিকে আহ্বানের কাজ বন্ধ হয়ে যায়নি। নবীদের কাজকে যারা নিজের কাজ হিসেবে কাঁধে তুলে নেবেন, নবীগণ যে ধরনের বাধা-বিপত্তি, অবমাননা, অপমান সহ্য করেছিলেন, সন্তুষ্টচিত্তে এবং ধৈর্যের সঙ্গে যারা তা সহ্য করবেন এবং পরিণতি মেনে নিবেন, তাদের পদমর্যাদা হবে নবীদের স্থলাভিষিক্তদের ন্যায়। তাদের অবস্থান হবে নবীদের পরেই।

www.nagorikpathagar.org

দা'য়ী (আহ্বানকারী)-এর পদমর্যাদা

ভূম্যাধিকারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ছিলেন মধ্যযুগে সমাজের অধিপতি। কৃষিযুগের পর গুরুত্ব লাভ করে বাণিজ্যযুগ। এ যুগে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে যেসকল ব্যক্তি এগিয়ে আছেন, তারা সমাজের কর্তৃত্বশালী হয়ে উঠেন। শিল্প ও প্রযুক্তির যুগে সামাজিক মর্যাদার উচ্চ স্থানে আছেন শিল্পপতি ও প্রযুক্তিবিদগণ। সেনাপতি, আমলা, প্রশাসক, উজির, নাজির, মন্ত্রী রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার ও পদমর্যাদার ভিত্তি ভিন্নরূপ।

তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষকে দু'শ্রেনীতে ভাগ করা যায়। যারা ধর্মের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, তাদেরকে বলা হয় মুবাল্লিগ এবং তাদের কাজকে বলা হয় তাবলীগ। যারা আল্লাহর বাণী মানুষের মাঝে পৌঁছিয়ে দিয়ে সন্তুষ্ট নন, বরং আল্লাহর পথে দাওয়াত বা আহ্বান করেন, মানুষকে অনুনয়-বিনয় করে বিভিন্নভাবে আল্লাহর পথে নিয়ে আসেন, তাদের কাজকে বলা হয় দাওয়াহ বা আহ্বানের কাজ। যারা এ কাজ করেন তাদেরকে বলা হয় দা'য়ী (আহ্বানকারী) এবং যাদেরকে ডাকা হয় তাদেরকে বলা হয় মাদ'উ (আহ্বানকৃত)।

আরবীতে যে শব্দটির উচ্চারণ দাওয়াহ বাংলায় এটির উচ্চারণ হলো দাওয়াত। আরবী বারাকা, আরাফা শব্দ দু'টির উচ্চারণ বাংলায় হলো বারাকাত এবং আরাফাত। বারাকাত শব্দটি আবার বরকত রূপেও উচ্চারিত হয়। যেমন আরবী মুহাম্মদ শব্দটি ভুল বা বিকৃত করে আমরা মুহম্মদ, মুহাম্মদ, মোহাম্মাদ রূপে লিখি এবং উচ্চারণ করি। শুদ্ধ উচ্চারণ এবং বানান হলো "মুহাম্মাদ"।

আরবী ভাষায় দাওয়াহ শব্দটি দ্বীনের কাজে দাওয়াতের বা আহ্বানের অর্থে ব্যবহৃত হয়। দাওয়াতের প্রতি আমাদের অজ্ঞতা ও অবহেলার কারণে দাওয়াত শব্দটি বর্তমানে বাংলাদেশে খাওয়ার দাওয়াত অর্থে নির্ধারিত হয়ে গেছে। দা'য়ী বা আহ্বান কারী হলো সমাজে এলিট, এরিষ্টোক্রেট, সমাজপতি বা সমাজের নেতার মর্যাদাসম্পন্ন। মাদ'উ বা আহ্বানকৃত হলো 'কমনার' বা সাধারণ মানুষের সঙ্গে তুলনীয়।

যার নেতা হওয়ার যোগ্যতা থাকে, তিনি নেতাই হন। দীর্ঘকাল অনুসারী বা চুঙ্গা ফুকারী কর্মী হন না। যিনি ইসলামের যোগ্যতাসম্পন্ন তাকে সাধারণত

www.nagorikpathagar.org

ইমামই করা হয়, তিনি মুক্তাদি হন না। যদি ইমাম হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা বহু হয়, তবে একজন ইমাম হবেন, সমযোগ্যতাসম্পন্ন অন্যেরা হবেন মুক্তাদি।

দা'য়ীর (দ্বীনের পথে আহ্বানকারী) কাজটি এমন যে, এজন্য আলেম হওয়ার প্রয়োজন হয় না। নামাযের আহ্বানকারী, নিষেধকারী হওয়ার জন্য বড় আলিম হওয়ার প্রয়োজন হয় না। যে কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নামাযের দিকে আহ্বান করতে পারেন। তিনি দা'য়ীর মর্যাদায় উন্নীত হতে পারেন। যদি কেউ দা'য়ী (আহ্বানকারী) না হতে পারেন, অন্তত মাদ'উ বা আহ্বানকৃত তো হতে পারেন এবং দা'য়ীর বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করতে পারেন।

মুয়াজ্জিন হলেন অতি উন্নত মানের দা'য়ী

মুয়াজ্জিন আযান দেন। মানুষকে নামাযের জন্য আহ্বান করেন। মুয়াজ্জিন হওয়ার জন্য বেশি জ্ঞান এবং শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। আযান শেষ করার পর যারা আযান শুনেছেন তাদের কাছে গিয়ে নামাযে আসার জন্য মাতৃভাষায় আহ্বান এবং উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির মর্যাদা

একজন প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীর পদত্যাগের পর অন্যব্যক্তি তার স্থলাভিষিক্ত হন। স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির মর্যাদা ব্যক্তির মর্যাদা, পূর্বসূরীর মর্যাদার অনুরূপ। হতে পারে তাদের জনপ্রিয়তা ও ভাবমূর্তির মধ্যে পার্থক্য ব্যাপক।

যখন কোনো রাষ্ট্রদূত বদলী হয়ে যান, শূণ্যপদে অন্যদূত পোষ্টিং পান। নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা কোনোদেশে তার পূর্বসূরীর মর্যাদা থেকে কোনো দিকদিয়ে কম নয়। একজন সচিব বদলী হলে অন্যজন তার জায়গায় আসেন। দু'জনের মর্যাদা ও ক্ষমতা এক রূপই হয়। একজন ব্রিগেডিয়ার অবসরগ্রহণ করলে বা বদলি হলে তার পদে অপরজন যোগ দেন। তাদের মর্যাদার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পূর্বসূরীর পদমর্যাদা প্রায় একইরূপই। নবীওয়ালা কাজ গুরুত্বপূর্ণ। তবে নবীওয়ালা কাজ করলে কেউ নবীও হবেন না এবং সেই মর্যাদাও পাবেন না। যারা এ কাজ করেন না, তাদের থেকে বেশি সম্মান পাবেন আল্লাহ্‌র নিকট।

www.nagorikpathagar.org

যানবাহন পরিচালকদের স্তর বিন্যাস

রিক্‌সাওয়ালা, ঠেলাগাড়ীওয়ালা, গরুগাড়ীওয়ালা, ভ্যানগাড়ীওয়ালা, মটরগাড়ী চালক, বাস-ট্রাক, লঞ্চ-জাহাজের সারেং, নাবিক, পাইলট, সকলেই বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের অপারেটর বা পরিচালক। উপরে যে পরিবহনগুলো উল্লেখ করা হলো, এগুলোর মধ্যে রিক্‌সা, গরুর গাড়ী ইত্যাদির দাম কম। সমুদ্রগামী জাহাজ, উড়োজাহাজের দাম বেশি। বোয়িং, জেট এর দাম হতে পারে সবচেয়ে বেশি।

রিক্‌সাওয়ালা, গরুগাড়ীওয়ালা, ঘোড়ার গাড়ীর, কোচম্যান অপেক্ষা মটর ড্রাইভারের সামাজিক মর্যাদা বেশি। বেবিটেক্সী, টেম্পো অপেক্ষা মটরগাড়ীর শুধু দামই বেশী নয়, এর কলকব্জাও উন্নতমানের ও অপেক্ষাকৃত জটিল। উড়োজাহাজের মূল্য যেকোন গাড়ীর দামের বেশি। পাইলটের বেতনের স্কেল অবশ্যই গাড়ী চালকের বেতনের স্কেল থেকে উন্নততর।

মানুষের অনুসৃত পেশার মধ্যে আল্লাহ্‌র দ্বীনের তাবলীগ এবং দাওয়াহ এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। তাবলীগকারী মুবাল্লিগগণ ঐ কাজ করে যান, যা করেছিলেন আল্লাহর প্রিয়ভাজন নবীগণ। নবুওয়াত যারা পেয়েছেন, তারা যে জান্নাতী এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।

বর্তমানে বহু দরিদ্রদের সন্তানেরা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। তাঁরা অভাবী বলে অনেকেই তাঁদেরকে অবজ্ঞা করে থাকেন। অনেকক্ষেত্রে অর্থের অভাবে তাঁরা পৃথিবী ভ্রমণ করতে পারেন না। জীবিকার জন্য তাঁরা পরনির্ভরশীল। যদিও কোনো কোনো মানুষের দৃষ্টিতে আল্লাহর দ্বীনের মুবাল্লিগ বা প্রচারকগণ সম্মানের আসনে আসীন নন, কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের আসন সর্বোচ্চ। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

খাস লোকের মর্যাদা

দা'য়ী বা আহ্বানকারীর প্রতি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দায়িত্ব কিরূপ ? একজন বড়লোকের বাড়িতে বেশকিছু কর্মচারী থাকতে পারে। এমনও লোক থাকে যারা প্রথমে অভাবের কারণে, পরবর্তীতে বিত্তশালী বড়লোকের ভালবাসায় সে বাড়িতে সারাজীবন থেকে যান। বাড়ীর মালিকের অনুপস্থিতিতে তারা ঐ ধরনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন, মালিক বাড়িতে থাকলে যা করতেন।

www.nagorikpathagar.org

বিত্তশালীর ছেলে-মেয়েরাও তাদের পিতা-মাতার বিশেষ অনুগতদের সমীহ করে, ভয় করে। বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে কোনো ভুল কাজ করতে দেখলে তারা তাদেরকে নিষেধ করে, বাধা দেয়, এমন কি ধমক দেয়। এ সমস্ত স্থায়ী কর্মচারীদের প্রতি বিত্তশালী বড়লোকের দায়িত্ব কিরূপ? অন্যদের থাকা-খাওয়া, জামা-কাপড়, আর্থিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা করার আগে বিত্তশালী তার দরদী লোকের প্রয়োজন মিটাবে।

দাওয়াতের কাজে যারা জীবনব্যাপী নিবেদিত, আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট তাদের অবস্থান হয়তো হতে পারে বিত্তশালী বড়লোকের বাড়ির স্থায়ী কর্মচারীর মতো। আল্লাহর নবীগণ তাঁর জান্নাত আরাম দায়ক স্থান পাবেন, যেরূপ স্থান বড়লোকের শিশু পুত্র-কন্যা পিতার বাড়িতে পেয়ে থাকেন। শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক, যারা দ্বীনের কাজ করে থাকেন, তাদের স্থান হবে আল্লাহ্র জান্নাত– বেশি না হোক অন্তত বড়লোকের একান্ত অনুগত বিশ্বস্ত আপন লোক বা চাকরের অনুরূপ।

দা'য়ী এবং প্রচারক

নির্বাচনের সময় নির্বাচন প্রার্থী জনগণের ভোট চায়। ভোটারদের গুরুত্ব তার কাছে অবশ্যই আছে। ভোটার ছাড়াও নির্বাচন প্রার্থীর আরও বিশেষ ধরনের সহকারীর দরকার হয়। এরা হলো নির্বাচনের ক্যানভাচার, প্রচারকর্মী ও নির্বাচনকর্মী। ভোটাররা ভোট দিয়ে নিজবাড়ি চলে যান। ক্যানভাচাররা সারাদিন কাজ করে নির্বাচন প্রার্থীর বাড়িতে আসেন। সেখানে খাওয়া-দাওয়া করেন এবং উপরিও কিছু পান।

সাধারণ নামাযীরা নামায শেষ করেই ঘরে ফিরে আসেন। তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণকারীগণ নামাযের শেষে মসজিদেই বসে থাকেন। অন্যদেরকে নামাযের পর মসজিদে বসাতে চেষ্টা করেন। তাদের সঙ্গে আল্লাহ্র কথা, নবীদের কথা, আল্লাহ্র দ্বীনের কথা, জান্নাত-জাহান্নামের কথা বলেন। দ্বীনের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন।

নির্বাচনের পরে ভোটারদের সঙ্গে নির্বাচন প্রার্থীর সম্পর্ক অনেকটা শিথিল হয়ে যায়। কিন্তু নির্বাচন কর্মীদের সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ থাকে।

ঔষধ ক্রেতাগণ ফার্মাসিটিক্যাল ফার্ম বা ঔষধ কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষক। ঔষধ যতো উন্নতমানের হোক না কেন, ক্রেতাদের নিকট ঔষধের আবেদন

www.nagorikpathagar.org

না থাকলে কোম্পানী ফেল করবে। কিন্তু ঔষধ কোম্পানীর মালিকের গভীরতর সম্পর্ক হলো ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধি এবং ক্যানভাচারদের সঙ্গে।

ক্যানভাচারগণ কোম্পনীর ঔষধ নাও সেবন করতে পারেন। কিন্তু মালিকের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঔষধ ক্রেতাদের থেকে ঘনিষ্ঠতর এবং গভীরতর। কারণ, তারা ঔষধের গুণাবলী মানুষের কাছে প্রচার করেন। ফলে কোম্পানীর মালিকের নিকট তাদের সম্পর্ক ব্যক্তিগত ঔষধ ক্রেতা অপেক্ষা অনেক বেশি নিবিড়।

আল্লাহর মেহমান

তাবলীগে অংশগ্রহণ করে যদি কারো কোনো বিশেষ ফায়দা নাও হয়ে থাকে, তবুও তার প্রাপ্তি নেতিবাচক নয়। কিছু কিছু উপকার তিনি পেয়েই যাবেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তিনি আল্লাহর ঘরে অবস্থান করেন। তার মর্যাদা হবে আল্লাহ্র মেহমানের অনুরূপ। যতোদিন তিনি আল্লাহর ঘরে কাটিয়েছেন, অন্তত ততোদিনের জন্য আল্লাহর জান্নাতের স্বাদ গ্রহণের সুযোগের আবেদন তিনি আল্লাহ্র কাছে জানাতে পারেন।

যে ক'দিন আল্লাহ্র ঘরে তিনি ছিলেন, অন্তত ততোদিন তিনি তো কোনো পাপ করেননি। এ দুনিয়ায় কেউ অতিথিকে শাস্তি দেয় না। আল্লাহ্ তার বান্দা অপেক্ষা অনেক বেশি রাহমান ও রাহিম। হয়তো তিনি তার বান্দাকে যতোদিন ইতিকাফের নিয়তে মসজিদে কাটিয়েছেন, ততোদিন শাস্তি থেকে মুক্ত রাখতে পারেন।

আল্লাহর মেহমানের পদমর্যাদা

বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বহন করার জন্য বিশেষ ধরনের পরিবহন নির্ধারিত থাকে। এগুলো বছরে দু'চারদিন জাতীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়। যদিও আজকাল কেউ ঘোড়ার গাড়ীতে বা হাতীর হাওদায় পথ অতিক্রমের জন্যে উঠেন না, তবুও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ঘোড়ার গাড়ীতে আরোহণ করা যায়।

হাতীর উপরে সজ্জিত আসনে বসে পথ চলা হয়। ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রাজকীয় বা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদেশী মেহমানদের দেখার জন্য, তাদেরকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য হাজার হাজার লোক রাস্তার পাশে

www.nagorikpathagar.org

দাঁড়ায়। ছোট ছোট পতাকা হাতে সম্মানিত মেহমানদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হয়।

রাজকীয় বা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত পরিবহনগুলো স্থানান্তর বা অন্য কোনো কারণে মাঝে মাঝে রাস্তায় বের করা হয়। কিন্তু এ সুন্দর গাড়ী দেখার জন্য রাস্তার পাশে হাজার হাজার শতশত লোক ভীড় করে দাঁড়ায় না। পরিবহনটি চলে যাওয়ার সময় হয়তো এক নজর তাকায়। রাজকীয় পরিবহনটির নিজস্ব কোনো গুরুত্ব বা মূল্য নেই।

ব্যক্তি হিসাবে মানুষের কিছু মর্যাদা থাকতে পারে। তা তার সামাজিক অবস্থান বা গুণাবলীর জন্য। কিন্তু তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজে অংশগ্রহণ করলে তার মর্যাদা অনেক বেড়ে যায় যেমন বেড়ে যায় রাজকীয় পরিবহনের, যখন রাজকীয় অতিথি পরিবহনে থাকেন। আল্লাহর বাণী প্রচারের দায়িত্ব যখন কোনো ব্যক্তি বহন করেন আল্লাহ তাকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেন।

এক দেশের নাগরিক অন্যদেশে বিভিন্ন কাজে গমন করে থাকেন। তিনি যদি কোনো সরকার প্রধান বা রাষ্ট্র প্রধানের পত্র বা বিশেষ বাণী বহন করে ভ্রমণ করেন, তখন তাকে রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদা দেয়া হয়। দ্বীনের তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মর্যাদা হলো সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা এবং মালিক মহাপ্রভূ রাব্বুল আলামীনের প্রতিণিধি এবং অতিথির মর্যাদাসম।

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়
দ্বীন প্রচারের ভাষা ও পদ্ধতি

আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের শক্তি ও দুর্বলতা সমন্ধে সবচেয়ে বেশি অবহিত। মানুষের প্রয়োজন কি এবং উপকারিতা কি আমলে এবং দ্রব্যে বা অন্যকিছুতে আল্লাহ্ তা'য়ালাই তা ভাল জানেন। কিসে মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ এবং কিসে মানুষের ক্ষতি ও সর্বনাশ তা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ অপেক্ষা আর কে ভাল জানবে ?

যে কারিগর কোনো বাড়ি তৈরী করেন, তিনি বাড়িটির বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব, সুবিধা-অসুবিধা, ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি অন্যদের থেকে বেশি জানেন। বাড়িটির নির্মাণগত দুর্বলতা ও শক্তি বাড়ি নির্মাতা অন্যদের অপেক্ষা বেশি অবহিত।

আল্লাহ্ মানুষকে তাদের পথনির্দেশ এবং হেদায়াতের জন্য যে দু'টি নেয়ামত প্রদান করেছেন, তা হলো আল্লাহ্র নবী-রাসূলগণ এবং আল্লাহ্র প্রেরিত কিতাবসমূহ।

আল্লাহ্ তা'য়ালার নবী এবং রাসূলদের প্রথম কাজ হলো–আল্লাহ্র সংগে আল্লাহ্র বান্দার পরিচয় করিয়ে দেয়া ও পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ্র হুকুম ও পথনির্দেশ আল্লাহ্র বান্দাকে অবহিত করা।

দ্বীন প্রচারের হিকমত এবং কৌশল

আল্লাহ্র বাণী প্রচারের হিকমত এবং কৌশল আল্লাহ্ তা'য়ালাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ কৌশল ও নীতিমালা সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, "তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করো হিকমত বা কৌশল এবং সুন্দর কথা ও সদুপদেশ-এর মাধ্যমে" (সূরা নাহলঃ ১২৫)।

আল্লাহ্র দ্বীন প্রচারকারীকে অবশ্যই হিকমতওয়ালা হতে হবে। হিকমত শব্দের একটি অর্থ হলো–বিজ্ঞান সম্মত পন্থা। বিজ্ঞানের একটি আরবী প্রতিশব্দ হলো হিকমত। আব্বাসীয় খলিফা মামুনূর রশীদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানাগারের নাম ছিল "দারুল হিকমাহ" অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার গৃহ।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ তা'য়ালার নাজিলকৃত কিতাব

আল্লাহ নবী প্রেরণ করেন এবং নবীদেরকে মৃত্যু দান করেন অথবা ফেরত নিয়ে যান। নবী চলে যাওয়ার পর মানুষের হেদায়েত বা সঠিক পথ অবলম্বন ও দিক-নির্দেশনার জন্য রয়েছে নবীদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর কিতাব। আল্লাহ তা'য়ালা প্রেরিত কিতাব চর্চা করে মানুষ হেদায়েত বা পথ নির্দেশের সঠিক খবর জানতে পারে।

নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আর কোনো নবী আসবেন না। তাই সঠিক হেদায়েত পেতে হলে আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের চর্চা করতে হবে। যে ভাষায় কিতাব নাযিল হয়েছে সে ভাষা জানতে হবে অথবা অনুবাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার কিতাবের বিষয়বস্তু অবহিত হতে হবে।

মাতৃভাষা শিক্ষা

আল্লাহ তা'য়ালা মানব গোষ্ঠীর প্রতি নবী প্রেরণ করেন। যে মানব গোষ্ঠীর প্রতি নবী প্রেরণ করেন– ঐ নবী হবেন সে জাতির ভাষাভাষী। আল-কুরআনে বলা হয়েছে–"স্ব-জাতীয় ভাষায় ভিন্ন আমি কোনো জাতির প্রতি রাসূল প্রেরণ করিনি। (সূরা ইব্রাহিমঃ ৪)।"

জ্ঞান চর্চা

আল্লাহর দ্বীন আমাদের মধ্যে প্রচার করতে হলে দ্বীনের চর্চা করতে হবে, গবেষণা করতে হবে, দ্বীনকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে। দ্বীন প্রচারের সর্বোত্তম তরিকা বা হিকমাত শিক্ষা করতে হবে। এই হিকমাত হবে জ্ঞানভিত্তিক।

মুসলিমদের শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই। মুসলিম নারী-পুরুষের শিক্ষা জীবন, 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত।' এটা বলেছেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)।

দ্বীন প্রচারের হিকমাত বা জ্ঞান অর্জনের জন্য পুস্তক পাঠ করতে হবে। পুস্তকের মালিক হতে হবে। নিজের পুস্তক ক্রয়ের সামর্থ্য না থাকলে পাঠাগার গড়ে তুলতে হবে। মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করতে হবে।

আজকাল বাঁশ-বেত-খড়ি ও ছনের মসজিদ দেখা যায় না বললেই চলে। মসজিদ তৈরীর জন্য মুসল্লিগণ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে থাকেন। কোনো কোনো মসজিদ তৈরীতে কোটি কোটি টাকাও ব্যয় হয়।

www.nagorikpathagar.org

মাসজিদ পাঠাগার

ইট, বালু, সিমেন্ট, মোজাইক, রড ক্রয়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা সজিদের নির্মাণ কর্মে ব্যয় হয়ে থাকে। কিন্তু দ্বীন প্রচারের জন্য যদি মুসল্লিগণ মসজিদে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা না করে এবং পুস্তক ক্রয় না করে, পুস্তক পাঠ না করে, তা হলে কি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে এমনি ছেড়ে দিবেন?

যারা মানুষের নিকট আল্লাহর বাণী প্রচার করতে চান, তাদেরকে অবশ্যই যারা দ্বীন গ্রহণ করবেন, তাদের ভাষা জানতে হবে। আমরা যদি আশা করি যে, দ্বীন গ্রহণকারীরাই দ্বীন প্রচারকারীর ভাষা শিক্ষা করবে, তা বড় বেশি আশা করা হয়। আশা বড় কুহকিনী।

দ্বীন প্রচারকারীকে দ্বীন গ্রহণকারীর ভাষা জানলেই হবে না। যেভাবে এবং যে পদ্ধতিতে দ্বীনের কথা বুঝালে দ্বীন গ্রহণকারী বুঝবে, সেভাবেই কথা বলতে হবে। দ্বীন গ্রহণকারী যে পদ্ধতিতে দাওয়াতের বাণী বুঝবেন সেভাবেই দ্বীনের বিষয় বুঝাতে হবে।

যথাযথ এবং যুগোপযোগী পদ্ধতি

যেভাবে কোনো বিষয় উপস্থাপন করলে দ্বীন গ্রহণকারী সহজেই বিষয়টি বুঝতে পারে সেভাবেই উত্থাপন করতে হবে। যদি সম্ভাব্য দ্বীন গ্রহণকারী দরিদ্র এবং অশিক্ষিত হন, তবে প্রচারকারীকে গ্রহণকারীর সমপর্যায়ে নেমে আসতে হবে।

যদি প্রচারকারী মহাজ্ঞানী এবং কোনো বিষয়ে অতি দ্রুত বুঝতে পারেন, তার জন্য কোনো বিষয়ে ইশারাই যথেষ্ঠ। কারণ বিষয়টি সম্পর্কে হয়তো পূর্ব হতেই কিছুটা অবহিত এবং দ্রুত অনুধাবন করার ক্ষমতা পর্যাপ্ত। কিন্তু সম্ভাব্য দ্বীন গ্রহণকারী ততো শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান না হলে সমস্যার সৃষ্টি হবে। একবিংশ শতাব্দীতে শুধু কিতাব ও ভাষণের ওপর নির্ভর করলে চলবে না, যুগোপযোগী প্রযুক্তিগত মাধ্যম অবলম্বন করতে হবে।

বাণী গ্রহণকারীর প্রতি বিবেচনা

দ্বীন প্রচারকারীকে অবশ্যই এমন সব উপমা এবং উদাহরণ ব্যবহার করতে হবে যা দ্বীন গ্রহণকারী দ্রুত বুঝতে পারেন। মোট কথা দ্বীন প্রচারকারীকে সম্ভাব্য দ্বীন গ্রহণকারীর স্তরে নেমে আসতে হবে। দ্বীন প্রচারকারীর স্তরে থাকলে দ্বীনের দাওয়াত প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।

www.nagorikpathagar.org

কোনো আদর্শের কথা বলার সময় প্রচারকারীকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাকে বলা হচ্ছে তা শ্রবণে শ্রোতার মন-মানসিকতা এবং ইচ্ছা আছে কিনা। যদি শ্রোতা শ্রবণে উৎসাহী না হন, তাহলে অতি সহজভাবে উপস্থাপিত বিষয়ও শ্রোতার বোধগম্য হবে না।

কথা বলার সময় প্রচারকারীকে শ্রোতার আগ্রহ এবং উৎসাহের দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। বর্ণনাকারীর নিজের তৃপ্তি ও আনন্দের জন্য ভাব প্রকাশ করলে হবে না। যাকে কোনো বিষয় বলা হচ্ছে তিনি শ্রবণে কতোটুকু উৎসাহী, সেদিকে সর্বক্ষণই লক্ষ্য রাখতে হবে।

আল্লাহর বাণী প্রচারের দায়িত্ব

আল্লাহর বাণী প্রচারের দায়িত্ব কাদের? মানব সভ্যতা ও সমাজের প্রথম দিকে লোকসংখ্যা ছিল স্বল্প। প্রত্যেকটি জাতির প্রতি আল্লাহ নবী প্রেরণ করেছেন। কোনো নবীর মাধ্যমে সতর্ক না করে আল্লাহ কোনো জাতি এবং মানব গোষ্ঠীকে শাস্তি দিবেন না।

বর্তমানে এ পৃথিবীর জনসংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতো লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি আদম সন্তান সৃষ্টি হয়েছে যে, নবীদের মাধ্যমে হেদায়েত দান করতে হলে একই যুগে লক্ষ লক্ষ নবী প্রয়োজন। আল্লাহ এই প্রয়োজন এবং সমস্যাটির অতি সুষ্ঠু সমাধান দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা সর্বজ্ঞাত এবং মহাজ্ঞানী। সৃষ্টির ভাল-মন্দ তিনিই সবচেয়ে ভাল বুঝেন। মানবসমাজ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির পর আল্লাহ নবী প্রেরণের ব্যবস্থাই বন্ধ করে দিয়েছেন। দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছেন সকল হেদায়েত প্রাপ্তদের ওপর।

সার্বজনীন দায়িত্ব

অমুসলিমদের নিকট দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব নিপতিত হয়েছে সকল মুসলিমের ওপর। আল্লাহ তা'য়ালা আল কুরআনে বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন একদল থাকা উচিত যারা কল্যাণের প্রতি মানুষকে আহ্বান করবে। সৎ এবং ভাল কাজের আদেশ দিবে। অন্যায় ও পাপাচার হতে নিষেধ করবে। এরাই (আহ্বানকারীগণ) সফলকাম।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪)।

www.nagorikpathagar.org

পথভ্রান্ত মানব সমাজে মানুষকে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে কারা ? মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া এবং কল্যাণের প্রতি আহ্বানকারী হবে তারা যারা সঠিকভাবে দ্বীন পেয়েছেন।

আল্লাহর নাযিলকৃত অন্যধর্মগ্রন্থগুলো অনুসারীগণ বিকৃত করে ফেলেছেন। তাদের যা ভাল লাগে এবং পালন করতে সুবিধা হয়, সেভাবে আল্লাহর কালামকে সংশোধন করে নিয়েছেন। মোট কথা হলো—ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব সকল মুসলিমের। এটা কোনো বিশেষ শ্রেণীর কাজ নয়।

ব্যক্তিগত দায়িত্ব

বর্তমান জগতে আল্লাহর কালাম প্রচারের দায়িত্ব হলো মুসলিমদের। তাদেরকে অবশ্যই জ্ঞানচর্চা করতে হবে, প্রচুর লেখা-পড়া করতে হবে। অযথা সময় নষ্ট করা তাদের জন্য মহাপাপ। অতীতে যে কাজ নবীরা করতেন, নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হওয়ার পর সে কাজের দায়িত্ব পড়েছে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপরে।

হিন্দু ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব ব্রাহ্মণদের। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের দয়িত্ব বৌদ্ধ ভিক্ষুদের। খৃস্টান ধর্ম প্রচার করছেন খৃস্টান পাদ্রী পুরোহিত শ্রেণী। ক্যাথলিক পাদ্রীগণ তো বিয়েই করেন না। তাদের পরিবার নেই, সংসার নেই, নেই পুত্র পরিজন। তাদের একমাত্র কাজ হলো খৃস্ট ধর্ম প্রচার করা। খৃস্টানদের নবী হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন অকৃতদার, অবিবাহিত। তিনি আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন পিতা-মাতা ছাড়া। হযরত ঈসা (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন পিতা ছাড়া। তিনি বিয়ে-শাদী করেননি। বিয়ে শাদী করা নবীদের সুন্নাত। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নাত।

এ সুন্নাত পালনের জন্য অবশ্যই মুসলিমদেরকে হিকমাত বা প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। আল্লাহর দ্বীন প্রচারের হিকমাত শিক্ষা করতে হবে।

ফরজ নামাযে ইমামতি যে কোনো একজনই করলে চলে। জানাজায় নামায কিছু লোকে আদায় করলে সকলের ফরজ আদায় হয়ে যায়। রোযা সকলের জন্য ফরজ। কিছু লোক রোযা রাখলো এবং অধিকাংশ লোক রোযা ভাঙলো, এটা ইসলাম নয়।

www.nagorikpathagar.org

যাদের ওপর হজ্ব এবং যাকাত ফরজ, তাদের পক্ষ হয়ে কিছু লোক হজ্ব-যাকাত আদায় করলে সকলের হজ্জ-যাকাত আদায় হয়ে যায় না।

মাতা-পিতার সেবা করা, সন্তান প্রতিপালন ও তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সকলের ওপর ফরজ। তা কিছুলোক আদায় করলে অন্যদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা ছেড়ে দিবেন না। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'আমার একটি আয়াত বা বাক্যও যদি তোমরা জান, তা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দাও।' এটা অনুসারী মুসলিমদের প্রতি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নির্দেশ প্রচার করা আমাদের জন্য ফরজ।

আল কুরআনে একটি দু'টি আয়াত নয়, ৬,২৩৬টি (প্রায়) আয়াত আছে। এর মধ্যে শব্দ আছে ৭৭,৪৩৭টি। আল্লাহর এতোগুলো বাণী আমরা তেলাওয়াত করলাম। অন্যের কাছে পৌঁছালাম না। এ জন্য আল্লাহ কি আমাদেরকে ছেড়ে দিবেন?

সুন্দর কথার মাধ্যমে বাণী পৌছানো

আল্লাহর বাণী কিভাবে অন্য মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে ? আল্লাহর বাণী আল্লাহর বান্দার কাছে পৌঁছাতে হবে সুন্দর কথা ও সদুপদেশের মাধ্যমে। সুন্দর কথা বলতে হলে জ্ঞানার্জন করতে হবে। অশিক্ষিত এবং মূর্খদের পক্ষে সুন্দরভাবে এবং শুদ্ধভাবে কথা বলা কঠিন।

থাকার জন্য মানুষ সুন্দর বাড়ি বানায়। তারা সুন্দর কাপড় পরে। ভাল খাবার খায়। ঘরের বাইরে যেতে হলে সুন্দর কাপড় পরে। সব কাজই সুন্দরভাবে করতে চায়। সৌন্দর্য চেতনা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

পশু-পাখি চেহারায় কসমেটিক লাগায় না, পাউডার ব্যবহার করে না, তারা সুগন্ধি ব্যবহার করে না। দেহের লোম ও নখ কাটে না।

সুন্দর-সুদর্শন হওয়া, উন্নততর হওয়া আল্লাহর সেরা সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের বৈশিষ্ট্য। সবকাজ যদি সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে আল্লাহর বাণী পৌঁছানো কেন যেনতেন ভাবে করা হবে?

আল্লাহর বাণী কি অসুন্দর ও মূল্যহীন? দুনিয়ায় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কত ধরনের জ্ঞানার্জন করা হয়। আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পরিবেশন কেন অসুন্দরভাবে করা হবে?

www.nagorikpathagar.org

কাউকে আপ্যায়ন করতে হলে সাধারণত পশু-পাখিকে খাবার দেয়ার মতো করে ধুলা-বালিতে খাবার ছড়িয়ে দেয়া হয় না। বৃক্ষপত্রে পরিবেশন করা হয় না। বাসন- প্লেট বা পাত্র ব্যবহার করা হয়। দস্তরখান ব্যবহার করা হয়।

সৌন্দর্য্য চেতনা

খাদ্য রান্না করার পরেও যদি পরিবেশেনের সময় সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন হয়, তাহলে আল্লাহর বাণী পৌঁছাবার সময় কেন আমরা সুন্দর ভাষা প্রয়োগ করবো না ? কেন উচ্চারণ শুদ্ধ ও সুস্পষ্ট করবো না ? কেন সুন্দর উপমা উদাহরণ ব্যবহার করবো না ?

জীবনের সর্বক্ষেত্রে সৌন্দর্য চেতনা থাকবে। সৌন্দর্য চর্চা থাকবে। কিন্তু আল্লাহর কালাম ও আল্লাহর দ্বীন প্রচার এবং কালাম প্রচারের ক্ষেত্রে তা করবো যেনতেন প্রকারে, যেমন খুশি তেমন সাজ পদ্ধতিতে। তা কেমন করে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে ?

যেমন খুশি তেমন সাজতে হলেও চিন্তা-ভাবনা করতে হয়ে। প্রস্তুতি নিতে হয়। আল্লাহর বাণী প্রচার করার সময় প্রস্তুতি নেব না। চিন্তা করবো না। পাগলের মতো যা মনে আসে, তাই বলে যাব। আর আশা করবো আল্লাহর দ্বীন মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে। তা কেমন করে হয় ? আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।

www.nagorikpathagar.org

জামাতবদ্ধ হয়ে দাওয়াহ-এর কাজ

দাওয়াহর কাজ করতে হলে, জামায়াতবদ্ধ হয়ে করতে হবে। যাওয়ার প্রয়োজন হলে যে কোনো কাজে কমপক্ষে তিন জন যাওয়া ভাল। জামাতের মোতাকাল্লিম বা মুখপাত্র যিনি তিনি মাদ'উ বা সম্ভাব্য দাওয়াত গ্রহীতার সঙ্গে কথা বলবেন। সঙ্গী দু'জন সে এলাকার দৃশ্যের দিকে তাকাবেন না। তারা তাকিয়ে থাকবেন মাদ'উর দিকে বা মাটির দিকে, জিকিরের সাথে। বক্তা বা মোতাকাল্লিমেয় দৃষ্টি থাকবে মাদ'উ বা শ্রোতার চোখের দিকে। কলবের দৃষ্টি থাকবে শ্রোতার কলবের দিকে। সঙ্গী দুইজনের কাজ হবে মহান রাব্বুল আলামিনের সাথে কথা বলা। তাঁর নিকট দোয়া করা।

যদি কোনো সঙ্গী না পাওয়া যায়, তাহলে দা'য়ী বা দাওয়াতকারীকে আল্লাহকে সঙ্গী হিসেবে মেনে নিয়ে এবং তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করে দাওয়াতের কাজ করতে হবে। কিন্তু ইসলামের বিধান হলো—অন্ততঃ তিনজন জামাতবদ্ধ হয়ে কাজ করা—যাতে শয়তানের শিকারে পরিণত না হই। আমাদের অনেকেই জামাতবদ্ধ না হয়ে একা একা দাওয়াতের মতো ভাল কাজ করতে চাই, কিন্তু তাতে কাজ হয় না। এ কারণেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদের সতর্ক করে বলেছেন, "দলছাড়া ছাগল অবশ্যই নেকড়ের আহারে পরিণত হয়।"

জামাতের ইমাম

তিনজনের কম হলে সাধারণত জামাতের ইমাম হয় না। কোনো নেক কাজে তিনজন একত্রিত হলে একজনকে আমীর বা নেতা হিসেবে ঠিক করা ফরজ। আমীরের আনুগত্য মুসলিমদের জন্য ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। জামাতের আমীরের আনুগত্য সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "মান খারাজা মিনাত ত্বাআ'তে ওয়াফারাকাল জামাতা ফামাতা মাতা মিত্যতা জাহেলিয়া।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য হতে বের হয়ে আসে এবং মুসলিমদের জামাত হতে ফারাক বা পৃথক হয়ে যায় সে জাহেলিয়াতে মৃত্যুবরণ করে।" (মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৭) যে জাহেল হিসেবে জাহেলিয়াতের সদস্য হিসেবে মৃত্যুবরণ করল তার পরিণতি জাহান্নাম।

www.nagorikpathagar.org

অহংকারের পরিণতি

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যার হৃদয়ে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অহংকার ইবলিসের খাসলত বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কোনো ইনসানের পক্ষে ইবলিসের ন্যায় এতো বড় ইবাদাতকারী হওয়া সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বড় আবেদ ছিল ইবলিশ শয়তান। একটি মাত্র অহংকারের জন্য তার এই করুণ পরিণতি এবং শয়তানের অনুগত মুরিদ হিসেবে আমাদের করুণতর পরিণতি। শয়তানের কোনো সঙ্গী প্রয়োজন হয় না। সে একাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। মানুষ কখনও একা থাকে না। মানুষের সঙ্গী না থাকলে তার সঙ্গে ফিরিস্তা থাকে। আর আল্লাহ তো আছেনই। আল্লাহ তা'য়ালা এমন এক মহান সত্তা যিনি সর্বত্র সকল সৃষ্টির সঙ্গে রয়েছেন।

নির্জন প্রান্তরে তিনজন

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যদি কোনো নির্জন প্রান্তরেও তিনজন মুসলিম বাস করে, তাঁরাও একজনকে আমীর হিসেবে ঠিক করে নেবে এবং তাঁর নির্দেশ মেনে নেবে। (হাদীসটি জালালাবাদী পুস্তকের ৩২ পৃষ্ঠা থেকে নিতে হবে)। শুধু কোনো এলাকায় বসবাস করাকালে নয়, সফরকালেও তিনজন মুসলিম একসাথে চললে প্রথমেই একজনকে আমীর নির্ধারণ করে তাঁর নির্দেশ মতো চলতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ইজা খারাজা সালাসাতুন ফি সাফারিন ফাল ইউআমমেরু আহাদাহু।" (আবু দাউদ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫১)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ইন্নামা ইয়াফুলুজজেবু মিনাল গানামিল তাছিয়াতে"। অর্থাৎ "দলছাড়া ছাগলই (গানাম) নেকড়ের আহারে পরিণত হয়।"

ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিসমষ্টি যতো উন্নত স্তরের এবং ব্যক্তিত্বশালী হন না কোনো জামাতবদ্ধ না হলে ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে না। আল কুরআনে আল্লাহ তা'লার স্পষ্ট নির্দেশ তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়না। (আলে-ইমরান- ৩ ঃ ১০৩)

"তারা (মুসলিমগণ) যেন ঢিলা-ঢালা প্রাচীর" (সূরা ফাতাহ ঃ ২৯)।

মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য সম্বন্ধে আল্লাহ তা'য়ালা আল কুরআনে বলেছেন, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা রয়েছেন, কাফিরদের

www.nagorikpathagar.org

মোকাবেলায় তাঁরা বজ্র কঠোর। তবে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।" (সূরা তওবাঃ ২৪)

তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, যা মন্দ হওয়ার আশংকা তোমরা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত" (সূরা তওবা ঃ ৯ ঃ ২৪)।

সৎ কাজ ও আল্লাহ ভীতির কাজে পরস্পরের সহযোগিতা কর এবং পাপ কর্মে ও আল্লাহ দ্রোহিতামূলক কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।" (আল-কুরআন)।

যারা আল কুরআনের আয়াত নগণ্য মূল্যের পরিবর্তে বিক্রয় করে, তারা তাদের উদর আগুন ছাড়া আর কিছুদিয়ে পূর্ণ করে না। (সূরা বাকারা, ২ঃ ১৭৪-১৭৫)।

দলছাড়া ছাগল

যারা একা একা দিনের কাজ করে, তাঁদের অবস্থা দলছাড়া ছাগলের মতো। পাহাড়-পর্বতের ঢালুতে বা বনাঞ্চলে বাঘ থাকতে পারে। হরিণ এবং ছাগল অপেক্ষা বাঘ অনেক বেশি শক্তিশালী। তা সত্ত্বেও বাঘগুলো সাধারণত জলাবদ্ধ হরিণ বা ছাগলকে আক্রমণ না করে দলছাড়া ছাগল বা হরিণকে আক্রমণ করে থাকে।

একটি বাঘ এক দল হরিণের নিকটবর্তী হলে বাঘটি ঐ হরিণকে আক্রমণ করবে যে হরিণটি সে টার্গেট করে যেটি হরিণ দল থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়।

যে হরিণটিকে বাঘ টার্গেট করে পিছু নিয়েছে, ঘটনাক্রমে ঐ হরিণটি অন্য কয়েকটি হরিণের মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হলেও বাঘ লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না। সে ঐ হরিণটিকেই অনুসরণ করবে যেটাকে টার্গেট করে। আশেপাশের হরিণগুলো বাঘ দেখলেও পালাবে না। কারণ হরিণগুলো জানে বাঘ লক্ষ্যচ্যুত হয় না।

যে বনে হরিণ বেশি থাকে সেরূপ বনেই বাঘ নিজের অবস্থান বা বাসস্থান নির্ধারণ করে। কারণ খাদ্য সহজলভ্য নয়। কোনো বনে হরিণের সন্ধানে বাঘ এসেছে জানলেও হরিণগুলো বন ত্যাগ করে না। বনের মধ্যে বাঘ এবং হরিণ পাশাপাশি বাস করে। বাঘের নিকটে থেকে হরিণ খাদ্য সন্ধান করে।

www.nagorikpathagar.org

হরিণ জানে বাঘের আহার্যের লক্ষ্যবস্তু না হলে তার বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই। বাঘ যদি দূরের একটি লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে এবং ঐ লক্ষ্যবস্তু হরিণটি, তা টের পায়, তখন ঐ হরিণটি দৌড়াতে শুরু করে। অতি দূরে হলেও বাঘ ঐ হরিণটিকে লক্ষ্য করে দৌড়াতে শুরু করে। যদি হরিণ কোনো কাঁটা বন পায় সেখানে ঢুকতে চেষ্টা করে। সেখানে বাঘ ঢুকতে যাবে না।

বাঘ তখন তার লক্ষ্যবস্তু পরিবর্তন করে এবং লক্ষ্য বস্তুর করার সময় একক হরিণগুলোকেই ভোজনের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্বাচন করে নেয়।

শয়তান বাঘ অপেক্ষা অনেক বেশি বুদ্ধিমান এবং শক্তিশালী। শয়তানও তার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে জামাতবদ্ধ অপেক্ষা বিচ্ছিন্ন লোককে টার্গেট করে। শয়তানের ওয়াছওয়াছা বা কুমন্ত্রণার লক্ষ্যবস্তু আল্লাহর বান্দার দেহ নয় বরং দিল বা কলব বা হৃদয়। শয়তান মানুষকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে, আদর্শচ্যুত করে তার দিলে ওয়াছওয়াছা বা কুমন্ত্রণার মাধ্যমে।

শয়তান জামাতকে ভয় করে

শয়তান থেকে রক্ষা পাবার একটি অস্ত্র হলো 'আস্তাগফেরুল্লা' বা 'ইস্তাগফেরুল্লার' দোয়া পাঠ। এক জনে দোয়া পাঠকালে শয়তানের ওপর যে আঘাত আসে তিনজনে একসাথে দোয়া পাঠ করলে আঘাতের মাত্রা তিনগুণ হবে না বরং হতে পারে তিনশত গুণ।

শয়তান জামাত এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। মানুষের মনে কুমন্ত্রণা এসে থাকে যখন মানুষ একাকী থাকে। কয়েকজন একসাথে থাকলে তাদের মনে যেনার চিন্তা নাও আসতে পারে। তিনজনের জামাতে সমবয়সী একটি মেয়ের বা মেয়েদের কাছাকাছি এলেও শয়তানের ওছওয়াছা বা কুমন্ত্রণা কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করবে না। যতোটুকু গ্রাস করবে পুরুষ বা মেয়েটি একাকী থাকলে। তখন বেগানা মেয়েটিকে একবার নয়, বারবার দেখতে ইচ্ছা হবে। কারণ শয়তান প্রথম একক ব্যক্তিটির সঙ্গী হবে। পরে তার ওপর শয়তান সওয়ার হবে।

www.nagorikpathagar.org

দাওয়াহ্-এর আমল না করার পরিণতি

আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন। এই সুযোগের কতোটুকু সৎ ব্যবহার আমরা করছি? এই বিষয়ে অবশ্যই আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তা সূরা- তাকাসূরের শেষ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে।

আল্লাহ সূরা তাকাসূরে বলেছেন, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে! অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। (সূরা- তাকাসূর,– ১০২ ঃ ১,৮)।

যারা মুসলিম হিসাবে জন্ম গ্রহণ করেছেন, তারা যদি অমুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করতেন, তবে তাদের কতোজন নিজের চেষ্টায এবং উদ্যোগে ইসলাম কবুল করতেন?

মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও আমরা দ্বীন প্রচারের ব্যাপারে উদাসীন। দ্বীন সম্পর্কেও উদাসীন। ঐ প্রেক্ষাপটে অমুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করলে কী আমরা ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী হতাম ?

আল্লাহর নেয়ামতের জবাবদিহিতা

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সৃষ্টির সেরা মানবজাতিকে বিভিন্ন রূপ নেয়ামত বা অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন। কাউকে বেশি দিয়েছেন। কাউকে ততটুকু দেননি। কম-বেশি যাই দেয়া হোক না কেন–এর কি কোনো জবাবদিহিতা নেই বা থাকবে না ? যদি কোনো জবাবদিহিতা না থাকে, তাহলে তো তা ইনসাফ হলো না।

পুত্রকে হযরত লোকমান-এর নির্দেশ

আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর নবী হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন "হে আমার পুত্র ! নামায কায়েম কর। সৎ কাজের আদেশ কর। গর্হিত কাজ পরিহার করতে লোকদেরকে নির্দেশ কর এবং এই কাজের ফলে আপতিত বিপদে-আপদে ধৈর্য্য ধারণ কর। অবশ্যই এটা হবে সাহসিকতার কাজ।

আল কুরআনে সূরা-লোকমানের এই আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি–নামাযের সাথে সাথেই সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ নেক আমলের আদেশ করা এবং মন্দ কাজে নিষেধ করা

www.nagorikpathagar.org

কোনো অবস্থাতেই নামায পড়া থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অথচ আমরা নামায-রোযা সম্পর্কে ছেলে-মেয়েদেরকে সতর্ক করি কিন্তু ইসলাম প্রচারের কাজে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করি না।

বাহুবল, প্রতিবাদ এবং ঘৃণা

একজন মুসলিমের পক্ষে অন্যজনকে মন্দ কাজ করতে দেখলে কি করা উচিৎ। এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ও করণীয় বিষয়ে আল্লাহর রাসূল-এর সুস্পষ্ট অভিমত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কাউকে মন্দ কাজ করতে দেখতে পেলে দর্শকদের উচিত বাহুবলে তাকে বাধা দেয়া। যদি তাতে সে অপারগ হয়, তবে মুখে প্রতিবাদ করা এবং তাতেও যদি সে অসমর্থ হয়, তবে অন্তরে মন্দ কাজকারীকে ঘৃণা করতে হবে। শুধুমাত্র ঘৃণা করা হলো দুর্বলতম বা নিম্নস্তরের ঈমান।" (মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নাসাঈ)

জালেমের হাত সজোরে ধরা

ইসলাম প্রচারে মুসলিমদের দায়িত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। তিনি বলেছেন, "আল্লাহর কসম! তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ করতে হবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করতে হবে। জালেমের হাত সজোরে চেপে ধরতে হবে। তাকে সত্যপথে ফিরিয়ে আনতেই হবে।" (আবু দাউদ, ইবনে মাযা, তিরমিযী)।

আল কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াতের (সূরা মায়িদা ঃ ৭৮-৮১) এবং উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরকারক ইমাম ইবনে কাসির লিখেন যে, বনী ইসরাঈলীদের অধঃপতন সম্পর্কে সূরা আল মায়েদার আয়াতসমূহ ব্যাখ্যার শুরুতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রথমে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। পরে সোজা হয়ে বসে বলেন, "না, না, আল্লাহর কসম! তোমাদের অবশ্যই করণীয় কর্তব্য হচ্ছে লোকদেরকে দ্বীন বিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখা এবং তাদেরকে সত্যপথে ফিরিয়ে আনা।" এই সমস্ত বর্ণনা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, দ্বীন প্রচারের কাজটি ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপরে ছেড়ে দেয়া হয়নি।

সূরা মায়িদার ৭৮-৮১ আয়াতে অতীতের কিতাবধারীদের দ্বীন প্রচারে অবহেলার বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে। "বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল, তারা দাউদ ও মরিয়ম তনয় ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। তারা যেসব মুনকার বা গর্হিত কাজ করত তা হতে একে অপরকে বারণ

www.nagorikpathagar.org

করতো না। তারা যা করতো, তা ছিল কতই না নিকৃষ্ট। তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী।

বনী ইসরাঈলের অনেককে কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম! এ কারণে আল্লাহ্ তাদের ওপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তাদের শাস্তি ভোগ স্থায়ী হবে।

বারবার চেষ্টা

অমুসলিমদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দানকারীদের অবশ্যই অতীব ধৈর্য্যশীল হতে হবে। জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্ম এবং জীবনদর্শন পরিবর্তন সহজ ব্যাপার নয়। একটি লোক জন্মসূত্রে প্রাপ্ত জীবন দর্শন বদলালে বহুমুখী জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন। রক্তের সম্পর্ক যাদের সাথে আছে, তারা ধর্মত্যাগী আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি হতে স্বীয় ধর্মত্যাগীদের বঞ্চিত হতে হয়। অন্যদিকে যে খাঁটি ধর্ম গ্রহণকালে সেই ধর্মের অনুসারীরা নতুন ধর্ম গ্রহণকারীকে সামাজিক এবং আর্থিকভাবে গ্রহণ করতে রাজী হয় না।

স্বার্থপর সমাজে নতুন ধর্ম গ্রহণকারীকে সকলে মিলে আর্থিক সহযোগিতা করে তার অভাব মিটিয়ে দেয়া কঠিন ব্যাপার নয়। বর্তমান যুগে আমরা মুসলিমগণ এতো স্বার্থপর যে, এক লক্ষ লোক মিলেও একজন নওমুসলিমের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন করে দিতে সম্মত হই না।

বাংলাদেশের কোনো জেলায়ই সেই জেলার যতো লক্ষ লোক আছে বছরে ততোজন অমুসলিমকে গ্রহণ করতে দেখা যায় না। অথচ প্রতি জেলায় যতো লক্ষ মানুষ আছে ততোজনের অনেক বেশি সংখ্যক লোক খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করে।

এরূপ মানসিকতাপূর্ণ মুসলিম পরিবেশে অমুসলিমদের জন্য ইসলাম কবুল করা বড় কষ্টসাধ্য। তবুও চেষ্টা করতে হবে। অমুসলিমদেরকে খালি হাতে হলেও বুঝাতে হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা আল কুরআনে মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, "তুমি মানুষকে বুঝাতে থাক। কেন না, বুঝানো মুমিনদেরই উপকার হয়।" (সূরা যারিয়া– ৫১ ঃ ৫৫)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, অত্যাচারী সুলতান বা শাসকের সম্মুখে হক কথা বলা সর্বোত্তম জেহাদ"। "(আফদালুজ যিহাদী ফালিমাতু হাক্বিন এনদা সুলতানিন জায়েরীন (আবু দাঊদ, ইবনে মাযা, তিরমিযী)।

www.nagorikpathagar.org

অমুসলিমদেরকে ভয় করে দাওয়ার কাজ না করা

যদি কোনো অমুসলিমকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়, শ্রোতা বুঝতে চাইলেও বক্তার ভীতির কারণ থাকে। যে অন্যধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন, তার আত্মীয়-স্বজন খোঁজ করেন, কোন মুসলিমদের সাহচর্য, সংশ্রব এবং উপদেশ বা প্ররোচনায় তাদের আপনজন স্বীয়ধর্ম ত্যাগ করেছে। এ সংক্রান্ত বিষয় তারা জানতে চায়। কোনো মুসলিম চাইবে না তার কোনো আত্মীয় ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্যধর্ম গ্রহণ করুক। সেইরূপ অনুভূতি অমুসলিমদেরও থাকতে পারে।

এটা অস্বাভাবিক নয় যে, কোনো মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করলে যার প্ররোচনায় বা বুঝাবার ফলে মুসলিম ব্যক্তিটি ইসলাম ত্যাগ করেছে, ঐ সমস্ত অমুসলিমদের সম্পর্কে মুসলিমগণ জানতে চাইবে এবং সম্ভব হলে হয়ত অন্যধর্ম প্রচারকারীদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হবে। এ অবস্থায় অমুসলিমদের কাছে ইসলাম প্রচারকারীদেরও বহু বাধা ও বিপদ–আপদের সম্মুখীন হতে হয়। এই বিপদ-আপদ আর্থিক, দৈহিক ও সামাজিক হতে পারে।

আমরা যারা এ ধরনের বিপদের ভয়ে দাওয়াতের কাজে অগ্রসর হচ্ছি না, তাঁদের নিরাপত্তা আখিরাতে কতোটুকু হবে? এ দুনিয়ার হয়ত দাওয়ার কাজ না করে বৈষয়িক জীবনে নিরাপদ রইলাম। আখিরাতে কী সেই নিরাপত্তা বজায় থাকবে?

অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ যদি হয়, তাহলে অত্যাচারের ভয়ে যারা ইসলাম প্রচারে বিমুখ ও উৎসাহহীন তাদেরকে আল্লাহ অথবা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কতোটুকু পছন্দ করবেন? নবী (সাঃ) বলেছেন, "যালেম বা অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ"–সে প্রেক্ষাপটে অত্যাচারীর শাসক নয়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কারো নিকট ইসলামের দাওয়াত না পৌছালে কি আমাদের নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত দেখে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সন্তুষ্ট হবেন? সন্তোষ সহকারে হাশরের ময়দানে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন? অত্যাচারী সম্মুখে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ ঘোষণা করে আল্লাহর রাসূল এরূপ জিহাদে অবশ্যই উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দাওয়ার মতো জিহাদে যদি আমরা অংশ গ্রহণ না করি তবে কি মানসিকতায় এবং মুখে আমাদের প্রিয় হাবীবের সাফায়াত প্রত্যাশা করতে পারি?

পাপের কথা বললে বা অবৈধ কিছু (যেমন মদ, শূকরের মাংস) আহার করলে যারা তা বলে অথবা করে তাদেরই নিজের ক্ষতি হবার কথা। কিন্তু দাওয়াতের কথা না বললে ক্ষতি হচ্ছে তাদের যাদের কাছে এখনো দাওয়াত পৌঁছেনি। যারা অমুসলিমদেরকে তাদের জন্য লাভজনক কথা বলতে বা

www.nagorikpathagar.org

অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না তাদের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অসন্তুষ্ট হবেন। সে জন্যই হয়ত আল কুরআনে রাব্বুল আলামীনের বিরক্তি প্রকাশিত বহু আয়াতে যেমন– "রাব্বানীগণ এবং আহবার বা পন্ডিতগণ তাদেরকে পাপ কথা বলতে এবং অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না।" (সূরা মায়িদাঃ ৬৩)

যদি পাপ কথা বলা, অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ না করা আল কুরআনের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট হয়, তবে দ্বীনের দাওয়াত না দেয়া এবং পরিহার করে চলা কত নিকৃষ্ট কাজ তাও ভেবে দেখতে হয়।

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, "ধর্ম, বর্ণ, সংস্কারের প্রভাবে মানুষ আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, অথচ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সক্ষম ব্যক্তিগণ এর প্রতিকার করে না তখন আল্লাহ তা'য়ালা সকলের প্রতি আযাব নাজিল করেন।" (মুসনাদ আহমদ)।

আল্লাহর দ্বীন কবুল না করা এবং কুফরীতে লিপ্ত হওয়া থেকে বড় নাফরমানী আর কী হতে পারে? জন্মগত কারণে আল্লাহ তা'য়ালার অমুসলিম বান্দাগণ কুফরীতে লিপ্ত আছে। কিন্তু সামাজিক এবং আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা অমুসলিমদের দ্বীনের দিকে আহ্বান না করি, তবে নাফরমানীর ক্ষমা কিভাবে প্রত্যাশা করব বা পাব ?

দ্বীন প্রচারে উদাসীন ও উৎসাহহীন থাকা অবশ্যই আল্লাহর নাফরমানী বা অকৃতজ্ঞতা। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা এ নাফরমানী করতেন না। এ কারণেই বিশ্বে কোটি কোটি অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আল্লামা ইবনে কাসির তাঁর কৃত আল কুরআনের তাফসীরে এ প্রসঙ্গে (সূরা মায়িদাঃ ৬৩ আয়াত) বলেছেন, "হে লোকসকল তোমাদের পূর্বেকার বহু জাতিকে এ কারণেই ধ্বংস করা হয়েছে যে, তারা মন্দ কাজ করতো, অথচ তাদের আলেম সমাজ এবং তাকওয়াসম্পন্ন আল্লাহ ওয়ালাগণ চুপ করে থাকতেন। যখন এটা আল্লাহর বন্দেগীকারী বান্দাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল, তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উপর আজাব নাজিল করেন।"

"তাই তোমাদের উচিত আজাব নাজিল হওয়ার আগেই তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজের বারণ করবে। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অত্যন্ত বিরক্তির সাথে বলেন, "তোমরা নিশ্চিত থাকবে যে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ তোমাদের জীবিকা হ্রাস করবে না। তোমাদের মৃত্যুকেও ত্বরান্বিত করবে না।" (তাফসীরে ইবনে কাসির)।

কুফরীতে লিপ্ত থাকার চেয়ে এবং সৎ কাজের আদেশ থেকে নির্লিপ্ত থাকার চেয়ে বড় পাপ কাজ আর কী হতে পারে? কুফর এবং ইসলামের পার্থক্যসূচক এই সৎ কাজ এবং মন্দ কাজ সম্পর্কে আমরা নির্লিপ্ত, উদাসীন, বেখেয়াল অথচ তসবীহ, তাহলীল এবং তাহাজ্জুদগুজার মুসলিম আমরা।

www.nagorikpathagar.org

দাওয়াহ্ বিহীন ইবাদত

যদি কোনো লোক নামায রোযা বাদদিয়ে শুধুমাত্র তাবলীগ এবং দাওয়াহ্'র কাজই করে, তার অবস্থা কিরূপ? তিনি কি এই ভেবে সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেন যে, তিনি নামায, রোযা অপেক্ষা অনেক ভালো কাজ করেছেন?

নামায ও রোযা ছাড়া দাওয়াহ্ এবং তাবলীগ সম্পূর্ণ অর্থহীন। এরূপ কাজের দু'পয়সা দামও নেই। যদি কেউ নামায, রোযা ও যাকাতের প্রতি উদাসীন হন কিন্তু দাওয়াহ্ এবং তাবলীগে জীবন কাটিয়ে দেন, তার জীবন বেকার এবং মূল্যহীন।

সংশয়ী পুত্র এবং বান্দাহ

একটি উদাহরণ দেয়া যাক। একজন শিল্পপতির পুত্র তার পিতা অপেক্ষা যোগ্যতর। সভা-সম্মেলনে তিনি পিতা অপেক্ষা সুন্দর বক্তব্য রাখতে পারেন। যৌথ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়ও তিনি কোম্পানীর স্বার্থ পিতা অপেক্ষাও আরো বলিষ্ঠভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন। তার বাবাকে যে সমস্ত কাজ করতে হয়, সে সমস্ত কাজ অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারেন। সবদিক দিয়ে সে পিতার সার্থক উত্তরসূরী এবং উত্তরাধিকারী। কিন্তু তার একটি ত্রুটি বা দুর্বলতা ইদানিং পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পুত্র বিবর্তনবাদী, মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিশীলদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা ও মাখামাখি করেন। ফলে তার চিন্তা-চেতনায় নতুনত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি একটি বিষয়ে অনিশ্চিত এবং সংশয়শীল। পিতা বলে যাকে তিনি এতোদিন জেনে এসেছেন, তিনি যে সত্যই তার পিতা-এর কোনো প্রমাণ তার কাছে নেই। এটি একটি সন্দেহজনক ব্যাপার। তার পিতা নামে পরিচিত ব্যক্তি এবং মায়ের মধ্যে মধ্যরাতে যে ঘটনা ঘটেছে, তার কোনো সাক্ষী নেই। জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রমাণহীন।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, দার্শনিক যুক্তি-তর্ক কোনো পদ্ধতিতেই পুত্র এ সত্যে উপনীত হতে পারছেন না যে, পিতা নামে অভিহিত ব্যক্তিটি তার সত্যিকারের পিতা কি না?। তবে সন্দেহের বেনিফিট বা সম্ভাব্যতা হিসেবে তিনি মেনে নিতে রাজী আছেন যে, যাকে তিনি বাবা ডাকছেন তিনি তার পিতা হতেও পারেন, না-ও হতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

এ ধরণের মানসিকতা সম্পন্ন পুত্রের প্রতি শিল্পপতি পিতার দৃষ্টিভঙ্গি কি হতে পারে? ব্যবসা পরিচালনায় নৈপূন্য, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, শিল্প সম্প্রসারণের সীমাহীন সম্ভাবনা যার মাধ্যমে হতে পারে, সেরূপ সংশয়শীল পুত্রের প্রতি পিতার অনুভূতি কী হবে? তিনি এরূপ পুত্রের চেহারা দেখতে ঘৃণা অনুভব করবেন না? তিনি কি তাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন না? এই কুলাঙ্গারটি যে তার পুত্র—এরূপ চিন্তা করতেও তিনি ঘৃণাবোধ করবেন। বেনামাযী কিন্তু উন্নত স্তরের দা'য়ী বা বে রোযাদার মুবাল্লিক কোনো প্রকারেই পিতার পিতৃত্বে সংশয়শীল পুত্র অপেক্ষা উন্নত স্তরের নয়।

বে-তাবলীগ বান্দাহ

আমরা যদি নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, কুরবানী, জেহাদ সবই করি, কিন্তু তাবলীগ এবং দাওয়াহ্'র অংশগ্রহণ না করি, তবে আমাদের নাজাতের সম্ভবনা কতোটুকু? আল্লাহ্র দেয়া অন্য সকল অবশ্য করণীয় কাজ সম্পাদন করি, কিন্তু তাবলীগ করি না আমরা কি আখিরাতে কামীয়াব হবো না? তাবলীগ হলো- মানুষকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান এবং মন্দকাজে নিষেধ করা। তদুপরি রয়েছে আল্লাহ্র দ্বীনের দিকে আহ্বান করা।

আল্লহ্র বান্দাকে তিন ধরনের কাজই করতে হবে। আল্লাহ্র বান্দাকে আল্লাহ্র দ্বীনের দিকে আহ্বান করা অবশ্য করণীয় ফরজ। কোনো না কোনভাবে তাবলীগ ও দাওয়াহ এর আমলে অংশগ্রহণ করতেই হবে।

মুবাল্লিগ-মুয়াজ্জিন

প্রতিদিনের অত্যধিক সফল একজন মুবাল্লিগ হলেন মসজিদের মুয়াজ্জিন। তার ডাকে মুসল্লিরা নির্দিষ্ট সময়ে মসজিদে সমবেত হন। একটি সমাজের কোনো মুসলিমই যদি মুয়াজ্জিনের কাজ না করেন, এ ফরজ কাজ সকলের ওপর অনাদায়ী থেকে যাবে। কিন্তু তাবলীগের কাজ সকল মুসলিমকেই করতে হবে। যে মুসলিম অন্যান্য সকল ফরজ, ওয়াজিব আদায় করেন, কিন্তু তাবলীগ এবং দাওয়াহ'র আমলে অংশগ্রহণ করেন না, তার নাজাতের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। একটি ছোট উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝা যায়।

রুটিন মাফিক ফরজ আদায়

একজন শিল্পপতি তার ঘরবাড়ি দেখাশুনার জন্য জনৈক একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত সহকারী নিয়োগ করেছেন। তিনি তাকে লিখিত নিয়োগপত্র দিয়েছেন। নিয়োগপত্রে চাকুরীর শর্তাবলী ছাড়াও তাকে কী কী কাজ করতে

www.nagorikpathagar.org

হবে তা সুস্পষ্ট, পরিষ্কার এবং শর্তহীনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত সহকারীর দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে কোনো অনিশ্চয়তা তিনি রাখেননি।

ব্যক্তিগত সহকারী কখন সকাল বেলা বাসভবনে আসবেন, কখন দুপুর বেলা খাবারের জন্য যাবেন, নৈশভোজের ছুটি কখন হবে, দিনের কাজ কখন শেষ হবে, ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে নিয়োগপত্রে লেখা রয়েছে।

ব্যক্তিগত সহকারী সকল টেলিফোন গ্রহণ করবেন, টেলিফোন বাড়িতে অবস্থানকারী যার খোঁজ করা হয়েছে, তিনি সে সময় উপস্থিত না থাকলে খবর নিয়ে টেলিফোনকারীকে খবর দিবেন। কোনো বাণী লিখে রাখতে হলে লিখে রাখবেন। পোষা কুকুর, বিড়াল, কাকাতুয়া, দুধের গাভীর দেখাশুনাও তিনি করবেন। বাড়ির মালিকের পরিবহনের ব্যবস্থা করা, ছেলে-মেয়েদেরকে পরিবহনে স্কুলে পাঠনো এবং স্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা তার দায়িত্ব। বেগম সাহেবের নির্দেশ পালন করা এবং এ ধরণের সকল কাজের নির্দেশগুলো পালন করাও ব্যক্তিগত সহকারীর দায়িত্ব।

ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন একজন নীরব কর্মী। সকলেই তার প্রতি সন্তুষ্ট। এ ধরণের দায়িত্বশীল, বিশ্বস্ত এবং কর্তব্যপরায়ণ সহকারী শিল্পপতির বাসভবনে কেন, কারখানা এবং দপ্তরেও নেই।

একদিন শিল্পপতির পাঁচ বছর বয়স্ক ছেলেটি পুকুর ঘাটে রাজ হাসের খেলা দেখতে গেল। শিল্পপতির বাড়ির বিরাট পুকুরে পাকা বাঁধানো সুন্দর ঘাট। এই ঘাটে শিল্পপতির শিশু পুত্রটি রাজহংসকে বিস্কুট খাওয়াতে উৎসাহী হলো। হঠাৎ করে শিশুটি পানির মধ্যে পড়ে গেল। কর্তব্যপরায়ণ সহকারী তার নিয়োগপত্রে লিখিত সমস্ত দায়িত্ব বার বার পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। একটি শিশু পানিতে পড়ে গেলে তার করণীয় বা অনুরূপ কোনো কর্তব্য আছে কিনা তা বুঝার জন্য তার মুখস্থ করা দায়িত্বগুলো আবৃতি করলেন। কিন্তু কোথাও কিছু পেলেন না। নিয়োগপত্রটি তিনি তার পকেটেই রাখতেন। পকেট থেকে বের করে পড়ে দেখলেন এবং নিশ্চিত হলেন যে, পানিতে পড়া শিশুকে উদ্ধার করা তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যের অন্ত র্ভুক্ত নয়।

দুপুরে খাবার সময় শিল্পপতি বাড়িতে এলেন। খাবার টেবিলে তিনি তার কনিষ্ঠ পুত্রের খোঁজ নিলেন। তাকে গৃহে পাওয়া গেল না। কোথায় গিয়ে আছে বের করার জন্য একাধিক ব্যক্তি সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করলো। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। এক পর্যায়ে কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিগত সহকারী শিশু সন্তানের বিষয়টি সম্পর্কে জানালেন যে, বেলা একটার দিকে

www.nagorikpathagar.org

শিশুটিকে দেখেছেন রাজহংসকে বিস্কিট খাওয়ার সময় ঘাট থেকে পানিতে পড়ে যেতে। তখন সময় দু'টা বাজে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির কাজের লোক, পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের অনেকেই পানিতে লাফিয়ে পড়লেন। জাল জোগার করা হলো। পাওয়া গেলো না। ডুবুরী আনা হলো বেশ চেষ্টার পর শিশুটিকে পানি থেকে জালদিয়ে উদ্ধার করা হলো, সে তখন মৃত।

ব্যক্তিগত সহকারীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, পানিতে পড়তে দেখেও কেন তিনি শিশুটিকে তুলে নিলেন না। অথবা তাকে পানি থেকে তুলে নিতে কাউকে নির্দেশ দিলেন না। চিৎকার করে কেন অন্যদেরকে অবহিত করলেন না। ব্যক্তিগত সহকারী নিরুত্তর। তিনি তার নিয়োগপত্র বহুবার পাঠ করে সম্পূর্ণ মুখস্থ করে নিয়েছিলেন। নিয়োগপত্রের কোথাও লিখা ছিল না যে, কোনো শিশু পানিতে পড়ে গেলে তাকে তুলে নিতে হবে। অথবা বিষয়টি অন্য কাউকে জানাতে হবে। ব্যক্তিগত সহকারী বিশ্বাস করেন, এটা তার কাজ নয়। যা তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না, তা করাতে তিনি বিশ্বাস করেন না।

ব্যক্তিগত সহকারীর উত্তরে শিল্পপতির কী প্রতিক্রিয়া হবে? তিনি কি এমন ব্যক্তিকে চাকুরীচ্যুত করার পূর্বে মারধোর করবেন না ? একে কি মেরে ফেলতে তার ইচ্ছা হবে না ?

আজকাল বহু দ্বীনদার ধর্মীয় ব্যক্তির চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানসিক অবস্থা উল্লিখিত ব্যক্তিগত সহকারীর চেতনা ও মানসিকতার অনুরূপ।

বহু মুসলিম অবশ্যই তার করণীয় ফরজ নামায ছেড়ে দিয়েছেন। অমুসলমানদের নিকট দ্বীনের বাণী পৌঁছাচ্ছেন না। সিরাতুল মুস্তাকিমের আহ্বান তাদেরকে জানানো হচ্ছে না। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে কোটি কোটি মানুষ জাহান্নামের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু 'আলেম-উলামা এবং 'আবেদ ও সুফী দরবেশবৃন্দ নফল নামায, নফল রোযা, নফল হজ্ব, তাসবিহ, তাহলিল এবং জিকিরে মগ্ন আছেন। এ ধরনের মুসলিমদের পরিণতি সম্বন্ধে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই সম্যক অবহিত।

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম অধ্যায়

দাওয়াহ্ সাহিত্য

ধর্ম বিশ্বাসের বস্তু। যুক্তির নয়। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস যুক্তির আলোকে প্রোজ্জ্বল করে উপস্থাপন না করা হলে তা গ্রহণীয় হয় না। অন্যধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানচর্চা ও আলোচনা করতে হলে পরধর্ম সম্পর্কে সহনশীল ও সহানুভূতিশীল হতে হবে। তা না হলে ঐ আলোচনা অথবা রচনা ভিন্ন ধর্মানুসারীদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। যুক্তি ও তথ্যভিত্তিক এবং সহানুভূতিশীল রচনা সাদরে গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা অধিকতর।

অমুসলিমদের জন্য প্রয়োজন ঈমানী সাহিত্য। কারণ, তাদেরকে তাদের বিশ্বাস পরিবর্তনের জন্য আহ্বান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের সঙ্গে অন্যধর্মের পার্থক্য কি এবং ইসলাম গ্রহণ করলে তার এ জগতে এবং পর জগতে কি কল্যাণ হবে, তা অন্যধর্মাবলম্বীকে বুঝাতে হবে। এজন্য দাওয়াহ্ গবেষণা কেন্দ্র এবং যুক্তিভিত্তিক গবেষণামূলক দাওয়াত সাহিত্য অত্যধিক প্রয়োজন।

দাওয়াহ্ গবেষণা

মুসলিমদের জন্য ইসলামী সাহিত্য রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ। ইসলামের অনেক কিছুই মুসলিমগণ জানেন। কিন্তু আমল করেন না। তাই তাদেরকে অনুপ্রাণীত করতে আমলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গবেষণা প্রয়োজন।

নওমুসলিমগণ আছেন বিভিন্ন স্তরের। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অতি উচ্চ শিক্ষিত। কেউ কেউ অল্প শিক্ষিত। অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত নও-মুসলিমদেরকে ইসলাম বুঝাবার যে ধরনের পুস্তক প্রয়োজন, তা দ্বারা উচ্চ শিক্ষিত নওমুসলিমদের প্রয়োজন মিটবে না। দাওয়াতী কর্মীদের বিভিন্ন স্তরে ইসলামী সাহিত্য প্রয়োজন। তাই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণালব্ধ বিভিন্ন স্ত রের সাহিত্য রচিত হতে পারে।

ধর্ম পরিবর্তন সহজ ব্যাপার নয়

শিক্ষার্থীদের পক্ষে খুব বেশি প্রয়োজন না হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করা সম্ভব হলেও তা তারা করে না। চাকুরী পরিবর্তন করাও অনেকের পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব হয় না।

www.nagorikpathagar.org

বহু উত্তম ব্যক্তিরও দাম্পত্য জীবন দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারসাম্যমূলক হয় না। পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন বহু ঘটনা ঘটে থাকে, যার ফলে পারিবারিক জীবন হয় নরক জ্বালা। এরূপ ক্ষেত্রেও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিচ্ছেদ হয় না বহু কারণে। প্রধান কারণ হলো– পুত্র-কন্যার ভবিষ্যত।

নতুন করে সংসার পাতলে ছেলে-মেয়েগুলো হীনমন্যতায় ভুগবে। তাদের বিবাহের সময়েও মাতা-পিতার সংসারে অশান্তি ও বিচ্ছেদের ঘটনাদি উচ্চকিত হবে। বিবাহ হয়ে গেলেও সামান্য সংঘাতেই তাদের পিতা-মাতার বিচ্ছেদের প্রশ্নটি এসে যায়।

ধর্ম পরিবর্তনের ওয়াকিয়া (ঘটনা) সংকলন

দ্বীন বা ধর্ম পরিবর্তন করা, জীবনধারা পরিবর্তনের চেয়ে কমকঠিন নয়। এরূপ প্রেক্ষাপটেও প্রতিদিনই বহু লোকের জীবনে, ধর্ম পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে থাকে অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষ বিশেষ কারণ ও ঘটনা সংঘটনের ফলে।

এরূপ ঘটনাগুলো নিশ্চিতভাবে দ্বীন-প্রচারের স্বার্থে সংরক্ষিত হওয়া উচিত। লিখিতভাবে সংরক্ষিত ঘটনাগুলো সংকলন হওয়া উচিত এবং পুস্তক-পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়া উচিত।

ওয়াজ, বক্তৃতা, আলোচনা, আহ্বান, দাওয়াহ ইত্যাদির মাধ্যমে দ্বীন এবং মতবাদ প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। দিলের ওপরে আছরকারক এমন বক্তব্য হতে পারে অথবা ঘটনা ঘটে থাকে, যার ফলে কারো মৌলিক চিন্তা, বিশ্বাস এবং জীবনধারা পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।

নওমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের কারণ শ্রবণ ও সংরক্ষণ

যখন কোনো নওমুসলিমের সংগে পরিচয় ও আন্তরিকতা স্থাপিত হয়, অনুকূল সামাজিক ও মানসিক পরিবেশে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা এবং কারণ জানা যেতে পারে। অল্প পরিচয়ের পরেই কেনো আপনি নিজধর্ম ত্যাগ করলেন অথবা কেন আপনি ইসলাম কবুল করলেন, এরূপ প্রশ্ন কৈফিয়ত সুলভ হয়। তলবের ভাষায় বা স্বরে তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধা সংক্রান্ত প্রশ্ন করা ঠিক নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নওমুসলিমের জন্য তা বিব্রতকরও হতে পারে।

তাই এ বিষয়ে প্রশ্ন করার পূর্বে তার প্রতি ভদ্র এবং সহানুভূতিশীল হতে হবে। বন্ধুত্বমূলক অথবা পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তারপর তাদের থেকে তাদের ধর্ম পরিবর্তনের কাহিনী জানা যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

ধর্ম পরিবর্তনের ঘটনা হতে পারে স্বামী-স্ত্রী পরিবর্তনের ঘটনা থেকেও অনেক বেশি বিব্রতকর। বিয়ের আগে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের থেকে অনেক কিছু আশা করে থাকে। ধর্ম পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও এ প্রত্যাশা কম নয়, বরং বেশি।

মুসলিমদের জীবনে দাওয়া সংক্রান্ত অলৌকিক ঘটনা

মানব জীবনে ইসলাম সম্পর্কে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটে থাকে। আদ-দাওয়া বা ইসলাম গ্রহণ করা সংক্রান্ত অলৌকিক ঘটনাগুলোর সংকলন করা যেতে পারে। এরূপ সংকলনটি হবে দাওয়াত সংক্রান্ত কুরবানীমূলক, অলৌকিক এবং বাস্তব ঘটনার সংকলন।

মাদ'উ বা আহ্বানকৃতদের জন্য ধর্মভিত্তিক সাহিত্য

দাওয়াতের বাণী নিয়ে একজন হিন্দুর সঙ্গে যে কথা বলতে হবে, ঐ জাতীয় কথা একজন বৌদ্ধকে বললে তা ততোটুকু প্রাসঙ্গিক বা অর্থবহ হবে না। দাওয়াতী সাহিত্য প্রণয়ন করতে হবে মাদ'উ বা আহ্বানকৃতদের প্রয়োজন অনুসারে এবং ধর্মভিত্তিক।

মুসলিমদের হিন্দু ধর্মীয় জ্ঞানচর্চা

হিন্দুদের নিকট ইসলাম প্রচার করতে হলে হিন্দু দেব-দেবী সম্পর্কে জানতে হবে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ পড়তে হবে। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। হিন্দু-মুসলিমদের পারস্পরিক মত বিনিময়, সমঝোতা সৃষ্টি এবং ভুল বুঝাবুঝি দূরীকরণের লক্ষ্যে মুসলিমদের হিন্দুধর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত। তেমনি হিন্দুদের মুসলিম ধর্মসম্পর্কে অবহিতি প্রয়োজন।

মুসলিমগণ যখন হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কোনো পুস্তক বা প্রবন্ধ রচনা করবে, তখন কোনো কিছু নিজের মনগড়া অথবা আক্রমণাত্বক কিছু রচনা করা উচিত হবে না। অবশ্যই তা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থভিত্তিক হতে হবে।

মুষ্ঠিযোদ্ধা "মুহাম্মদ আলী"-কে এবং "ইউসুফ ইসলাম"-দের ঘটনা সংক্রান্ত সংকলন

নওমুসলিমদের মধ্যে ইউরোপ, আমেরিকায় যারা মুসলিম হচ্ছেন– যেমন মুহাম্মদ আলী, ইউসুফ ইসলাম প্রমুখ অন্যব্যক্তিত্বদের ইতিহাস সংকলন করা যেতে পারে। আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম (Why Imbraced Islam) সিরিজ-এর পুস্তকগুলো সংগ্রহ এবং পাঠ করা দাওয়াহ্‌র কর্মীদের অবশ্য করণীয় কাজ।

www.nagorikpathagar.org

দা'ওয়াহ্ শব্দটির বিকৃত ব্যবহার

"দাওয়াহ্" একটি আরবী শব্দ। আরবী দাওয়াহ্ শব্দের অর্থ হলো- আহ্বান, ডাকা, আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ, ইত্যাদি। আল্লাহ তা'য়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামের দিকে আহ্বানকে ইসলাম ধর্মীয় পরিভাষায় বলা হয় দাওয়াহ। বাংলা ভাষায় আমরা দাওয়াহ শব্দটিকে উচ্চারণ করি দাওয়াত। এর বানান হলো– আরবী চার অক্ষর "দাল, আইন, ওয়াও ও তা" যোগে। মূল শব্দটি তিন অক্ষর বিশিষ্ট। এ তিন অক্ষর হলো– দাল, আইন, ওয়াও। আল কুরআনুল কারীমে দাওয়াত বা দ্বীনের আহ্বান বা প্রচার অর্থে দাওয়াত বা দাওয়াহ্ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে বিভিন্নভাবে। উদাহরণ স্বরূপ "যেদিন (শেষ বিচারের দিন) তাদের (অবিশ্বাসীদের) ওপর শাস্তি আসবে, ঐ দিন সম্পর্কে আপনি (রাসূল) মানুষকে সতর্ক করুন। সেদিন (ধর্মের আহ্বান প্রত্যাখ্যানকারী) যালিমগণ বলবে "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছু কালের অবকাশ দিন। আমরা আপনার "দাওয়াহতে" (আহ্বানে) সাড়া দিব। রাসূলগণের অনুসরণ করব।" (সুরা ইব্রাহিম-১৪ ঃ ৪৪)।

আল কুরআনে অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলুলাহ (সাঃ)-কে বলেছেন, "আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন (উদউ) হিকমাত (প্রজ্ঞা) এবং সদুপদেশ (মাওয়েজাতিল হাসানা) সহকারে এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করুন উত্তম (আহসান) পন্থায় (সূরা নাহল-১৬ঃ১২৫)। ইসলাম প্রচারের সংগঠন, বিশেষ করে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের সংগঠন এবং কর্মসূচীকেও দাওয়াহ সংগঠন এবং দাওয়াহ কর্মসূচী –এ জাতীয় শব্দমালা দ্বারা বুঝানো হয়। আমরা দাওয়াত-এর কাজ করি। আমি একটি দাওয়াহ সংগঠনে আছি। এরূপ ভাব প্রকাশে দাওয়াহ শব্দটি ব্যবহার হতে পারে।

দাওয়াত শব্দটি ব্যবহার প্রসঙ্গে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দমালা হলো– দাওয়াতুল ইসলাম (ইসলামের দাওয়াত) এবং দাওয়াতুর-রাসূল (রাসূলের দাওয়াত)। (ইসলামী বিশ্বকোষ, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃ. ৭৬)।

দাওয়াহ্ বা দাওয়াত শব্দের বিকৃত ব্যবহার

দ্বীনের পথে বা আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত বুঝাতে হলে দাওয়াহ-এর সঙ্গে আরো দু'টি শব্দ বাড়াতে হবে। এ দু'টি শব্দ হলো–ইলা (দিকে) এবং

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ। যেমন-'দাওয়াতুন ইলাল্লাহ' অথবা 'আদ্-দাওয়াতু ইলাল্লাহ্।' এ দু'টি বাক্যাংশের অর্থ হলো — আল্লাহর দিকে বা আল্লাহর পথে দাওয়াত।

বাংলা ভাষায় আরবী দাওয়াহ অথবা চলিত বাংলা দাওয়াত শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন—খাওয়ার দাওয়াত, কোনো অনুষ্ঠানের দাওয়াত, সভা-সমিতিতে আগমনের দাওয়াত বা আহ্বান ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় আরবী দাওয়াত শব্দের অর্থ বুঝা হয় খাওয়ার আমন্ত্রণ বা আহ্বান অর্থে। এটা হলো আরবী পবিত্র মূল শব্দ দাওয়াহ্-এর ভুল বা অসম্পূর্ণ অর্থ। দ্বীনের দাওয়াত বা আমন্ত্রণ করা হলে আহ্বানকারী বা আমন্ত্রণকারী চর্ব, চুষ্য, লেহ, পেয় দিয়ে আপ্যায়ন করাতে পারেন। যেমন মিলাদ উপলক্ষে মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। তবে এ আপ্যায়ন মূল লক্ষ্য নয়। উপলক্ষ মাত্র।

দ্বীনের দাওয়াহ শব্দটিকে খাওয়ার দাওয়াত অর্থে ব্যবহার করা আরবী মূল দাওয়াহ্ শব্দের আংশিক অথবা বিকৃত অর্থ। এটা একটি চরম বেয়াদবী, যা আমরা বুঝতে পারি না। কারণ এরূপ অর্থে শব্দের মূল অর্থ, স্পিরিট বা তাৎপর্য নষ্ট হয়ে যায়।

আরবী দাওয়াহ শব্দের মূল অর্থ আল্লাহর দ্বীন বা ধর্মের দিকে আহ্বান, আমন্ত্রণ এবং নিমন্ত্রণ। শ্রদ্ধা এবং বিনয়ের লক্ষ্যে অথবা অন্য উপলক্ষে বা অর্থে দাওয়াত শব্দটি ব্যবহার করলে হয়ত পাপ হবে না । যেমন স্বীয় মাতাকে খালা বললে পাপ হবে না- যেরূপ হবে মাকে বেটি বললে।

যারা অন্যভাষা জানেন না তারা শিশুর মতো সরল ও নিরপরাধ। নিরপরাধ এই অর্থে যে, তারা শিশুর ন্যায়ই জ্ঞানহীন। শিশুকে যা শোনান হবে, বুঝানো হবে বা বার বার বলা হবে, তাই সে বুঝবে। যে কোনো একটি ফল হাতে নিয়ে শিশুকে দেখিয়ে 'আম' 'আম' 'আম' 'আম' শব্দটি বার বার উচ্চারণ করলে শিশু ফলটির নাম যে আম, তা হয়ত বুঝে নেবে।

মা শিশুকে কোলে নিয়ে বার বার বলেন 'মা' 'মা' 'মা' 'মা'। শিশুটি এ পর্যায়ে বুঝে নেয় যে, যিনি তাকে কোলে নিয়েছেন তিনি তার মা অথবা অতি আপনজন। মা-এর পরে যে শিশুকে বেশি কোলে নেন বা আদর করে কোলে নেন তিনি হলেন বাবা অথবা আপন কেউ। দাদী-নানী, খালা-বোনও শিশুকে কোলে করে আদর দেয়।

তবে মা এবং বাবা শিশুকে যে অনুভূতি এবং আদরের দৃষ্টিতে দেখেন, সেরূপ আদরের দৃষ্টিতে অন্যদের পক্ষে শিশুর দিকে তাকানো বা তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা সম্ভব নয়। কোনো শিশুকে বুকে নিয়ে শিশুর মুখের সঙ্গে মা তার গাল লাগিয়ে আদর করেন। যদি শিশুর মা বার বার উচ্চারণ করতে থাকে 'খালা' 'খালা' খালা, তবে শিশুটি বয়সের কোনো এক পর্যায়ে বুঝে

www.nagorikpathagar.org

নিবে যে তাকে কোলে নিয়েছে সে তার খালা। দাওয়াত শব্দটির ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই।

যারা আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াহ বা আহ্বানের কাজে সময় বিনিয়োগ করেন, তাদেরকে আরবীতে বলা হয় দা'য়ী বা আহ্বানকারী। এ শব্দটির আরবী বানান হলো আরবী অক্ষর দাল, আলিফ, আইন, ইয়াহ্। বহু বচনে– এ শব্দটি হলো, দু'আ। উচ্চারণ একই হলে কালির দোয়াত শব্দটির আরবী উচ্চারণ দাওয়াত। কিন্তু বানান হলো ভিন্ন। তা হলো আরবী অক্ষর দাল, ওয়াও, আলিফ, লম্বা তা।

দাওয়াত শব্দটির অন্যান্য রূপান্তর লক্ষ্য করা যেতে পারে। আরবী দাওয়াহ্ এক বচন। এ শব্দের বহু বচন হলো দাওয়াত। অর্থাৎ বহু বচনে আরবী শব্দ দাওয়াত লেখার সময় দাল, আইন এবং ওয়াও অক্ষরের পর একটি আলিফ দিতে হবে। এ আরবী শব্দের 'তা' অক্ষরটি এক বচনের গোল 'তা' না হয়ে বহু বচনের লম্বা 'তা' অক্ষর হবে।

আরবী দাওয়াহ শব্দের একটি ভিন্ন বানান, ভিন্ন উচ্চারণ এবং ভিন্ন অর্থ আছে। দাওয়াত শব্দে আরবী দাল, ওয়াও, আলিফ, লম্বা তা। এরূপ বানানে দাওয়াত উচ্চারণ করা হলে এখানে দাওয়াত অর্থ হবে কালির দোয়াত। যে কালো কালির দোয়াত থেকে লাল, কালো বা সবুজ রঙ-এর কালি নিয়ে লেখা হয়, ঐ কালির দোয়াত।

আরবী শব্দের বাংলা উচ্চারণের আর একটি সমস্যা হলো আরবী 'আইন' অক্ষরের বাংলা কোনো প্রতি অক্ষর নেই। বাংলা অক্ষর 'আ' এবং 'য়া' দ্বারা আরবী হামজা, আলিফ এবং আইন– এই তিন অক্ষর বুঝায় এবং লেখা হয়। কিন্তু আরবী ভাষার 'আইন', 'গাইন' শব্দমালার 'আইন' অক্ষরগুলোর বাংলা ভাষায় কোনো পৃথক প্রতি অক্ষর নেই। তাই দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানোর অর্থে একটি উল্টা কমা দিয়ে আরবী 'আইন' অক্ষরটির বাংলা প্রতি অক্ষর লেখা হয়। এই ইল্‌ম বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ নয়।

ইংরেজী ভাষায়ও আরবী 'আইন' অক্ষরের কোনো ইংরেজী প্রতি অক্ষর নেই। ইংরেজ সাহেবগণ ইংরেজী ভাষার আরবী 'আইন' অক্ষরের জন্য উল্টা কমা ব্যবহার করেন। আমরাও তাই করি।

এখনো বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি আলিম উলামাদের হীনমন্য মানসিকতার তেমন পরিবর্তন হয়নি। তার একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ হলো– ইংজেরদের অনুকরণে উল্টা কমা দিয়ে আরবী 'আইন' অক্ষরের উচ্চারণ।

বাংলা ভাষা আরবী অপেক্ষা নতুন। বাংলা সাহিত্য ইংরেজী সাহিত্য অপেক্ষা নতুন। দু'শত বছরের গোলামীর ফলে ইংরেজের ভাষা, পোশাক, আদব-কায়দা, গোলামীর মানসিকতাসম্পন্ন মুসলিমদের নিজস্ব আদব, কায়দা

www.nagorikpathagar.org

এবং সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে। এ মানসিকতাকে বাংলা বাউল কবি প্রকাশ করেছেন তার ভাষায়–'দাদায় আমারে কইছে দাসীর ভাই। আমার আর আনন্দের সীমা নাই।'

শতাধিক বছরের ইংরেজের গোলামীর পরিণতিতে রাজা-বাদশাহ-এর জাত মুসলিমদের অবস্থা ভারতীয় মুসলিমদের বিশেষ করে বাংলার মুসলিমদের অবস্থা এমন করুণ বা নিদারুণ হয়ে পড়েছে যে, কোনো মুসলিমকে ইংরেজ রাজত্ব চলাকালে হিন্দু ভদ্রলোক দাসীর ভাই বা আরো খারাপ গালি দিলেও মুসলমানগণ আনন্দে আটখানা হয়ে যেতেন।

দাওয়াত বলতে আমরা খাওয়ার নিমন্ত্রণ বা আমন্ত্রণ শুনতে শুনতে বা বুঝতে বুঝতে এখন দৃঢ়ভাবে ধারণা করে নিয়েছি যে, দাওয়াত অর্থ খাওয়ার আমন্ত্রণ বা নিমন্ত্রণ। বর্তমানে কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ বা আহ্বানকে দাওয়াত বলা হয়।

শব্দের অপব্যবহারে আমরা অনেকেই অসতর্ক। মাদ্রাসায় সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারীকে সমগ্র উপমহাদেশে মাওলানা বলা হয়। শায়খ, দাওরা, কামিল ইত্যাদি অধিকতর সঠিক। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুনাজাতে বলি, 'আনতা মাওলানা ফানসুরনা আলাল কাওমিল কাফেরীন'।
এ বাক্যের অর্থ–'তুমি আমাদের প্রভু, আমাদেরকে কাফিরদের ওপর বিজয়ী কর।' উপরোক্ত বাক্যে আমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে বলতেছি তুমি 'মাওলানা' অর্থাৎ আমাদের প্রভু। অন্যদিকে আমাদেরকে কেউ মাওলানা বললে অসন্তুষ্ট হই না বরং তা সন্তোষের সাথে মেনে নেই। এটা একটু বৈসাদৃশ– যা পরিহার করা ভাল।

শব্দের ব্যবহার যথাযথ হওয়া উচিত। বিশেষ করে "আল কুরআনে" ব্যবহৃত নীতি-নিদর্শনমূলক শব্দের অর্থের ক্ষেত্রে কতগুলো কথা অথবা বাক্য ভুল বা বিকৃত উচ্চারণ ভুল অর্থে অনুধাবন করা মহাপাপ। যেমন দরুন–তুমি কি আমার আল্লাহ? তোমার হুজুর কেবলা কি তোমার রাসূল? তোমার হাতের গীতাঞ্জলী কি তোমার কুরআন? নাউজুবিল্লাহ ! তদ্রূপ দাওয়াহ্ শব্দটির দ্বীনের দাওয়াতের অর্থ বাদ দিয়ে মিলাদ বা বিয়ের দাওয়াত অর্থে ব্যবহার করাও হবে একটি মৌলিক দ্বীনি শব্দের অপব্যবহার।

www.nagorikpathagar.org

দাওয়াহ্ সাহিত্য সংকলন

দাওয়াহ্ সংক্রান্ত আল কুরআনের আয়াত সংকলন

আল কুরআনের যে সকল আয়াত দাওয়াহ সংক্রান্ত ঐগুলো সংকলন ও মর্মার্থ বিশ্লেষণ করা খুবই প্রয়োজন। অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার সংক্রান্ত হাদীসগুলোর একটি সংকলন করা আরো বেশি প্রয়োজন। তা কাদের মাধ্যমে করা যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া এবং সংকলনের দায়িত্ব কাউকে দেয়া যেতে পারে। যদি এ কাজ ইতোপূর্বে হয়ে থাকে তা দাওয়াহ্-এর কাজ যারা করেন তাদের সহজ লভ্য হওয়া প্রয়োজন।

ইসলাম আল্লাহ তা'য়ালার নাজিলকৃত এবং পছন্দনীয় খাস ধর্ম। আল কুরআন ভিন্ন অন্যকোন পুস্তক না বুঝেও এতো বেশি পঠিত হয় না। আল কুরআনুল কারীম একটি অলৌকিক ধর্মীয় গ্রন্থ। দাওয়াহ্ সংক্রান্ত আল কুরআনের আয়াতগুলো চিহ্নিত করার জন্য কাউকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

দাওয়াহ্ সংক্রান্ত হাদীস সংকলন

হাদীস গ্রন্থসমূহ হতে যে হাদীসগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দাওয়াহ্ সংক্রান্ত, তা সংকলন করা যেতে পারে। অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার সংক্রান্ত হাদীসগুলোর একটি সংকলন করা আরো বেশি প্রয়োজন। তা কাদের মাধ্যমে করা যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া এবং সংকলনের দায়িত্ব কাউকে দেয়া যেতে পারে। এ ধরনের সংকলন হয়ে থাকলে তা সংগ্রহ করা যেতে পারে এবং তাবলীগী নেসাব-এর মতো পাঠ ও আমল করা যেতে পারে।

আরবী ও ইংরেজী হতে বাংলায় অনুবাদ

উপরোক্ত দু'টো কাজ আরবী ও ইংরেজী বা উর্দুতে হয়ত হয়ে আছে। তা জেনে নিয়ে অনুবাদ করিয়ে নিতে হবে।

দাওয়াতী কর্মীদের জন্য ইসলামী সাহিত্য

দাওয়াত সংক্রান্ত পুস্তক শুধু যে মাদ'উ বা আহ্বানকৃতদের জন্য প্রয়োজন তা নয়, এটা প্রয়োজন দাওয়াতী কর্মীদের জন্য। শিক্ষাগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্তর ভেদে মাদ'উ বা আহ্বানকৃতদের জন্য দায়ী কর্মীদের ব্যবহৃত

www.nagorikpathagar.org

একই ধরনের পুস্তক হলে চলবে না। প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচিত পুস্তকের বহুল প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ফাজায়েল সিরিজ হতে সংকলন

বিশ্ব তাবলীগ জামাতের ফাজায়েল সিরিজ থেকে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক হাদীস এবং তথ্য চিহ্নিত এবং সংকলন করা যেতে পারে।

দাওয়াহ্ কর্মীদের অভিজ্ঞতা সংকলন

তাবলীগ জামায়াতে যারা অংশ গ্রহণ করেন এবং দেশ বিদেশ সফর করেন, তাদেও অভিজ্ঞতা, তাবলীগ থেকে ফিরে এসে তাদেরকে কারগুজারী (অভিজ্ঞতা বর্ণনা) শোনাতে হয়। অমুসলিম এবং নওমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াহ কাজে যারা অংশ গ্রহণ করেন, তাদের কারগুজারী বা অভিজ্ঞতা সংকলন করা যেতে পারে। প্রকাশনা উপযোগী হলে তা প্রকাশ করা যেতে পারে।

জন্মসূত্রে মুসলিমদের ব্যক্তি স্বার্থমুখিতা, দায়িত্বহীনতা এবং অসহযোগিতার কারণে নওমুসলিমদের ন্যূনতম প্রত্যাশা পূরণ না হলে হতাশার আগুনে কেউ কেউ দগ্ধ হতে পারে। তাই ধর্ম পরিবর্তনজনক দুঃখ-যাতনার বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়া যথাযথ নাও হতে পারে।

নওমুসলিমদের জন্য দাওয়াহ্ সাহিত্য

হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রঃ) রচিত তাবলীগী আন্দোলনের ফাজায়েল সিরিজ এবং অন্যান্য গ্রন্থ এবং ইসলামের ওপর বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার পুস্তক রচিত হয়েছে। বহু নারী ও শিশু সম্পর্কেও গ্রন্থ রচিত হয়েছে। মরহুম গাজী শামসুর রহমান রচিত "ইসলামী আইন" গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা হল ২১৫১। "The Message of Tableeg and Da'wah" গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৩৫৮। দুঃখের বিষয় নওমুসলিমদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় ইসলামিক সাহিত্য রচিত হয়নি।

প্রকাশিত পুস্তক ও স্মৃতি কথা

অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার সংক্রান্ত পুস্তক বা স্মৃতিকথা সংকলন এবং প্রকাশনা খুব কম হয়েছে। যা হয়েছে তৎসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। আরবী, ইংরেজী, বাংলায় প্রকাশিত এ সংক্রান্ত পুস্তক এবং পুস্তিকার Bibliography প্রণয়ন করে এবং সংগ্রহ করে দাওয়াহ্ পাঠাগারে সংরক্ষণ

www.nagorikpathagar.org

এবং ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রত্যেক দা'ওয়াহ্ কর্মীরই পুস্তক সংগ্রহ থাকা বাঞ্ছনীয়।

অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার সংক্রান্ত একটি Bibliography তৈরী করতে হবে। পুস্তকসমূহ নিজেরা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার করতে হবে যতটুকু সম্ভব।

দাওয়াহ সংক্রান্ত গ্রন্থ তালিকা প্রণয়ন

দাওয়াহ সংক্রান্ত প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা বা ক্যাটালগ সংকলন করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র দাওয়াহ সংক্রান্ত পুস্তক খুব কমই লিখিত এবং প্রকাশিত হয়েছে। সেজন্য অন্যান্য পুস্তকের কোন্ চাপটার, সেকশন, অধ্যায়, প্রবন্ধ, অংশ, ইত্যাদি দাওয়াহ সংক্রান্ত, তা দাওয়াহ পুস্তক তালিকায় উল্লেখ থাকলে উৎসাহী ব্যক্তির জন্য তা সংগ্রহ করা সহজ হবে।

বিভিন্ন ভাষায় প্রণীত, সংকলিত এবং সংগ্রীহিত পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন এবং সংগ্রহ

দাওয়াহ সংক্রান্ত কয়েক হাজার পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন করা যেতে পারে। ইংরেজী, ফ্রেন্স, স্পেনিশ, ইটালিয়ান, ডাচ, ফার্সী, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় দাওয়াহ সংক্রান্ত তথ্যাবলী চিহ্নিত করা যেতে পারে। দাওয়াহ গ্রন্থপুঞ্জীতে দাওয়াহ গ্রন্থগুলোর সংক্ষিপ্ত তথ্য নির্দেশিকা সম্ভব হলে থাকতে পারে।

ইলেকট্রনিক মিডিয়া হতে সংকলন

ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নওমুসলিম সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক যে সমস্ত তথ্য আছে– তার সংকলন করা যেতে পারে।

জাকির নায়েক এবং আহমাদ দীদাত-এর বক্তৃতা, বিতর্ক সংকলন

জাকির নায়েক এবং আহমাদ দীদাতের বক্তৃতা এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতার Cssete সংগ্রহ করা যেতে পারে।

অন্যান্য দেশের মুসলিম দা'য়ী এবং অন্যান্য ধর্মের মিশনারীদের কাজের বিবরণ

অন্যান্য দেশে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম সংক্রান্ত কাজের মধ্য হতে আমাদের দেশে ও বাইরে করণীয় কাজের তথ্যাদি সংগ্রহ এবং ব্যবহার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

ব্রেইন স্টরমিংসেশন

যে কোন আন্দোলনের সাফল্যের জন্য মুশাওয়ারা অত্যাবশ্যক। মুশাওয়ারা অনেক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে নিয়ন্ত্রিত। কখনো কখনো মুশাওয়ারার মধ্যে ব্যক্তিগত মতামত নিঃশঙ্কভাবে করার স্বাধীনতা থাকা উচিত। সিদ্ধান্ত দিবেন আমীর।

দাওয়াহ্ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ

দাওয়াহ সংক্রান্ত পুস্তকগুলো মূলত লিখিত হয়েছে আরবী ভাষায়। অন্যান্য বিষয় বাদ দিয়ে শুধুমাত্র দাওয়াহ সংক্রান্ত পুস্তক কমই রচিত হয়েছে। দাওয়াহ সংক্রান্ত জ্ঞানগর্ভ তথ্য স্বতন্ত্র কোনো পুস্তকে পাওয়া কষ্টকর। ইসলাম সংক্রান্ত পুস্তকের অংশ বিশেষে দাওয়াহ্ সংক্রান্ত বিষয় বা তথ্য থাকতে পারে। তাই দাওয়াহ্ সংক্রান্ত পুস্তকের তালিকা, কত পৃষ্ঠা থেকে কত পৃষ্ঠা পর্যন্ত দাওয়াহ্ বিষয় আলোচিত, ইত্যাদি তথ্য নির্দেশিকাসহ উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিভিন্ন দেশের নগরীতে দাওয়াহ লাইব্রেরী স্থাপন

প্রত্যেক দেশে বহু সংখ্যক দাওয়াহ লাইব্রেরী স্থাপন করা যেতে পারে। কি ধরনের বই এবং কি কি মৌলিক পুস্তক দাওয়াহ লাইব্রেরীতে থাকতে পারে তার একটি তালিকা মুদ্রিত হতে পারে। পুস্তক সংখ্যা লাইব্রেরীর স্তরের ওপর নির্ভর করবে। কিন্তু দাওয়াত সংক্রান্ত পুস্তকের নাম, প্রকাশনা সংখ্যা এবং প্রাপ্তিস্থান লাইব্রেরী ম্যানুয়েলে মুদ্রিত থাকলে পুস্তক সংগ্রহ করা সহজ হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

অষ্টম অধ্যায়
অমুসলিমদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

কর্ম সাফল্যের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দৃষ্টিভঙ্গি মানব চরিত্র এবং যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র নিয়্যত বা উদ্দেশ্য হিসেবেই গুরুত্বপূর্ণ– তাই নয়, বরং ফলাফলের দিক থেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। অমুসলিমদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিণাম ও প্রতিক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে যায় নেতিবাচক।

বিশেষ পদ্ধতি বা টেকনোলজি অনুসারে উৎপাদনের উপাদান প্রক্রিয়াজাত করে উৎপাদিত দ্রব্য সৃষ্টি হয়। বস্তু সামগ্রীর উৎপাদনের জন্য উপাদান প্রয়োজন। মানুষের ঈমান, আক্বিদা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে "দৃষ্টিভঙ্গি" শুধুমাত্র উপাদান হিসাবেই কাজ করে না, উৎপাদক হিসেবেও কাজ করে।

সমলোচনা

কোনো মানুষকে সে যে কাজটি করে ঐ কাজটি অতি নিকৃষ্ট, এ কথা বলে তাকে উৎকৃষ্ট কাজের দিকে টানা যাবে না। কারণ, কাজটি যে খারাপ সে ব্যক্তি তা নিজেই অবহিত। জেনে-শুনেই মানুষ খারাপ কাজ করে।

খারাপ লোকের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তার কাজটি যে খারাপ এটা সমালোচকের ভাষায় সরাসরি বলা পরিণতি হিসেবে ক্ষতিকারক।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বাগধারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির। যে পাপাচার করে, তার কাজটি পাপ, এটা বললে সংগঠনের ধারা কিছুটা ব্যাহত হয়। কিন্তু যদি তাকে সরাসরি পাপী বা নিকৃষ্ট বলা হয় বা এরূপ ধারণা দেয়া হয় তাহলে তার সংশোধন কঠিন হয়ে পড়বে। তখন তিনি প্রতিরোধী বা বিরোধী পর্যায় বা অবস্থানে চলে যাবেন।

বেনামাযী বলা

যদি কোনো মুসলিমকে বলা হয় আপনি তো বেনামাযী, তাকে নামাযীতে উন্নীত করা কঠিন হবে। বেনামাযী বললেই তার মনে প্রতিক্রিয়া হবে, আপনি নামায পড়েও যে আকাম-কুকাম করেন, আমার মতো বেনামাযী তা করে না। এরূপ প্রতিক্রিয়া হলে ঐ লোক শুধু বেনামাযী থেকে যাবে না, বরং নামায তাকে পরিবর্তন করতে পারে না – এ ধারণা তার মনের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

তাকে বেনামাযী বলার আগে সে ছিল নামায না পড়ার জন্য অপরাধী। কিন্তু আল্লাহর কোনো বান্দাকে বে-নামাযী বলে তার মধ্যে দ্বিতীয় একটি অপরাধের মনোভাব উৎপন্ন করা হলো।

সেটা হলো – এই ভাবে যে, নামাযীদের চরিত্রের পরিবর্তন নামাযে হয় না। এ দ্বিতীয় অপরাধের শাস্তি নামায না পড়ার চেয়েও মারাত্মক।

নেয়ামতের শুকরিয়া

আল্লাহর নেয়ামতের অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে। বেনামাযীকে বলতে হবে, আল্লাহর হাজার নেয়ামত ভোগ করছি। আল্লাহর দেয়া চোখটি কত উপকারে লাগে। যদি আল্লাহ দৃষ্টিশক্তি না দিতেন, কত মুছিবতের মধ্যে থাকতে হত! এরূপ হাজার হাজার নেয়ামত আমাদের শরীরে আছে। এজন্য নামাযের মাধ্যমে শরীরটাকে একটু কষ্ট দিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে হবে। এটা আমার জন্যে সহজ হয়, আপনি যদি আমাকে নামাযের জন্য ডাকেন এবং উৎসাহিত করেন।

আমার আরো উপকার হয়, আমি যদি নামায সম্পর্কে আপনার সাথে আলোচনা করতে পারি। আলোচনার মাধ্যমে ঈমান মজবুত হয়। মুসলিমগণ একজন আরেক জনের সাথে দ্বীনি বিষয়ে আলোচনা করবে। এটাই আমাদের নবীর সুন্নাত। এভাবে কথা বললে বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা বেশি হতে পারে।

অতিরিক্ত সতর্কতা

অমুসলিমদের নিকট ইসলামের কথা বলতে হলে আরো অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে। যে জন্মগতভাবে মুসলিম তাকে আমি জোর করেও ইসলামের কথা শোনালে, সে আমাকে খারাপ মনে করে ইসলাম থেকে সরে যাবে, এরূপ ঘটনা হাজারটির মধ্যেও একটি হয় না।

অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের কথা বলার সময় তার ধর্মের দুর্বল দিকগুলো বললে তার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্য অমুসলিমের সঙ্গে ইসলাম সম্বন্ধে কথা বলার সময় অধিকতর সতর্কতা প্রয়োজন।

জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

ব্যবসায়ীগণ যখন কেনো জিনিস বিক্রয় করেন তখন তাকে নিজ বাণিজ্য দ্রব্যের গুণাগুণ জানতে হবে। একই সঙ্গে ক্রেতা যে জিনিসগুলো ব্যবহার করে, ঐগুলোর মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি যদি কিছু থাকে, তা অবহিত হতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

কারণ, সকল ভোগকারী উৎকৃষ্ট বস্তু অথবা বিষয় পছন্দ করেন। সেজন্য ইসলাম ধর্ম প্রচারকদেরকে ইসলামের ভাল দিকগুলো জানতে হবে এবং অন্যের তুলনায় নিজেদের কি কি দুর্বলতা আছে তাও অবহিত হতে হবে।

অন্যের সম্বন্ধে কথা বলার সময় নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। অন্য ধর্মসম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। নিজের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। নিজের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে সচেতন যেমন থাকতে হবে, অন্য ধর্মসম্বন্ধে তেমনি ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তাহলে আলোচনা অধিকতর ফলপ্রসূ হওয়ায় সম্ভাবনা থাকে।

ধর্ম পরিবর্তনের কারণ

ধর্ম পরিবর্তনের বহু কারণ থাকতে পারে। একটি হলো—নিজের ধর্ম থেকে অন্যের ধর্ম, যুক্তি ও ফলাফলের দিকদিয়ে উৎকৃষ্টতর। বিকল্প অপেক্ষাকৃত ভালো না হলে, কেউ যা হাতের কাছে পায়, তা ছাড়তে চায় না। এ কারণে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে যারা আলোচনা করেন, তাদেরকে নিজের ধর্মসম্বন্ধে জানা থাকলেই হবে না, অন্যের ধর্ম সম্বন্ধেও সাম্যক ধারণা থাকতে হবে। স্বীয় ধর্মের শক্তি ও দুর্বলতা যেমন জানতে হবে, তেমনি অন্যধর্মের বৈশিষ্ট্য, দুর্বলতা ও শক্তি সম্বন্ধে পর্যাপ্ত ধারণার অধিকারী হতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতী আমল

বিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব মুসলিমের নিকট আল্লাহ তা'য়ালা ও প্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী নিয়ে চিল্লাব্যাপী নিজ গৃহ হতে আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়ার সুন্নাত পুনরুজ্জীবনের জন্য শ্রেষ্ঠতম অবদান রেখেছেন বিশ্ব-তাবলীগ জামাত।

তাবলীগ জামায়াত আমার ক্ষুদ্র ধারণা মতে মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম আন্তর্জাতিক ইসলামী আন্দোলন। তাবলীগ জামায়াতে অংশ গ্রহণকারীগণ আমাদের প্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর মূল্যবান সুন্নাহকে কায়েমের জন্য এক অতুলণীয় অবদান ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মহান রাব্বুল আলামীন এ আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করুন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা আমাদের দ্বীনকে নতুনভাবে দেখার এবং অনুকরণের সৌভাগ্যে ধন্য হয়েছি।

সময় ও মালের কুরবানী

আল্লাহ তা'য়ালার রাস্তায় মনুষ্য ঘন্টা এবং অর্থ ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ এবং মানদন্ডে নিঃসন্দেহে তাবলীগ জামাত এ বিশ্বের বৃহত্তম ইসলামী আন্দোলন। এ আন্দোলন বর্তমানে মুসলিমদেরকে বহু শতাব্দীব্যাপী আল্লাহ তা'য়ালার অপর মুসলিমের নিকট দাওয়াহ না পৌছাবার নিদ্রাভঙ্গের সাধনায় লিপ্ত। অমুসলিমদের নিকট ইসলামের দায়াত পৌছে দেয়ার কাজও হয়ত ভবিষ্যতে তারা শুরু করবেন– ইন্‌শা আল্লাহ্।

অমুসলিমদের নিকট সাহাবীদের দাওয়াত

নবী-রাসূল (সাঃ) এবং তাদের সাহাবীগণ শুধু মুসলিমদের নিকট দ্বীনের বাণী পৌছানোতে তাদের দায়িত্ব সীমিত রাখেননি। আমাদের মধ্যে যার যতোটুকু দাওয়াতী চেতনা এবং অনুভূতি আছে, তিনি তা অন্যের সমালোচনা না করে বা তাদের থেকে দূরে না থেকে নিজে যা করছি তার অতিরিক্ত হিসেবে জামায়াতে একত্রিত হয়ে অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াহ্‌র আমল যতোটুকু আল্লাহ তৌফিক দেয় শুরু করতে পারি।

প্রচার বিমুখ কৌশল (Strategy)

আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তোষের জন্য কাজের প্রচার যতো বেশী হয়, ততোই অংশগ্রহণকারীদের সওয়াব। বিশ্ব তাবলীগ জামাত কাজই করে যাচ্ছেন।

www.nagorikpathagar.org

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের আমলে আরো বেশি বেশি বরকত দেন। তাবলীগ জামায়াতের তিন জেনারেশন-এর কাজের ফল বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। প্রচার হলে কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তির প্রচার না হলেও সংগঠনের প্রচারের দরকার আছে।

Self Satisfaction : আত্ম-সন্তোষ

দাওয়াতী কাজের যুগোপযোগী প্রকৃতি এবং প্রকার আমরা নির্ধারণ করে নিতে পারি যেন দাওয়াত করতে আনন্দ পাই। এ আনন্দ হবে আমল করে পাওয়া নিজের মনের আনন্দ। স্বীকৃতি বা বাহবা পাওয়া জাতীয় তৃপ্তি নয়।

শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তোষ

দুনিয়াদারী স্বীকৃতি নয়, আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছ থেকে পুরস্কারকেই বড়ো করে দেখতে হবে। দাওয়াহর কাজে সর্বস্বত্যাগ সাহাবীদের অনুসারী কিছু লোকের খোঁজ আমাদেরকে করতে হবে।

আল্লাহর রাস্তায় দিওয়ানা

এখন আমরা যারা নওমুসলিমদের মধ্যে কাজের চিন্তা-ভাবনা করছি, তারা সৌখিন মুবাল্লিগ। আমরা আমাদের সবকাজ সম্পন্ন করার পর ওয়াক্ত বা সময়ের সাদাকা এবং যাকাত হিসেবে মোট ২৪ ঘন্টার মধ্যে রোজ আড়াই ঘন্টা না হলেও ২.৫% হিসেবে দৈনিক ৩৬ মিনিট নিয়মিত কুরবানী করতে সমর্থ ব্যক্তি কতজন আছি, তা নির্ণয় করতে পারি। এজন্য সর্বস্বত্যাগী হয়ে বিশেষ করে সময়ের ও অর্থে সর্বস্বত্যাগী কিছুলোক পাওয়া যাবে কি না– তা দেখতে হবে। না পাওয়া গেলে যে যতোটুকু সামর্থবান ততোটুকু দান করতে পারি মাল ও সময় দিয়ে।

অবসর প্রাপ্ত ভ্রাতা

চাকুরী ও ব্যবসা থেকে অবসরগ্রহণকারী আমাদের সহকর্মী ভাইদেরকে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

জামায়াতবদ্ধ কাজ

এককভাবে কোনো ভালোকাজে ততোটুকু বরকত হয় না যতোটুকু হয় জামাতবদ্ধ হয়ে কাজ করার মাধ্যমে। শহরের বড় রাস্তা দিয়ে প্রতি মিনিটে কতো লোক চলাচল করছে। দিনের বেলা ফুটপাত দিয়ে চলতে অনেক জায়গায় ঠেলাঠেলি হয়। যেমন হয় গ্রামে হাট-বাজারের সরু পথে। এতো লোক হেঁটে যাচ্ছে কেউ অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

www.nagorikpathagar.org

দশ-বিশজনের একটি জামায়াত বা গ্রুপ শ্লোগান দিয়ে চললে বা লাইন বেঁধে চললে এবং তারা একটি গ্রুপ বা দলের অন্তর্ভুক্ত হলে তা অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমরা এককভাবে অমুসলিমদের কাছে গেলে তা যতোটুকু প্রভাব বিস্তার করে, জামায়াতবদ্ধ হয়ে গেলে তার প্রভাব অনেক বেশি হয়।

ক্ষুদ্রতম জামায়াত ও আমীর

তিনজন হয়ে গেলেই মুসলিমদের ক্ষুদ্রতম জামাত হয়ে যায় এবং জামায়াতের আমীর নির্বাচন ওয়াজিব হয়। ইমাম ছাড়া মুসলিমদের জামাত হয় না। শয়তানের জামায়াতের আমীর প্রয়োজন হয় না। জামাতেরও প্রয়োজন হয় না। শয়তান একাই একশত। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ সৃষ্টির পূর্বে ফিরিস্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন।

আর্থিক এবং সময়ের কুরবানী দানকারী ব্যক্তিকে দায়িত্ব বা জিম্মাদারীর দায়িত্ব প্রদান

আর্থিক এবং সময়ের কুরবানী দায়িত্বের মাপকাঠি হতে পারে।

অস্থায়ী আমীর

যে পর্যন্ত আমরা তাবলীগ-এর ন্যায় ত্যাগী আমীর না পাবো, সকল মসজিদকে কেন্দ্র করে অস্থায়ী আমীর নিয়োগ করতে পারি। ৩ মাস, ৬ মাস, এক বছর মেয়াদীও হতে পারে। তবে আমীর অবশ্যই থাকতে হবে। এক বৈঠক হতে পরবর্তী সাপ্তাহিক অথবা মাসিক, বার্ষিক সভা পর্যন্ত কাউকে আমীরের দায়িত্ব অবশ্যই নিতে হবে। কাউকে আমীর নির্বাচন না করা পর্যন্ত যিনি কোনো বৈঠকে সর্বশেষ আমীর থাকবেন তিনি অন্ততঃ স্ব-উদ্যোগে পরবর্তী সভা পর্যন্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করবেন।

আমীর বনাম মামুর

যারা ত্যাগ, কুরবানী বেশি করবেন, তারা আমীর না হয়ে মামুর বা কর্মী হিসেবে থাকাই বাঞ্ছনীয়। তা হলে আমীরের পদের প্রতি সুপ্ত বা গোপন কোনো লোভ থাকবে না।

মসজিদ কেন্দ্রিক মারকাজ

দাওয়াহ-এর কাজ মারকাজ কেন্দ্রীয় এবং মসজিদ কেন্দ্রিক হবে। অফিস কেন্দ্রীক নয়। যে পর্যন্ত বেহতর কোনো স্থান না পাওয়া যায়, আবুজর গিফারী মসজিদকেই জামাতের মারকাজ বিবেচনা করা যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

বনশ্রী মারকাজ মসজিদ ভবন

বনশ্রীতে দাওয়াহ্ মসজিদ নামে একটি মসজিদ করার জন্য ৫ কাঠা জমি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ জমি সংগ্রহ এবং নির্মাণ ব্যয় প্রদানকারী সংগ্রহের চেষ্টা করা যেতে পারে।

আবুজর গিফারী মসজিদ কমপ্লেক্স বাংলাদেশ নওমুসলিমসহ মারকাজ প্রতিষ্ঠা

অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের একটি মারকাজ মসজিদে নির্ণয় করা যেতে পারে। আবুজর গিফারী মসজিদকে মারকাজ করা যেতে পারে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে যোগাযোগের সুবিধাজনক স্থানে মারকাজ করা বেহতর। সাপ্তাহিক বৈঠকের জন্য উত্তম স্থান হয় বায়তুল মুকাররম মসজিদ।

মতিঝিল ওয়াপদা মসজিদ

মতিঝিল ওয়াপদা মসজিদ নওমুসলিম মারকাজ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। মসজিদটি আকারে বড়ো এবং সংলগ্ন মাদ্রাসাও আছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোণী মসজিদ (ব্রাদাস ক্লাবের লাগা সংলগ্ন উত্তরে)

আল্-আরাাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের পেছনে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি ছোট মসজিদ এবং সংলগ্ন ভালো টয়লেট আছে। কলোণীর বাসিন্দাদের কাউকে উদ্বুদ্ধ করা গেলে এ মসজিদটি প্রাথমিক ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক বসার জায়গা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

মতিঝিল রোডের উত্তরে বা দক্ষিণে

শাপলা চত্বর এবং বায়তুল মুকাররম রোডের পাশে, বিশেষ করে উত্তর পাশে একটি মসজিদ বিবেচিত হতে পারে।

বায়তুশ শরফ মসজিদ

সর্বোত্তম হতে পারে ফার্ম গেইটের বায়তুশ শরফ মসজিদটি যদি অনুমতি পাওয়া যায়।

মসজিদ সংলগ্ন কক্ষে মালামাল সংরক্ষণ

ফিলিপাইনে মসজিদে নওমুসলিম এবং দরিদ্র মুসলিমদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ছোট চাকুরী যারা করেন একটি কক্ষে তাদের মালপত্র তালাবদ্ধ এক ট্রাঙ্কে রাখা যায়। এমন মালামাল রাখা হয় যেন রাতের বেলা যারা মসজিদে ঘুমান তাদের শয্যার ব্যবস্থা হয়।

www.nagorikpathagar.org

বিদেশী দাওয়াহ সংস্থা

বিদেশী নওমুসলিম সংগঠন এবং মারকাজগুলোর ঠিকানা সংগ্রহ করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঠিকানা রেজিস্ট্রার

দাওয়াহ বার্তা এবং সংশ্লিষ্টদের যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে তাদের পূর্ব ঠিকানা রেজিস্ট্রারে সংগ্রহ করতে হবে।

Da`wah Trust

The Da`wah Trust নামে একটি Trust করার দায়িত্ব গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি পাওয়া যায় কিনা বিশেষ করে সময় দানকারী পাওয়া যায় কি না–তা খোঁজ করা যেতে পারে।

দাওয়াতী বৃত্তি বা স্টাইপেন্ড ফান্ড

নওমুসলিমদের আর্থিক অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হয় না। দারিদ্রের কারণে অনেকে নাসারাদের ধর্ম অবলম্বন করেন। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আর্থিক সুবিধা ও মানবতাবাদী মর্মত্ব মুসলিম অপেক্ষা খৃস্টানদের মধ্যেই অধিক প্রতীয়মান হয়। এ জন্য "দাওয়াতী বৃত্তি তহবিল" নামে কোনো ফাণ্ড খোলা যেতে পারে।

Central Fund

নির্ভরযোগ্য এবং আস্থাভাজন Central Fund না হওয়া পর্যন্ত যার টাকা তিনি অথবা তার বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে ব্যয় করবেন, বিশ্ব-তাবলীগ জামাতের এ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। তাতে এ দ্বীনী জামায়াতকে আর্থিক দুর্নীতিমুক্ত রাখা যেতে পারে।

নওমুসলিম মহিলাদের চাকুরী

মহিলাগণ সেলাই কাজের কোনো কোনো দিকে পারদর্শী এবং তাদের উৎসাহও সেলাই পেশায় বেশি। তাই দেখা যায় প্রায় গার্মেন্ট ফ্যাক্টরীতে মহিলাদের যথেষ্ট সংখ্যায় চাকুরী দেয়া হয়।

নওমুসলিম মহিলাদের ছয় মাস পর্যন্ত কোনো সংস্থায় বা নওমুসলিম দরদী কোনো ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে ৫-৬ মাসের সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া হলে তাদের জীবিকার সংস্থান হতে পারে।

গারমেন্ট ফ্যাক্টরীর মালিকদেরকে নওমুসলিম মহিলা নিয়োগের জন্যে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

নওমুসলিম মহিলাদের যারা সেলাই কাজে আগ্রহী, তাদেরকে নওমুসলিম সংস্থার ব্যয়ে সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ভোকেশন্যাল ট্রেনিং

স্বল্প শিক্ষিত এবং নিরক্ষর নওমুসলিমদের জন্য ভোকেশন্যাল ট্রেনিং সবচেয়ে বেশি উপযোগী। যে সমস্ত প্রশিক্ষণের সমাপ্তিতে সহজে চাকুরী পাওয়া যায়, সে ধরনের পেশাগত প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

মটর ড্রাইভিং এবং মটর মেকানিক্স-এর কাজ একটি ভালো পেশা, চাকুরী পাওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে। তবে পেশাগতভাবে High way driving and Long Range Driving নানা কারণে সুবিধাজনক নয়। পরিহার করাই ভালো।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

এস.এস.সি. এবং এইচ.এস.সি. পাশ নওমুসলিমদের জন্য কম্পিউটার ও ইংরেজী ভাষা প্রশিক্ষণ খুবই সুবিধাজনক।

Accounts Training

Indonesia-য় দোকানের Accounts Keeping Training এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের Accounts Keeping Training খুবই Popular.

ক্ষুদ্র প্রারম্ভ

দুনিয়ার সব বড় কাজ এবং ভালো কথা নীরবে এবং ছোট থেকেই শুরু হয়। আসুন! আমরা আর দেরী না করে আল্লাহর রাস্তায় আমাদের প্রিয় রাসূল (সাঃ) সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সমগ্র জীবনব্যাপী অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের সুন্নাতটিকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করি। অমুসলিমদের নিকট দ্বীনের দাওয়াতে বাংলাদেশে জামাতবদ্ধ হই। এ মহান কাজে ব্রতী হওয়ার বিনীত আবেদন করছি।

www.nagorikpathagar.org

দাওয়াহ্ (আহ্বান) পাওয়ার অগ্রাধিকার যাদের

ইসলাম ধর্মে দাওয়াহ অর্থাৎ অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান শুধুমাত্র উলামা-ই-কিরাম অথবা কোনো বিশেষ শ্রেণীর কাজ নয়। সালাত যেরকম ফরজ, দাওয়াহও প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তেমনি ফরজ কর্ম। এই ফরজ এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাত আমরা শুধু আলোচনাই করি, আমল করি না।

বাংলাদেশ এবং সকল দেশেই দাওয়াহ-এর প্রধান টার্গেট গ্রুপ হল সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে অধিকার বঞ্চিত মযলুম শ্রেণী। দাওয়াতের জন্য তারাই সর্বোৎকৃষ্ট যারা অন্যধর্মে আছেন নির্যাতিত অবস্থায়। দরিদ্রগণ আর্থিকভাবে নির্যাতিত শ্রেণী। তারা ইসলাম কবুল করলে তাদের আর্থিকভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

রাসূলুল্লাহ এবং বিশিষ্ট সাহাবীগণ মক্কা-মদীনার অধিবাসী ছিলেন। অধিকাংশই প্রেরিত হয়েছিলেন মক্কা-মদীনার বাইরের অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে।

কাদের নিকট দাওয়াতের কাজে যেতে হবে?

কোন্ শ্রেণীর মানুষের নিকট দ্বীনী দাওয়াতের জন্য সর্বাধিক যাওয়া যেতে পারে? তারা কি ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাদের জন্ম এবং সমগ্র জীবন দ্বীনী পরিবেশে বা মুসলিম সমাজে কাটে অথবা তারা যাদের কাছে কখনো দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছেনি?

সাইয়্যেদুল মুরসালিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি শুধু আরবদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে এবং তাদেরকে জান্নাতের জন্য প্রস্তুত হতে এ দুনিয়াতে এসেছিলেন?

তিনি তো জীবন কাটিয়েছেন আদমের আওলাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য, সাহাবীদেরকে তৈরী করতে। তাদের জীবনের দীর্ঘতম সময় কেটেছে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে।

মেথর শ্রেণী

শহরে মানববর্জ্য তথা পায়খানা পরিষ্কার করার জন্য যে বিশেষ শ্রেণী আছে তাদেরকে মেথর বলা হয়। এরা ইসলাম ধর্মীয় নয়, ভিন্ন ধর্মীয়। আজকাল মুসলিম মেথরও দেখা যায়। মেথরগণ বংশগতভাবে থাকেন

www.nagorikpathagar.org

মেথর। কোনো ধর্মমতে যেহেতু পূর্ব প্রজন্মে তারা কোনো পাপ করেছেন, তাই তাদের প্রায়শ্চিত্য হিসেবে এই জন্মে মেথর হিসেবে জন্ম গ্রহণ করতে হয়।

ইসলাম এ পেশাগত মেথর, সুইপার, মালি প্রথা এবং পেশার স্বীকৃতি দেয় না। সর্বোত্তম মেথর তো হলেন স্বীয় জন্মদাত্রী মা যার পায়ের নিচে একজন মুসলিমের জান্নাত। যে কোনো দেশের বা অঞ্চলের মেথরগণ যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে এবং জন্মসূত্রে মেথর থাকতে হবে না। সাধারণ শিক্ষা লাভ করলেই তাদের পক্ষে উন্নততর পেশার বহু দিগন্ত খুলে যায়। লেখা-পড়ায় ভাল হলে এ জীবনেই তাদের পেশাগত পরিবর্তন সাধিত হয়।

চা বাগান শ্রমিক

বৃটিশেরা যখন বাংলাদেশে বিশেষ করে সিলেটে এবং দার্জিলিং-এ চা বাগান প্রবর্তন করেন, তখন চা বাগানে কাজ করার মতো বাঙ্গালী শ্রমিক পাওয়া যেত না। যেমন পাওয়া যেত শ্রীলংকা অথবা ভারতের বিভিন্ন অংশে। চা বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করা শারীরিকভাবে কষ্টকর এবং শ্রমসাধ্য।

বাঙ্গালী মেয়েরা ভারতের অন্যান্য অংশের নারীদের থেকে অপেক্ষাকৃত আরামপ্রিয় এবং অলস। তাই বাংলাদেশের চা বাগানে চা শ্রমিক হিসেবে কর্মের জন্য শ্রীলংকা, তামিলনাডু এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের নারী-পুরুষ শ্রমিক আমদানী করতে হত। শ্রীলংকা এবং তামিলনাডুর ঐ ছিন্নমূল অধিবাসীরা মূলত ছিল দরিদ্র জাতিভুক্ত এবং অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণ বর্ণের। তাদের বংশধরকে এখনো বাংলাদেশের চা বাগানে দেখা যায়।

বাংলাদশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি শ্রমিক আছে। যার করার মত অন্যকোন যোগ্যতা বা দক্ষতা না থাকে, তারা কৃষি শ্রমিক হিসেবে থেকে যায়। যখন তাদের সন্তানেরা শহর-বন্দরে বা অন্যদেশে অপেক্ষাকৃত আরামপ্রদ এবং উপার্জনক্ষম শ্রমিকের কাজ পায় তারা আর পল্লী অঞ্চলে কৃষি শ্রমিক হিসেবে থাকতে চায় না। কারণ কৃষি শ্রমিককে গ্রীষ্মকালে সূর্যতাপ ভোগ করে মাঠে কাজ করতে হয়। বর্ষাকালেও রোদে ভিজতে হয়। কিন্তু, শহর বন্দরে কাজ তুলনামূলকভাবে ততো কষ্টকর নয়।

কৃষি শ্রমিকের সন্তানেরা লেখা-পড়া করে শহরে চাকরি পেলে কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ ছেড়ে দেয়। নিজের জমি থাকলে তা বর্গাদিয়ে বা অন্যান্য শ্রমিক নিয়োগ করে কৃষি কাজ করায়। সমাজে নিম্নপদস্থ ব্যক্তিরা লেখাপড়া

www.nagorikpathagar.org

করে সামাজিক উচ্চ স্তরে পৌঁছে গেলে তারা ঐ স্তরেরই সদস্য হিসেবে গৃহীত হয়। তাদেরকে হীনমন্যতায় ভুগতে হয় না।

মূল কথা হল, মুসলিম শ্রমিকদেরকে চিরকালই যে শ্রমিক থাকতে হবে এমন কোনো বাধ্যতামূলক সামাজিক বিধি-বিধান নেই। তারা অতি সহজে পেশা পরিবর্তন করতে পারে যা সিলেটের চা বাগানের শ্রমিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। এরা ইসলাম গ্রহণ করলে এক প্রজন্মেই তাদের পেশা পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে এবং তারা উর্ধ্বতর পেশায় শ্রমিক হিসেবে উন্নীত হতে পারেন।

মাদ'উ (আহ্বানকৃতদের) তালিকা

অমুসলিমদের জন্য দাওয়াতের লক্ষ্যে কোন্ কোন্ এলাকায় যেতে হবে এবং কার কার নিকট যেতে হবে ঐ তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে দ্বীনের দা'য়ী (দাওয়াতকারী) যার নিকট গমন করেন, তাকে মাদ'উ বলা হয়। দাওয়াতী কর্মসূচী নিয়ে কার কার নিকট যেতে হবে এবং মাদ'উ–এর সুদীর্ঘ তালিকা প্রণয়ন করে রাখতে হবে।

দাওয়াহ এবং দাওয়াত মূলত একই শব্দ। বানানও একই পার্থক্য ব্যাকরণগত কারণে উচ্চারণে। বর্তমানে দাওয়াত শব্দটি খাওয়ার দাওয়াত, অনুষ্ঠানে আগমনের দাওয়াত অর্থে বাংলায় বেশি ব্যবহার হয়। বাংলার বাইরে, আরবদেশে এমনকি মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায়ও অমুসলিমদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান বুঝাবার জন্য যে শব্দ ব্যবহার হয় বা হলো উচ্চারণে ভাষাগত কারণে দাওয়াহ। যিনি দাওয়াহ-এর কাজ করেন তাকে আরবীতে বলা হয় দা'য়ী। বাংলা উচ্চারণে তা হয়ে যায় দায়ী। এখানে শুরু ভাষা বিভ্রাট। এ জাতীয় ভাষা বিভ্রাট পরিহারের জন্য বাংলা ভাষায় দ্বীনের আহ্বানকারীকে দা'য়ী এবং দ্বীনের আহ্বানকে দাওয়াত না বলে দাওয়াহ উচ্চারণ করা এবং সেভাবে লেখা শ্রেয় বা বেহতের।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার

বন্যা, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুসলিম অমুসলিম সকলকেই আঘাত হানে এবং বিপন্ন করে তুলে। রোগ, জরা, ব্যাধি ইত্যাদিও অনেক ক্ষেত্রে সত্য ধর্ম ও মিথ্যা ধর্ম বাছ-বিচার না করে আদমের আওলাদকে আক্রমণ ও গ্রাস করে। ভূমিকম্প কখন কোনো এলাকায় ঘটলে, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই আক্রান্ত হয়।

বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কোনো কোনো নদীর প্রখর স্রোতে নদীর পাড় ভাঙ্গা শুরু করে। নদীর ভাঙ্গনে ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এরূপ

www.nagorikpathagar.org

ক্ষেত্রে মুসলিমদের পক্ষে অমুসলিমদেরকে অর্থ সাহায্য করা কতোটুকু যুক্তিসঙ্গত এবং ইসলাম সম্মত ?

সকল মানুষ জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতা পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি। কোনো সন্তান ধর্মত্যাগ করলে তার প্রতি পিতা-মাতার ভালবাসা কিছুটা হ্রাস পেতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই দুর্ধর্ষ বা উচ্ছন্নে যাওয়া সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার বাহ্যিক ক্রোধ এবং বিরক্তি যাই হোক না কেন, হৃদয়ের আকর্ষণ এবং অনুভূতি কম হয় না বরং বেশি হয়।

পথভ্রান্ত আদম সন্তান

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অন্যান্য সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক বেশি দাতা, দয়াবান ও প্রেমময়। বিশেষ করে আল্লাহ তা'য়ালার পথভ্রষ্ট সৃষ্টির জন্য। বৃক্ষলতা জীব-জন্তু তাদের ফিতরাতের ওপর চলে। আল্লাহ তা'য়ালার বেঁধে দেয়া নিয়ম তারা ভঙ্গ করে না।

আল্লাহ তা'য়ালা প্রিয় সৃষ্টি জ্বীন ও ইনসানকে ফিতরাত-এর (প্রকৃতি) বিরুদ্ধ কাজের স্বাধীনতা দিয়েছেন। মুসলিম হয়ে জন্ম গ্রহণ করা ও ভিন্ন ধর্মী হিসাবে জন্ম গ্রহণ করা কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছানুসারে হয় না। যাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে মুসলিম হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, স্বীয় ইচ্ছা ও অনুগ্রহে তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো– অমুসলিমদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করা।

কোনো মানুষ যখন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন, তখন তিনি মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। অনুরূপ অবস্থা হয় তাদের যখন তারা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ এবং বিপন্ন হয়ে পড়েন। এই অসহায় মানুষগুলো তখন অন্য মানুষের সহায়তা কামনা করেন। যারা তাদের প্রতি সহানুভূতির হস্ত প্রসারিত করেন, তাদের প্রতি বিপন্ন অমুসলিমগণ সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ থাকেন।

ক্ষতিগ্রস্থ মানুষকে সাহায্য করার সময় দু'টি উদ্দেশ্য থাকতে হবে। প্রথমত আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তি। দ্বিতীয়ত বিপন্ন মানুষটি যদি অমুসলিম হয় তার হেদায়েত বা সঠিক পথ প্রাপ্তি।

নবী-রাসূলদেরকে আল্লাহ সরাসরি হেদায়েত দান করেন। অন্যান্য অমুসলিমগণের হেদায়েতের মাধ্যম হলো মুসলিমগণ। এটা সকল মুসলিমের জন্য ফরজ। রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ এই ফরজ আদায় করতেন।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু আমরা অনেকেই এ ফরজ কর্তব্য সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা অসচেতন অথবা উদাসীন। আমাদের সবসময় ভয় থাকে পাছে লোকে কিছু বলে।

যারা মুসলিমদের থেকে দুর্যোগের সময় সাহায্য সহযোগিতা পান, তাদের নিকট দাওয়াত দেয়া হলে মুসলিমদের ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই। সেই অবস্থায় অমুসলিমদের নিকট দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়া অবশ্যই করণীয় কর্তব্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা অন্যান্য দুরাবস্থায় সাহায্য করতে হবে তবে দাওয়াতের নিয়্যতে। দাওয়াতের নিয়্যত হৃদয়ে রেখে সঠিক সময় এবং পরিবেশে তা আল্লাহর অমুসলিম বান্দাহর নিকট পৌঁছিয়ে দিতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে অমুসলিমদেরকে সাহায্য করা মুসলিমদের সাহায্য করা অপেক্ষা অবশ্যই অধিকতর সওয়াবের আমল। ঈমানহীনতার চেয়ে বড় দারিদ্র আর কিছুই নেই। আল্লাহ আমাদের নিয়্যত এবং সকল আমল কবুল করুন।

www.nagorikpathagar.org

নবম অধ্যায়
নওমুসলিমদের হক

মক্কা বিজয়ের পর ঘটে হুনাইনের যুদ্ধ। মক্কা বিজয় উপলক্ষে ১০,০০০ মুসলিম মদীনা থেকে মক্কায় আসেন। হুনাইন অভিযানে মদীনা থেকে আগত মুসলিমদের সঙ্গে মক্কার প্রায় ২০০০ মুসলিম অংশ গ্রহণ করেছেন। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিমগণ গিরীপথে আটকা পড়েছিলেন। তাতে মুসলিমদের বিরাট বিপর্যয় ঘটে। শেষ পর্যন্ত বিজয় লাভ হয়।

হুনায়নের যুদ্ধে জয় করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর বাহিনী নিয়ে জিইর্‌নাহ নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন। যুদ্ধলব্ধ যে প্রচুর সম্পদ 'মালে গনিমত' হিসেবে পাওয়া যায়, ঐ জিইর্‌নায় তা মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

হুনাইন বিজয়ের 'মালে গানীমত' বন্টন

'মালে গনিমত' বন্টনের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কার নওমুসলিমদেরকে গনিমতের বড় অংশ দিয়েছিলেন। মক্কার কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান এবং আবু জাহেলের পুত্র ইকরামাও বিরাট অংশ পেয়ে যান। খুব সম্ভব তারা প্রত্যেকে ১০০ উট পেয়েছেন।

এ বিজয় নিয়ে আনসারদের মধ্যে কিছু কথা-বার্তা হয়। কেউ কেউ মনে করলেন যে, নওমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কুরাইশদেরকে এতো বেশি দিলেন। অথচ মদীনায় এতোগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা গনিমতের অর্থ তুলনামূলকভাবে কম পেলো।

আনসারদের প্রতিক্রিয়া

আনসারদের মধ্যে এরূপ কথা-বার্তার খবর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পেলেন। খবর পেয়ে তিনি আনসারদেরকে এক জায়গায় সমবেত করলেন এবং নির্দেশ দিলেন, সেখানে শুধু আনসারগণই থাকবেন। আনসারগণ নির্ধারিত স্থানে সমবেত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে ভূমিকা না করে সরাসরি মূল কথায় চলে আসলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আমি তোমাদের সম্বন্ধে কিছু কথা শুনতে পেলাম! তোমরা মনে মনে আমার সম্পর্কে অভিযোগ করছো। আনসার নেতৃবৃন্দ বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ), ঐ সমস্ত কথা কিছুই নয়। ঐগুলো বুদ্ধি-বিবেকহীন কয়েকজন যুবকের কান্ড। বিতাড়িত শয়তান আপনার সম্বন্ধে তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে।"

www.nagorikpathagar.org

আনসারদেরকে প্রশ্ন

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন মদীনার আনসারদেরকে বললেন, আমি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে তোমাদের কাছে মদীনায় এসেছিলাম, তখন কি তোমরা আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত ও পথভ্রষ্ট ছিলে না? আল্লাহ তা'য়ালাইতো তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন। তা আমার মাধ্যমে। তোমরা তখন ছিলে নিঃস্ব এবং দরিদ্র। এখন তোমরা অতীতের তুলনায় অনেক স্বচ্ছল, অভাবমুক্ত। এটা আল্লাহর রহমত। তা আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে দিয়েছেন আমার মাধ্যমে।

তোমরা তখন পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত ছিলে। বর্তমানে তোমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা ও ভালোবাসা বিরাজ করছে। এই হৃদ্যতা ও ভালোবাসা আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের হৃদয়ে এবং তা আমার মাধ্যমে। এ কথাগুলো কি সত্য নয়? মদীনার আনসারগণ এক বাক্যে বললেন, আপনার সবগুলো কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমাদের জীবন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য কুরবানী হোক।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন আনসারদের জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আনসারগণ। আমি আমার দিক থেকে আমার বক্তব্য পেশ করেছি। তোমরা কি তোমাদের দিক থেকে আমার প্রশ্নের জবাবে তোমাদের কোনো বক্তব্য দিবে না ? আমার নিকট তোমাদের কি কোনো প্রশ্ন নেই ?"

আনসারগণ বললেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)! আপনার নিকট আমাদের কি প্রশ্ন থাকতে পারে? আল্লাহ্ এবং তার রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন। আমরা কৃতজ্ঞ।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন বললেন, আমি যেমন তোমাদেরকে প্রশ্ন করেছি, তোমরাও আমাকে প্রশ্ন করতে পারো। আর তোমাদের সবগুলো প্রশ্নই হবে সত্য। আমি তা সত্য বলে নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেবো। যা সত্য– তা আমাকে স্বীকার করতে হবে।

আনসারদের পক্ষ হয়ে নিজেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রশ্ন

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন নিজেই নিজেকে আনসারদের পক্ষ হয়ে প্রশ্ন করলেন। ঐ প্রশ্নগুলো তাঁকে কোনো আনসারই করতে সাহস করতো না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আমার নিকট তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে নিম্নরূপ।

আপনি যখন আমাদের মধ্যে এসেছিলেন, তখন কি দুনিয়ার মানুষ আপনাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করতে চায়নি? একমাত্র আমরাই কি একটি মাত্র জনপদের অধিবাসী ছিলাম না যারা আপনাকে সত্য বলে মেনে

www.nagorikpathagar.org

নিয়েছিলাম? আপনার নিজের শহরের লোকেরা আপনাকে যখন পরিত্যাগ করেছিলো– আমরাই কি আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসিনি ?

আপনাকে যখন তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো, তখন আমরাই কি আপনাকে আশ্রয় দেইনি? যখন আপনি ছিলেন নিঃস্ব, দরিদ্র– তখন কি আমরাই আমাদের সহায়-সম্পদ নিয়ে আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসিনি ?

আনসারদের প্রতিক্রিয়া

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) প্রশ্নের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের তুলনায় মদীনার আনসারদের প্রতি রাসূলুল্লাহর যে অনুভূতি ছিলো তা প্রকাশ পেয়েছে। তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মূল্যায়ণ এবং ভালোবাসা ও আস্থার বিষয় অনুভব করে তাদের চোখ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে আনসারদের নয়ন থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) হৃদয়ের স্পর্শ তাদের হৃদয়েও ধ্বনি-প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করলো। তা প্রতিফলিত হলো তাদের অশ্রু জলে।

আনসারদের হৃদয়ের অনুভূতি অনুভব করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে বললেন, হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে-গনিমাত বা যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী মক্কার নওমুসলিমদেরকে অপেক্ষাকৃত বেশি দেয়া হয়েছে। এ তুচ্ছ জিনিসগুলো তোমাদের মনে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

নওমুসলিমদের 'মুআল্লাফাতুল কুলুব' বা হৃদয়কে ইসলামের দিকে আকর্ষণ করার জন্য এ যুদ্ধের 'মালে গনিমত' তাদেরকে বেশি দিয়েছি এ লক্ষ্যে যে ইসলামের দিকে যেনো তাদের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। তারা যেন ইসলামের ওপর অবিচল থাকে।

আমি মনে করেছিলাম, তোমাদের ক্বলবে বা হৃদয়ে আল্লাহর দ্বীন অত্যন্ত মজবুত হয়েছে। আমি মনে করেছিলাম তোমাদের নিকট 'মালে-গনিমত' অতি তুচ্ছ।

আনসারদের প্রতি ভালোবাসা

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন একটি কথা বললেন, যার কোনো জবাব কোনো ভাষায় হয় না। জবাব হতে পারে হৃদয়ের অনুভূতি, আবেগ, উচ্ছাসে এবং অশ্রুজলে। তিনি বললেন, মক্কার লোকেরা 'মালে গনিমত' হিসেবে প্রাপ্ত উট ও বকরির পাল নিয়ে তাদের তাঁবুতে এবং মক্কায় ফিরে যাবে। আর তোমরা মদীনায় সাথে করে নিয়ে যাবে আল্লাহর রাসূলকে।

আল্লাহর কসম ! আল্লাহর ইচ্ছায় আমার জন্ম মক্কায় না হয়ে মদীনায় যদি হতো, তাহলে আমি মনে করি, আমি আনসারদেরই একজন হতাম। যদি

www.nagorikpathagar.org

দুনিয়ায় সমস্ত মানুষ এক ঘাঁটি বা এক উপত্যকার দিকে চলে এবং আনসারগণ অন্য ঘাঁটি ও উপত্যকার দিকে চলে, আমি আনসারদের সাথে সেই ঘাঁটি ও উপত্যকার দিকেই চলতাম। আনসারগণ আমার দেহের অংশ এবং অন্যসব মানুষ আমার বহিঃআবরণ। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আনসারদের প্রতি রহম করো। তাদের সন্তানদের প্রতি দয়া করো। তাদের পরবর্তী বংশধরদের প্রতি অনুগ্রহ করো।'

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বক্তব্যে আনসারদের প্রতিক্রিয়া ছিলো অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। তারা এতো অশ্রুপাত করেছিলেন যে, অনেকেরই দাড়ি মোবারক ভিজে গিয়েছিলো। তারা বলতে থাকেন, আমরা আল্লাহর রাসূলের বণ্টন ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট।

প্রত্যেক মুসলিমের আয়ে নওমুসলিমদের অধিকার

হুনাইনের 'মালে-গনিমতের' বিবরণ থেকে যে সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো– নওমুসলিমদের হৃদয় শুধু দ্বীনের কথা বলে আকর্ষণ করতে হবে, তা নয়। বরং তাদের জন্য মাল বন্টন করতে হবে। এই মালের হিস্যা নওমুসলিমদের জন্য অন্যান্য মুসলিমদের থেকে বেশি হতে হবে।

নওমুসলিমদের জন্য অর্থ ব্যয় শুধু যে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে করতে হবে তা নয়, প্রত্যেক মুসলমানের নিজস্ব আয়ে নওমুসলিমদের হক থাকবে এবং ইসলাম প্রচারে ব্যয় সাধ্যানুসারে প্রত্যেককে করতে হবে। এ শিক্ষাই আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)-এর বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে পাই।

www.nagorikpathagar.org

নওমুসলিমদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ

ইসলাম গ্রহণ করার প্রাথমিক এবং মৌলিক উদ্দেশ্য হলো– স্বীয় স্রষ্টাকে সঠিকভাবে জানা এবং স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া। যদি কেউ নিজের জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঠিকভাবে অবহিত না হয়, তবে তার জন্ম এবং সৃষ্টি বৃথা। যিনি নিজের আত্মা, দেহ এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জেনেছেন ও বুঝতে পেরেছেন তিনি তার স্রষ্টাকে বুঝতে পারবেন। তাই বলা হয়েছে–"মান আরাফা নাফসাহু, ফাকাদ আরফা রাববাহু" নিজের স্রষ্টা এবং নিজেকে জানার জন্য কারো ইসলাম সম্পর্কে জানা ও মুসলিম হওয়া প্রয়োজন।

জীবনের উদ্দেশ্য

ইসলাম গ্রহণ করা হলে জীবনের প্রাথমিক এবং মৌলিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায় এবং মানুষের স্রষ্ঠাকে সঠিকভাবে বুঝা যায়। এ জ্ঞান ও বোধ অনুসারে কার্য সম্পাদন করা হলে পরকালে মাগফিরাত হাসিল হয়। জান্নাত নসীব হয়।

জান্নাত বা বেহেশ্‌ত বা স্বর্গ যা আছে তা প্রত্যেকটি বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত বিশ্বাসীরাই স্বীকার করে। এ সম্পর্কে কোনো মুসলিম বা ধর্মবিশ্বাসীদের সন্দেহ নেই। তবে কোন পথে জান্নাতে যাওয়া যাবে, এ বিষয়ে কিছু মতপার্থক্য আছে। সঠিক পথ জানা না থাকলে এবং সঠিক পথে আমল না করতে পারলে জান্নাতী হওয়া যাবে কিনা, এতে সন্দেহ আছে।

কি পদ্ধতিতে জান্নাতে যাওয়া যাবে সে বিষয়ে মতভেদ আছে। যখন কোনো বিষয়ে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে দ্বিমত দেখা যায়, সত্যে আসার সহজ পদ্ধতি হলো–সবচেয়ে বড় আলেম বা জ্ঞানী অথবা সবচেয়ে নেককার ও পুণ্যবানের দ্বারস্থ হওয়া, যিনি কোনো ব্যক্তিকে জান্নাতের মহাপথ প্রদর্শন করে জান্নাতের প্রবেশ দ্বারে পৌঁছিয়ে দিতে পারবেন।

জান্নাতী কারা?

জান্নাতী কারা? তাদেরকে কিভাবে চিহ্নিত করা যায়? জান্নাতীদের বিশ্বাস সম্বন্ধে জেনে তারা সত্য প্রাপ্ত কিনা তা অনুধাবনের শক্তি বা যোগ্যতা থাকলে জান্নাতী চিহ্নিত করা যায়। জান্নাতী বলে অনুমিত কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎ বা পরিচয় পাওয়া গেলে দর্শকের মনই অনেক ক্ষেত্রে তাকে বলে দিবে অনুমিত ব্যক্তি জান্নাতী কি না। জান্নাতীদের একটি বৈশিষ্ট হলো– আখিরাতমুখিতা

www.nagorikpathagar.org

এবং দুনিয়া বিমুখিতা। জান্নাতী হতে হলে দুনিয়া ছাড়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবে জান্নাতীদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা দুনিয়া অপেক্ষা আখিরাত এবং জান্নাতকেই বেশি গুরুত্ব দেয়।

জান্নাত বা স্বর্গের আশ্বাস

আমাদের এ জীবন সংক্ষিপ্ত। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা সকলেই মরে গেছেন। কেউ চিরজীবি হননি। আমরাও হব না। অন্যান্য বহু ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে মুসলিমদের একটা মিল আছে। হিন্দুগণ মৃত্যুর পর স্বর্গে বিশ্বাস করেন। মুসলিমগণ স্বর্গ বা জান্নাতে বিশ্বাস করেন। তবে কিভাবে যেতে হবে অথবা কি বিশ্বাস করলে স্বর্গে যাওয়া যাবে, তাতে মতপার্থক্য আছে।

মুসলিমগণ জান্নাতে যাওয়ার জন্য নামায পড়েন। হিন্দুগণ পূজা করেন। হিন্দুগণ স্রষ্টায় বিশ্বাস করেন এবং মুসলিমগণও স্রষ্টায় বিশ্বাস করেন। স্রষ্টাকে হিন্দুরা বলেন ঈশ্বর, পরমেশ্বর, ব্রহ্মা। মুসলিমগণ বলেন আল্লাহ। হিন্দুগণ বিষ্ণু, মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ, দুর্গা, কালি, স্মরস্বতী ইত্যাদি দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন। স্বর্গদূতে বিশ্বাস করেন। মুসলিমগণ স্বর্গদূতকে বলেন ফেরেশতা।

হিন্দুদের লক্ষ, লক্ষ কোটি কোটি দেব-দেবী আছে। মুসলিমদের স্রষ্টা মাত্র একজন। আল্লাহ, মাবুদ–যাই বলা হোক না কেন, তিনি একজন, নিরাকার। তাঁর স্ত্রী নেই। পুত্র-কন্যা নেই।

একজন স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করে মুসলিমদেরকে জান্নাতে যেতে হবে। হিন্দুগণ বহু দেব-দেবীর পূজা করেন, তাদের সকলকে সন্তুষ্ট করে স্বর্গে যেতে হবে। হিন্দুদের কাজটা মনে হয় অপেক্ষাকৃত কঠিন।

নওমুসলিমদের জন্য দ্বীনি শিক্ষা

নওমুসলিমদের বা যে কোনো মুসলিমের জন্য একটি প্রাথমিক যোগ্যতা হল কুরআন তিলাওয়াতের যোগ্যতা সৃষ্টি। পল্লী অঞ্চলে এখনো প্রায় মসজিদেই ফোরকানীয়া মাদ্রাসা বা মক্তব আছে। আল কুরআনের অপর নাম ফোরকান। যে মক্তবে আল কুরআন শিক্ষা দেয়া হয়, তাকে বলা হয় ফোরকানিয়া মক্তব। অর্থাৎ কুরআন বা ফোরকান পাঠ শিক্ষা দেয়ার মক্তব।

আরব দেশে যে কোনো লোকই আরবী বুঝে। আরব নয় এমন দেশে কুরআনের বাণী বুঝা যাবে তরজমা পাঠের মাধ্যমে। মুসলিমগণ পরিবেশগত কারণে ইসলামের অনেক কিছু শিক্ষা করে না। অমুসলিম পরিবেশে নওমুসলিমদের ইসলামী শিক্ষার সুযোগ কম। তাই তাদেরকে অন্ততঃ কুরআন তিলাওয়াতের সাথে সাথে কুরআনের তরজমা খতম করিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বেশি।

www.nagorikpathagar.org

নওমুসলিমদের কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দান

কোনো নওমুসলিমের সারা জীবন ধরে প্রতিপালন ব্যয় বহন করা একজন জন্ম সূত্রে মুসলিমের পক্ষে কঠিন হতে পারে। কিন্তু তাকে আধুনিক পদ্ধতিতে তিন মাসের মধ্যেই কুরআন তিলাওয়াত করার প্রশিক্ষণ দিয়ে দেয়া যায়। এ সময়ে তাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা পরিবার গ্রহণ করতে পারেন।

জন্মসূত্রে খৃস্টানদের মধ্যে যতোজন পাদ্রী, বিশপ, কার্ডিনেল হন, তাদের থেকে বেশি উপরোক্ত পদে উন্নীত হন নওখৃস্টানগণ। কারণ তাদের মধ্যে দ্বীনি আগ্রহ থাকে বেশি।

নওমুসলিমের অতীত জীবনের সকল পাপ মাফ হয়ে যায়। মানুষ নিষ্পাপ জন্ম গ্রহণ করে। যখন ভাল-মন্দ বুঝার ক্ষমতা থাকে না, তখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে কষ্ট ভোগ করতে হয় না। জবাবদিহিতা এবং দায়িত্বশীলতা শুরু হয় ভাল-মন্দ বুঝার ক্ষমতা যে বয়সে মানব শিশুর সৃষ্টি হয় তখন থেকে।

সালাতের (নামাযের) উপকারিতা

সালাত কায়েম করা হয় বিশ্ব স্রষ্টা মহান প্রভু আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদত ও কৃপার লক্ষ্যে। মুসলিমদেরকে দিনে পাঁচ বার সালাতে অংশগ্রহণ করতে হয়। সালাতের মধ্যে ছোট-খাট শারীরিক ব্যায়ামেরও আমেজ আছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, সালাতের মধ্যে ১৩৫ টির বেশি শারীরিক যোগ ব্যায়ামের উপাদান ও উপকারিতা আছে। সালাত (নামায) শুধু পরকালের কল্যাণ এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। সালাতের মধ্যে বহু ধরনের সামাজিক উপকারিতা আছে। এর মধ্যে বহু রোগের প্রতিষেধক আছে।

জান্নাত পাওয়ার পদ্ধতি

ইসলাম গ্রহণ করার পর নতুনভাবে কোনো পাপ করার পূর্বে যদি কোনো নওমুসলিম প্রাণ ত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই জান্নাতী হবেন। মৃত্যু কখন আসে কেউ জানে না। তাই ইসলামের দাওয়াত না আসলেও বা পরোক্ষভাবে আসলেও গ্রহণ করা উচিত।

প্রত্যেকটি পরিবার কর্তৃক একজন নওমুসলিম-এর পুনর্বাসনের ব্যয় বহন করা তাদের জন্য জান্নাত প্রাপ্তির একটি পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

নওমুসলিমদের সামাজিক অধিকার

কোনো কোনো ধর্মে জন্মের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয়। জন্মগত কারণে কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়। ইসলাম জন্মগত পার্থক্য বা শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করে না। বিত্তশালীর পুত্র বিত্তশালী হতে পারে। সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু মুত্তাকীর পুত্র মুত্তাকি বা তাকওয়াসম্পন্ন হবে এরূপ নিশ্চয়তা নেই। ধর্মভীরুর পুত্র ধর্মহীনও হতে পারে।

মানুষে মানুষে পার্থক্য বা শ্রেষ্ঠত্ব জন্মগত কারণে নয়। বরং তাকওয়া অর্থাৎ ধর্মভীরুতা এবং ধর্মীয় গুণাবলীর কারণে মানুষে মানুষে পার্থক্য হয়। জন্ম যে স্তরে হোক না কেন, যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এবং সাধনা করলে মুত্তাকি বা ধর্ম সম্বন্ধে সাবধানী হতে পারে।

তাকওয়া বা ধর্মভীরুতা এবং নেক আমলের কারণেই মানুষে মানুষে পার্থক্য, শ্রেষ্ঠত্ব অথবা নিকৃষ্টতা নির্ধারিত হয়। মূর্খ জাহেল বা কাফির বা ধর্মহীনের পুত্র জ্ঞান ও স্বীয় বিশ্বাস এবং আমলের কারণে জান্নাতী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে।

জন্ম কোন ক্রমেই কোনো মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে বাধার কারণ হয় না। জান্নাতী ব্যক্তির সন্তান যেমন জাহান্নামী হতে পারে, তেমনি কাফিরের সন্তানও জান্নাতী হতে পারে। সকল মানুষই আদমের আওলাদ। তাই আদমের আওলাদের মধ্যে জন্মগত কারণে কোনো বৈষম্য নেই। সকল শিশুই নিষ্পাপ তাদের পিতা-মাতা যতোবড় পাপী বা অপরাধীই হোন না কেন। বিবাহ বহির্ভূত যৌনতা ইসলামে নিষিদ্ধ। কিন্তু অবৈধ সন্তান ঘৃণিত নয়। তার পক্ষে তাকওয়া অর্জন কষ্টসাধ্য নয়।

নওমুসলিমদের নামকরণ

কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে তার নাম পরিবর্তন ফরজ বা ওয়াজিব নয়। সাহাবীগণ ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের নাম পরিবর্তন করেননি। তবে যদি কারো নাম ইসলাম বিরোধী হয়ে থাকে, তবে পরিবর্তন করা উচিত। কোনো নওমুসলিমদের নাম কুরআনী শব্দে বা শব্দ সমষ্টিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

www.nagorikpathagar.org

সামাজিক বৈষম্য

নওমুসলিমগণ সাধারণত অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয় শ্রেণীভুক্ত। তবে বিত্তশালী ইসলাম গ্রহণ করে না এমন নয়। নামী দামী ব্যক্তিরাও ধর্ম পরিবর্তন করেন। যেমন করেছিলেন ভারতীয় নিম্ন বর্ণ সম্প্রদায়ের নেতা ড. বাবা সাহেব আমবেতকর। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, স্ব-সম্প্রদায় হিন্দু ধর্ম তিনি ত্যাগ করবেন। প্রথমে ঠিক করেছিলেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন। ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের তীব্র অসন্তোষ, ঘৃণা ও শত্রুতা লক্ষ্য করে তিনি তার সিদ্ধান্ত পাল্টান। পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন খৃস্টান হবেন, কিন্তু হননি।

ইউরোপ-আমেরিকায় খৃস্টানগণ অনুন্নত দেশের নতুন খৃস্টানদের সমমর্যাদায় দেখে না। নওখৃষ্টানগণ পাশ্চাত্য খৃস্টানদের দৃষ্টিতে মানুষ হলেও নিম্ন জাতের মানুষ। পশু মানুষ নয়, ভিন্ন জাতের সৃষ্টি। শৃগাল এবং ব্যাঘ্র সমশ্রেণী হতে পারে না। ইউরোপীয় খৃস্টানগণ অনুন্নত দেশের খৃস্টানদের হেয় চোখে দেখে। অবজ্ঞা করে।

শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণভেদ আমেরিকায় চরম। ইউরোপেও বেশ আছে। ড. বাবা সাহেব আমবেতকর সবদিক চিন্তা করে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেন না। তিনি গ্রহণ করলেন বৌদ্ধ ধর্ম। শুধু তিনি নন, তার লক্ষ লক্ষ অনুসারীকে নিয়ে।

বংশানুক্রিমক পেশা

কোনো কোনো ধর্মে কতগুলো পেশা জন্মগত, যেমন-সুইপারের সন্তানেরা সাধারণতঃ সুইপারই হবে, নাপিতের সন্তান নাপিত হবে, ধোপার সন্তান ধোপা হবে, মৎস্যজীবির সন্তান মৎসজীবি হবে। এরূপ কোনো বিধি-বিধান ইসলামে স্বীকৃত নয়। পেশাগত পরিবেশের কারণে কেউ কোনো পেশায় থাকতে বাধ্য নয়। যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে পেশা পরিবর্তন করতে পারে।

বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা বা পর্বতের উপকণ্ঠের মানুষের বৈবাহিক সম্পর্ক তাদের সমজাতের মধ্যেই সীমিত থাকে। ইসলামে সেরূপ নয়। কোনো সাঁওতাল, গারো, কুকি, মনিপুরী ইসলাম গ্রহণ করলে সে ইচ্ছা করলে পেশা পরিবর্তন করতে পারে। পৈত্রিক পেশায় তাকে থাকতে হবে না।

কোনো নওমুসলিম যদি ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বিত্তশালী হয় অথবা জ্ঞান ও সাধনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হন বা যে কোনো পেশায় পেশাগত সাফল্য অর্জন করেন, তিনি অনুরূপ সাফল্যকারী পরিবারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

সাঁওতালেরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তারা ইচ্ছা করলে নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে অথবা ভিন্ন পেশার মুসলিমদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। দুই তিন প্রজন্মের পর তাদেরকে সাঁওতালের বংশধর বলে বুঝাও যাবে না।

সাপুড়ে বেদেদের বিবাহ নিজেদের মধ্যেই হয়ে থাকে। তার ফলে পরবর্তী বহু প্রজন্ম বেদে এবং সাপুড়ে পেশায় নিয়োজিত থাকে। এরা ইসলাম গ্রহণ করলে দুই প্রজন্মের মধ্যেই তারা উচ্চতর সমাজের সাথে মিশে যেতে পারতো।

বাংলাদেশের ভূমিহীন মুসলিম কৃষি শ্রমিকের সন্তানেরা পরের বাড়িতে জায়গীর থেকে লেখাপড়া শিখে উচ্চতর পরিবারে বিবাহ-শাদীর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

অসহায় ভ্রাতা-ভগ্নী বা আত্মীয়-স্বজনের দায়িত্ব গ্রহণ

পিতা-মাতা শিশু-কিশোরকাল থেকে শুরু করে সাবালক এবং স্বনির্ভর না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় সন্তানের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। শুধু স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নয়, পিতার মৃত্যু ঘটলে মাতা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভ্রাতা-ভগ্নীর দায়িত্ব উপার্জনক্ষম ব্যক্তির ওপর পড়ে। শুধু অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভ্রাতা-ভগ্নী নয়, চাচা, ফুফু, খালা এবং অসহায় হয়ে পড়লে তাদের দায়িত্ব উপার্জনক্ষম মুসলিমদেরকে গ্রহণ করতে হয়।

বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্ব

সারা বিশ্বের মুসলিম ভাই ভাই। বিদেশে কোনো মুসলিম বিপদে পড়লে স্থানীয় মুসলিমদের ওপরে তার সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব পড়ে। বিদেশে আত্মীয়-স্বজন না ও থাকতে পারে। অসহায় হয়ে পড়লে তার পুনর্বাসন অথবা তাকে দেশে ফেরৎ পাঠানো স্থানীয় মুসলিমদের অবশ্যই করণীয় কর্তব্য।

আজকাল অবশ্য বর্ধিত আয়ের লক্ষ্যে মুসলিমগণ দেশ ছেড়ে বিদেশে গমন করে থাকেন। তারা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়া ধর্মীয় কারণে বিদেশ গমন করেন না। তবে সত্যিকার অসুবিধায় পড়া ব্যক্তিদের সাহায্যে এগিয়ে আসা অতীব পুণ্যকর্ম।

মেজরিটির সঙ্গে থাকার সুবিধা

কোনো ব্যক্তি যে দেশে বা যেখানেই থাকুক না কেন মেজরিটির সাথে থাকলে তাদের দুনিয়াদারীর সুযোগ-সুবিধা বেশি হয়। তবে আখিরাত সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মেজরিটির ভাষায় কথা বলতে পারলে পারস্পারিক যোগাযোগ সুবিধা হয়। যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়াতে যারা বসবাস

www.nagorikpathagar.org

করতে যায় ইংরেজী জানা থাকলে তাদের চাকুরী পেতে সুবিধা হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে খৃস্টানগণ মেজরিটি। সে দেশ কিভাবে চলবে, কে প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট হবেন, তা নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক হয়। যেহেতু খৃস্টানগণ মেজরিটি, তাই খৃস্টানগণই সে দেশে প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং মিনিস্টার নির্বাচিত ও নিযুক্ত হন।

যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশ। তাদের সম্পদ বেশি। গরিব দেশে তারা সম্পদ বিলায়। অনুন্নত দেশের লোকেরা সে দেশে চাকরীর জন্য যায়। বহু বাংলাদেশী মুসলিমও সে দেশে আছে। সে দেশে তারা থাকে অনেকটা বিদেশীদের মতো।

ইংরেজী ভাল না জানলে শ্রমিক, ঝাড়ুদার, পিওন, বাবুর্চি, বয়, বেয়ারার চাকরিও হয় না। ড্রাইভারের চাকরী করতে হলেও কিছু ইংরেজী জানা দরকার। ইংরেজী না জানলে তো বাজার করাও সম্ভব নয়।

জাপানে কেউ যেতে চাইলে জাপানী ভাষা জানলে তার সুবিধা বেশি হয়। কিন্তু জাপানী ভাষা না জানলে তার তো কোনো বাড়িই খুঁজে বের করা সম্ভব হবে না। চাকরী পাওয়া তো দূরে থাকুক, পকেটে পয়সা থাকলেও হিসাব করে কিছু কিনতে পারবে না। দোকানদারের সততার ওপর নির্ভর করতে হবে। মেজরিটি ধর্ম যা সেই ধর্মের অনুসারী হলে তিনি একটি বৃহৎ সমাজে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য পাওয়া যায়।

নারী সংক্রান্ত কুসংস্কার

কোনো কোনো ধর্মে নারীর অধিকার নেই বললেই চলে। বিয়ের সময় কন্যার পিতা বরের সম্মুখে হাঁটু গেড়ে কন্যাকে বরের নিকট সমর্পন করে। এই সমর্পনের মধ্যে রয়েছে হীনমন্যতা।

মুসলিমদের মধ্যে বিয়ে হলো একটি সামাজিক চুক্তি। এ চুক্তির এক পক্ষ বর অপর পক্ষ কনে। তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক চুক্তির মাধ্যমে নিরুপিত হয়।

সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার

খৃস্টান ও হিন্দু ধর্মে সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার ছিল না। আইন করে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

মেহমানদারী

বলা হয় মেহমান নিয়ে আহার করলে বেশি খেলেও বলা হয় হিসাব দিতে হবে না। এটুকু মনে হয় হাদীস নয়। কিছুটা বাড়াবাড়ি। তবে নওমুসলিমদের হক অন্যান্য মুসলিমদের ওপর সবচেয়ে বেশি। কারো কারো

www.nagorikpathagar.org

মতে যে দেশের প্রচুর এবং বিত্তশালী নাগরিক নওমুসলিমদের প্রতি উদাসীন, তাদের পক্ষে নাজাত পাওয়া বড় কঠিন হবে।

প্রত্যেক পরিবারে নওমুসলিম বাজেট

প্রত্যেক পরিবারের সামর্থ এবং চাহিদামত অর্থ ব্যয় হয়। শিশুকাল এবং বৃদ্ধকালে মানুষের অর্জন ক্ষমতা থাকে কম। এ সময় তারা অন্যের ওপর জীবিকার জন্য নির্ভরশীল হয়। প্রত্যেকটি পরিবারে সন্তানের জন্য পিতা-মাতাকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই অর্জনকারী ব্যক্তি যতোটুকু নিজের জন্য ব্যয় করে, অন্যের জন্য ব্যয় করতে হয় অনেক বেশি।

প্রত্যেক পরিবারে ব্যয়ের জন্য বিভিন্ন খাত থাকে। এর মধ্যে একটি খাত হওয়া উচিত ইসলাম প্রচার ও নওমুসলিম খাত। এই খাতটাকে একটি পরিবারে অতিরিক্ত শিশুর খাত হিসেবে কল্পনা করতে হবে।

বর্তমান বিশ্ব ও মুসলিম সমাজ অন্যদের মতো এগিয়ে যাচ্ছে না। এর একটি কারণ, এ সমাজে নওমুসলিমদের অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে না।

একটি শিশুকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হলে কয়েকটি বছর প্রয়োজন। তা হতে পারে ১২ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। এ বয়সটাতে সন্তানকে পিতা-মাতা কর্তৃক লালনপালন করতে হয়। একটি শিশুকে ২১ বছর পর্যন্ত পালন করতে প্রচুর অর্থ পিতামাতার ব্যয় করতে হয়। তারপর তারা স্বনির্ভর হয়। তাবলীগ এবং দাওয়ার মাধ্যমে কোন ধর্মে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হলে অনেক কম খরচে তা করা যায়।

সমাজে নিও ব্ল্যাড বা নতুন রক্ত

সুস্থ মানুষের রক্তও সুস্থ। কাল পরিক্রমায় এবং পাপাচারের ফলে রক্ত দূষিত হয়। দেহে যখন নতুন রক্ত সরবরাহ হয়, তখন জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়। কোনো সমাজে যদি নতুন লোকের আবির্ভাব না হয়। তাহলে সে সমাজ একটা স্টাটিক সমাজ। বরং স্টাটিক বা স্থির নয়, নিম্নমুখী সমাজ। সমাজকে গতিশীল করতে হলে নতুন মানুষের আবির্ভাব অবশ্যই হতে হবে। নতুন মানুষের আবির্ভাব হয় দু' পদ্ধতিতে। একটি হল নব শিশুর জন্ম। আরেকটি হল প্রচার এবং দাওয়ার মাধ্যমে।

পৃথিবীর সবগুলো দেশের মানুষই ক্রমশঃ উন্নতি করে যাচ্ছে। কিন্তু অন্যদের তূলনায় মুসলিমদের উন্নতি অপেক্ষাকৃত শ্লথ গতিসম্পন্ন। এর কারণ এ সমাজে তৈরী মানুষের আবির্ভাব হচ্ছে না।

www.nagorikpathagar.org

দশম অধ্যায়

জন্মগত মুসলিম হওয়ার মহা সৌভাগ্য ও দায়িত্ব

আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালার অসীম কৃপায় আমরা জন্মগতভাবে মুসলিম। অমুসলিমদের তুলনায় আমরা কত সৌভাগ্যবান! আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে জন্মসূত্রে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মহা সৌভাগ্য দান করেছেন। পরম করুণাময়ের এ নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের এবং আল্লাহ তা'য়ালার এই ঋণ পরিশোধের সাধ্য আমাদের নেই!

এ মহা-সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে ঈমানের এ মহা-সম্পদ অমুসলিমদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। ইয়াহুদী, খৃস্টান এবং মুসলিমদের মধ্যে হযরত ইসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ যা তাদের ধারণা মতে খাঁটি দ্বীন তা আল্লাহ্ তা'য়ালার অপর বান্দাদের কাছে পৌছিয়ে দেয়ার চেষ্টা মুসলিমদের অপেক্ষা অনেক বেশি করেন। ধর্ম প্রচারের এ আমলে কত কুরবানী বর্তমান বিশ্বের আনাচে-কানাচে খৃস্টান পাদ্রীগণ করে যাচ্ছেন। এ ফরজ আদায়ের প্রতি কি আমরা উদাসীন নই ?

১৫৫৮ খৃস্টাব্দে হালাকু খাঁ-এর হাতে সর্বশেষ আব্বাসী সুলতান মুতাওয়াক্কীল-এর হত্যার (২০ মুহাররাম, ৬৫১ হিঃ, ২৭ জানুয়ারী, ১৫৫৮ খৃঃ) সময় দুনিয়ার মুসলিমদের সংখ্যা ছিল নাসারাদের দ্বিগুণ। এখন মুসলিম জনসংখ্যা দুনিয়ার জনসংখ্যার ছয় ভাগের এক ভাগ। নাসারাদের সংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণের অনেক বেশি। মুসলিম এবং নাসারাদের মধ্যে পারস্পরিক সংখ্যার এরূপ পরিবর্তন হয়েছে অমুসলিমদের নিকট মুসলিমদের দাওয়াতে অবহেলার কারণে, অমুসলিমদের প্রতি জন্মসূত্রে মুসলিমদের উপেক্ষার পরিণামে।

কিয়ামত পর্যন্ত দাওয়াতী আমলের সওয়াব

আমাদের কারো চেষ্টায় একজন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে কিয়ামত পর্যন্ত তার এবং তার আওলাদের ইবাদতের এবং আমলের সম-পরিমাণ সওয়াব ইসলামের দিকে আহ্বানকারী আমলনামা এবং হিসাবের খাতায় লেখা হবে, যার চেষ্টায় ও সাধনায় ঐ নওমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অমুসলিমদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের মধ্যে যা ছিল আমরা তা পালন করছি না। এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনাও করছি না। অথচ

www.nagorikpathagar.org

এ নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা এবং ফিকির করলে আমরা মহা পুণ্য এবং সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারি।

ফরজ আমলে অবহেলা ও উদাসীনতা

দ্বীন গ্রহণ করার সাথে সাথে তা অন্যদের নিকট প্রচার করা ফরজ হয়ে যায়। আমরা অমুসলিমদের নিকট ইসলাম প্রচার করার ফরজ কর্তব্য সম্বন্ধে বে-খেয়াল এবং উদাসীন। আমাদের প্রিয় রাসূল (সাঃ) কর্তৃক ইসলামের প্রচার শুরু হয়েছিল মুসলিম মিল্লাতের আম্মাজান হযরত খাদীজা (রাঃ), হযরত যায়েদ ইবন হারিসা (রাঃ), দশ বছর বয়স্ক বালক হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) হতে। তাঁরা যদি দ্বীন গ্রহণ করে শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন, তা হলে ইসলামী দাওয়াহ্-এর কাজ কতোটুকু সম্প্রসারিত হতো !

মহানবী (সাঃ)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্নাত

মহানবী সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের সর্বপ্রথম এবং সর্ব প্রধান সুন্নাত হলো– অমুসলিদের নিকট ইসলাম প্রচার এবং তাদের প্রাথমিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে এর পথ বের করা। ইসলাম গ্রহণ এবং জীবনব্যাপী দারিদ্র অবলম্বন করা, রাসূল (সাঃ)-এর জীবনব্যাপী নীতি ছিল না।

সুলতানুল আম্বিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অতি প্রিয় খাদিম আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "দারিদ্র মানুষকে কুফরের দিকে টেনে নিয়ে যায়"। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত খাদিম হযরত আনাস (রাঃ) বিন মালিক ওয়া উম্মে সুলাইমান-এর মৃত্যুকালে তাঁর ৭৮ জন পুত্র সন্তান এবং দু'জন কন্যা জীবিত ছিলেন এবং তাঁর আওলাদ ছিল কয়েক শত। সাহাবী আনাস (রাঃ)-এর সন্তানদেরকে কেউ কেউ দাদা, দাদী, নানা, নানী হয়ে গিয়েছিলেন।

দারিদ্র দূরীকরণ ও যাকাত গ্রহণকারীর সংখ্যা হ্রাস

ইসলাম প্রচারের কয়েক বছরের মধ্যে যাকাত গ্রহণ করার মতো মুসলিম ছিল না। একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে অনেকের ধারণা বহু শত কোটি টাকা প্রতি বছর যাকাত বাবত দান করা হয়। এতো অর্থ ব্যয়ে কতোজন যাকাত গ্রহণকারীর দারিদ্র দূর হয়েছে? আমার জানা মতে এক জনেরও নয়। যাকাতের অর্থ যাকাত গ্রহণকারী কিভাবে ব্যয় করে তার তত্ত্বাবধান বা Supervision না হলে, অবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাবনা অতি অল্প। যে নীতির

www.nagorikpathagar.org

ফলে আরবের নওমুসলিমদের দারিদ্র সমস্যা সমাধান করা হয়েছিল, তা অবলম্বন করতে পারলে যে হারে অন্য একটি ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা বাড়ছে, তার চেয়ে বেশি হারে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। এনজিওগুলো যে অনুদান অথবা ঋণ দিয়ে থাকে, তা কিভাবে ব্যয় করা হলো এর কড়া Supervision করে থাকে।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর সাথে ব্যবসা করতে। অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াহ্‌র কাজ অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের কাজেই হলো আল্লাহ তা'য়ালার রাস্তায় সর্বোত্তম ব্যবসা। এ ব্যবসা সফল হতে পারে তত্ত্বাবধানকৃত (Supervised) দান-অনুদানের মাধ্যমে।

হযরত ইলিয়াস (রহঃ)-এর মহান কাজ

দিল্লীর হযরত ইলিয়াস (রাঃ)-এর ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে তাবলীগ জামাত হয়েছিল, কয়জন লোক তার ডাকে প্রথমে সাড়া দিয়েছিলেন ? তখন কি কেউ ধারণা করতে পারতেন যে, ঐ তাবলীগী আন্দোলন আজকের তাবলীগ আন্দোলনের রূপ নেবে?

বিশ্ব-তাবলীগ জামায়াত এখনো অমুসলিমদের মধ্যে আন্দোলন শুরু করেনি। আমাদের মধ্যে যাদের বিশ্ব-তাবলীগ জামাতের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার মহা সৌভাগ্য হয়েছিল, আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আমাদের সীমাহীন কৃতজ্ঞতা ও শুক্‌র। খাঁটি ইসলামের চেতনা তাবলীগ জামাত থেকেই আমরা অনেকেই পেয়েছিলাম।

দ্বীনের রাস্তায় অতীতে আমাদের পূর্বসূরীগণ তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে অনেক কুরবানী করে গেছেন। ভবিষ্যতে ইন্‌শাআল্লাহ্ আরো করবেন। অমুসলিমদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনভ্যাসের কারণে না করায় আমাদের অপরাধের কোনো কৈফিয়ত কি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে? এটাই হয়ত হবে আমাদের অনেকের জীবনের সবচেয়ে বড় গুনাহ্।

তাবলীগ জামায়াতের গৃহে গৃহে গমন

প্রতিদিন কতলোক অন্যদের ঘর-বাড়িতে বিভিন্ন কাজে আসে তা আমাদের স্মরণ থাকে না। তিন-চার জনের তাবলীগের জামাত কারো ঘরে গেলে অতি দীর্ঘ সময় গৃহকর্তার খেয়াল থাকে। আমরা ৪-৫ জন লোক যদি নিয়মিত আল্লাহ্ তা'য়ালার ঘর মসজিদে নিয়মিত বসার অভ্যাস করি এবং

www.nagorikpathagar.org

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে অমুসলিমদের কাছে যাই, এ পুণ্যময় নেক আমলে আমাদের অনীহা ও লজ্জা-সঙ্কোচ ক্রমশঃ হ্রাস পাবে।

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য্য-এর "ইসলাম প্রচার সমিতি" এক সময় বাংলাদেশে বেশ প্রশংসনীয় কাজ করেছিলো। এখনো করছে। তাদেরকেও আমরা শক্তিশালী করতে পারি। এরূপ অন্য কিছুকিছু সংগঠনও আছে। অমুসলিমদের নিকট ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্য সর্বত্র "জামাতুদ দাওয়াহ্" বা "দাওয়াহ্ জামায়াত" সংগঠন আমরা করতে পারি।

সমাজ ও দেশ কর্তৃক অবহেলিত শ্রেণীর মধ্যে দাওয়াতী কার্যক্রম

সামন্তবাদী সমাজে শ্রমের মর্যাদা অপেক্ষাকৃত কম। উপ-মহাদেশে সুইপার বা মেথর শ্রেণী অত্যন্ত অবহেলিত। তাদেরকে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ঘৃণা, অবজ্ঞা অথবা উপেক্ষ করে। কোনো হোটেলের বাবুর্চি বা বাবুর্চি খানার কর্মচারী মেথর শ্রেনী হতে নিয়োগপ্রাপ্ত, এ খবর জানাজানি হলে অনেকেই ঐ রেষ্টুরেন্টে আহার করতে দ্বিধাবোধ করবেন।

অন্যারেস্টুরেন্ট পেলে সুইপার শ্রেণীতে জন্ম গ্রহণকারী বা খন্ডকালীন পেশা অবলম্বনকারী ব্যক্তিকে বাবুর্চি হিসেবে নিযুক্ত হোটেলে যেতে চাইবেন না। বহু উন্নত দেশে এ ধরনের কুসংস্কার নেই। তবে তাদের প্রতিকূল সংস্কার আছে আমলকারী মুসলিমদের সম্পর্কে।

সুইপার পেশাকে ঘৃণা করা অযৌক্তক এবং পাপ। নিজের মা বা বড় বোনই তো হলো সকল মুসলিম শিশুর সবচেয়ে সতর্ক ও কর্তব্য পরায়ণ সুইপার। স্বীয় মাতা হতে শিশুর যোগ্যতর চাকরানী বা মেথরানী কে হতে পারে! মা নিজের সন্তানের মেথরানী। পেশাগত মেথর সুইপারগণ সমাজের মেথর। এটাই পার্থক্য। পেশাগত সুইপারদের প্রতি মাতৃসম অনুভূতি থাকতে হবে।

দাওয়াতী কার্যক্রম সুইপারদের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রসারিত হলে খুবই ভালো কাজ হতে পারে। সুইপার মেয়েদেরকে অধিকতর সম্মানজনক প্রশিক্ষণের সুযোগ দেয়া হলে এবং তাদের মধ্যে একই সঙ্গে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে, তারা ইসলাম ধর্মে অধিকতর উৎসাহী হবেন।

সমাজের নিম্নস্তর ও নিচু পেশার লোকদের মধ্যে দাওয়াতী কার্যক্রম অধিকতর আগ্রহ ও সুপরিকল্পিতভাবে প্রণয়ন করা যেতে পারে। বিভিন্ন শহরের সুইপারদের মধ্যে দাওয়াহ প্রোগ্রাম সক্রিয়ভাবে শুরু করা যেতে

www.nagorikpathagar.org

পারে। তারা চাকুরীতো করেই, দাওয়াহ কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা যেতে পারে। ক্রমশঃ একটি বিশেষ কলোনী মুসলিম সুইপারদের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে।

বেদেদের মধ্যে দাওয়াহ্ প্রোগ্রাম

বেদেরা দাবী করে যে, তারা আরবের বেদুইনদের বংশধর। আরব দেশে তারা তাঁবু নিয়ে ঘুরে বেড়াত– মরুদ্যান থেকে মরুদ্যানে। বাংলাদেশে তারা বাসস্থান হিসেবে তাঁবুর পরিবর্তে নৌকা অবলম্বন করছেন। তারা হিন্দু নন বরং মুসলিম বলে দাবী করেন। তাদের মধ্যে দাওয়াহ্ প্রোগ্রাম করে তাদেরকে মুসলিম সমাজের মূল ধারায় নিয়ে আসতে হবে।

অতীতে আমাদের দেশে পল্লী অঞ্চলে গরীবদের সন্তানগণ বিত্তশালী অথবা লেখাপড়ার সুযোগ যার বাড়ির কাছে আছে তেমন আত্মীয়ের বাড়িতে জায়গীর থেকে এবং সাহায্য নিয়ে লেখাপড়া করতো। এখন বস্তুতান্ত্রিক মানসিকতার প্রভাবে ঐ প্রথা প্রায় উঠে যাচ্ছে।

একটি অতিরিক্ত সন্তান

একজন নওমুসলিমের স্বনির্ভর না হওয়া পর্যন্ত তার ব্যয়ভার বহন করার মূল্যবোধ সামাজিক সংস্কৃতিরূপে উন্নয়ন করা যেতে পারে। সমাজের কেউ কেউ পালক পুত্র গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্যবাসীগণ অনুন্নত দেশের অবহেলিত শিশুকে পালক সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেন। পালক সন্তান আত্মীয়-স্বজন থেকে অনেক ক্ষেত্রে পৃথক হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে পালক সন্তানের প্রতি পালক পিতামাতার মহাব্বত যথই থাকুক না কেন রক্তের টানে পালক সন্তান মূল পিতা-মাতার প্রতি আকর্ষণ অধিকতর তীব্রভাবে অনুভব করতে পারে। একটি নওমুসলিমকে পালক সন্তান হিসেবে গ্রহণ করা অধিকতর কাম্য।

মুসলিমদের মধ্যে একটি নতুন মূল্যবোধ উন্নয়ন করা যায়। প্রত্যেক পরিবারে একাধিক সন্তান থাকে। একটি অসহায় অমুসলিমকে পালক সন্তান হিসেবে গ্রহণ না করলেও পরিবারের একটি অতিরিক্ত সদস্য হিসেবে সর্বদাই একজনের ব্যয়ভার বহন করার নীতি গ্রহণ করা যায়। এতে পরকালে নাজাতের একটি উসিলা হয়।

www.nagorikpathagar.org

নওমুসলিমদের অর্থনৈতিক অধিকার বা সুবিধা

বাংলাদেশের অমুসলিমদের অনেকেই অদৃষ্টবাদী। তারা জন্মগতভাবে পেশাজীবি। হিন্দু ধর্ম মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশায় ভাগ করে দিয়েছে। জন্মগতভাবে তারা বিশেষ পেশায় লিপ্ত থাকে। ব্যবসায়ীর সন্তান পৈত্রিক পেশা অবলম্বন করলে তার খুব ক্ষতি হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্য লাভজনক পেশা। চাকুরীজীবির ছেলেরাও চাকুরীজীবি হলে অসুবিধা ততোটুকু হয় না। কারণ লেখা-পড়া থাকলে ছোট চাকুরীজীবির সন্তানেরাও চাহুরী পেয়ে থাকে।

অদৃষ্টবাদ বনাম কর্মবাদ

সাধারণত দেখা যায় হিন্দু শীল নাপিতের ছেলেরা নাপিত হয়। ধোপার ছেলেরা ধোপা হয়। কাঠ মিস্ত্রির ছেলেরা কাঠ মিস্ত্রি হয়। কর্মকার, কামার, কুমার ইত্যাদি পেশার লোকদের সন্তানেরা সে পেশা অবলম্বন করে। কোনো কাজকেই ইসলাম জন্মগত পেশা বলে স্বীকার করে না।

মেথর শ্রেণী

বাংলাদেশের বিভিন্ন নগরীতে মেথর, সুইপার আছে। ঢাকা এবং অন্যান্য শহরেও মেথরদের জন্য মেথরপট্টি বা মেথর কলোনী আছে। শত শত বাঙ্গালী হিন্দু মেথর বংশানুক্রমে মেথরই আছে।

প্রত্যাশিত চাকরী না পেলে মুসলিমরাও কেউ কেউ মালি, সুইপার, মেথর হয়। কিন্তু তারা চায় না তাদের সন্তানেরা মেথর, মালি, সুইপার হোক। তার ফলে তারা এক জেনারেশন বা এক পুরুষের পর মেথর থাকে না।

চাকুরীর ব্যবস্থা

যে কোনো সমাজের সদস্যবৃন্দ স্বাভাবিক কারণে চাকুরী প্রাপ্তিতে একজন আরেকজনকে যতোটুকু সম্ভব সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। যে দেশে মুসলিম জনসংখ্যা ব্যাপক সেখানে সমাজের কেউ অসহায় হয়ে পড়লে তাদের প্রতি অন্য মুসলিমরা সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করে।

নগরে বসবাস

বড় শহরের প্রধান সুবিধা হলো অর্থনৈতিক। শহরের রাস্তা-ঘাট ভাল, গৃহ মজবুত। ভবন বহুতল, লোকজনের জীবনযাত্রার মান উন্নত। চাকুরীর সুবিধা বেশি। সব পেশার লোকেরাই পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা সাধারণত উন্নততর জীবন যাপন করে। তবে ব্যতিক্রমও আছে।

www.nagorikpathagar.org

নওমুসলিমগণ সাধারণত পারিবারিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত এবং সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত হন। তাই তাদের প্রথম সমস্যা হল বাসস্থান। দ্বিতীয় সমস্যা হল জীবিকা। জীবিকার সুবিধা যেহেতু শহর অঞ্চলে বেশি, তাই নওমুসলিমদের শহরে বাস করাই ভাল। তবে চাকুরী, ব্যবসা বা অন্যকোন পেশায় নিয়েজিত হওয়ার সুযোগ থাকলে নওমুসলিমদের ছোট শহরে বসবাস করাই উত্তম।

পল্লী এলাকায় বসবাস

মফস্বল এলাকার এবং ছোট শহরে জন সংখ্যার ঘনত্ব মহা নগরীর ঘনত্ব থেকে লঘু। প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ এ জনসংখ্যা স্বল্প। একটি এলাকায় মোট জনসংখ্যাও থাকে অপেক্ষাকৃত কম। পল্লী এলাকা এবং ছোট শহরে যানবাহন কম। যানজট নেই। পলিউশন বা ধোঁয়া কম। তুলনামূলকভাবে পরিবেশ উত্তম, জীবন নিরাপদ। এলাকাবাসী একে অপরকে জানে, চিনে। বন্ধুত্ব-ভ্রাতৃত্ব বেশি ও গভীর। ছোট শহরে এ ধরনের আরো বেশি সুবিধা আছে।

বড় শহরের সুবিধা হল লোকজন বেশি, সমস্যা বেশি। জীবন সামগ্রীর প্রয়োজন এবং চাহিদা বেশি। সরবরাহ উৎপাদন বেশি। জিনিসপত্রের ক্রয় বিক্রয় বেশি। চাকুরীর সুবিধা বেশি। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা বেশি।

নওমুসলিমদের জন্য অর্থ ব্যয়

নওমুসলিমদের জন্য অর্থ ব্যয় ধর্মীয় কারণে অবশ্যই করতে হবে। প্রত্যেক মুসলিম পরিবারেই অন্ততঃ একটি নওমুসলিমের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করা ফরজ-সম গণ্য করা যায়। একটি সন্তান বেশি হলে পিতা-মাতা তাকে ফেলে দিতে পারে না। তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রতিপালন ব্যয় পিতা-মাতাকেই বহন করতে হবে। যদি প্রত্যেকটি পরিবার মনে করে একটি নওমুসলিম তাদের একটি অতিরিক্ত সন্তান, তাহলে নওমুসলিমদের জন্য অর্থ ব্যয় করা কঠিন হয় না। অন্যান্য মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিম ভ্রাতার দায়িত্ব যতোটুকু, নওমুসলিমদের প্রতি দায়িত্ব আরো অনেক বেশি।

নওমুসলিমদের পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন

অনেকে পেশাগত বা আর্থিক কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে থাকেন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণ যাই হোক না কেন– ইসলাম গ্রহণ করার পর নও-মুসলিমদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব মুসলিমদেরই।

নওমুসলিম পুনর্বাসনের সহজতম পদ্ধতি হলো তাদেরকে কোনো পেশাগত প্রশিক্ষণ দেওয়া। শিক্ষার ফলে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। জ্ঞানের পরিধি

www.nagorikpathagar.org

সম্প্রসারিত হয়। তাত্ত্বিক জ্ঞানের দ্বারা আর্থিক পুনর্বাসন হয় না। তাই নওমুসলিমদের পুনর্বাসনের জন্য তাদেরকে পেশাগত শিক্ষা অবশ্যই দিতে হবে। কি ধরনের পেশাগত শিক্ষা দিতে হবে তা নির্ভর করবে সমাজের আর্থিক অবস্থার ওপরে। যে ধরনের পেশার চাহিদা সমাজে আছে, সে ধরনের পেশায় শিক্ষা দিয়ে নওমুসলিমদের পুনর্বাসিত করতে হবে।

নওমুসলিমদের পুনর্বাসনের সাহায্য না করার পরিণতি

যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে চায়, তবে তার পুনর্বাসন করা মুসলিমদের ওপর ফরজ। এই ফরজ কর্তব্য আদায় না করলে আল্লাহ্‌র কাছে হিসাব দিতে হবে। নওমুসলিম পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা অবশ্যই 'খিদমতে খালক' হিসেবে গণ্য হবে।

সম্পদ প্রেম

সম্পদে ভালোবাসা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। অবৈধভাবে অর্জিত সম্পত্তির পাই পাই করে হিসাব দিতে হবে। এটা জেনেও মানুষ অবৈধভাবে সম্পত্তি অর্জন করতে চায়। সম্পত্তি প্রেমের সঙ্গে সম্পত্তি অনুদানের ভালোবাসাও হৃদয়ে সৃষ্টি করতে হবে।

নওমুসলিমদের জন্য যাকাতের টাকা ব্যয়

নওমুসলিমদের জন্য যাকাতের টাকা ব্যয় জায়েয কিনা– এ প্রশ্ন কেউ কেউ করে থাকেন। যাকাতের টাকা আশ্রয়হীন লোকের মধ্যে বিতরণ বৈধ। নিম্নে বর্ণিত শ্রেণীর মধ্যে এর উদ্দেশ্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় বৈধ এবং সঙ্গত। যেমন, (১) ফকির (দরিদ্র), (২) মিসকিন (নিঃস্ব), (৩) যাকাত আদায়কারী কর্মচারী, (৪) ঋণমুক্তি, (৫) দাসত্বমুক্তি, (৬) মুয়াল্লাফাতুল কুলুব (নওমুসলিমদের হৃদয় ইসলামের দিকে আকর্ষণ), (৭) ইবনুস সাবিল (পথের পথিক অর্থাৎ ভ্রমণকারী), (৮) সাবিলিল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র রাস্তা)

নওমুসলিমগণ উপরোক্ত দুই খাতে যাকাতের টাকা পেতে পারেন। একটি আল্লাহর রাস্তায়। দ্বিতীয়টি হল– নওমুসলিমদের হৃদয় আকর্ষণ।

www.nagorikpathagar.org

নওমুসলিমদের আর্থিক পুনর্বাসন

কোনো অমুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তিনি পিতা-মাতার আশ্রয় ও আত্মীয়– স্বজনের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হন। তিনি পিতা-মাতার ওপরে নির্ভরশীল হলে পিতা-মাতার স্নেহ-মায়া থেকে বঞ্চিত হন। তাকে স্বধর্মে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব না হলে ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়। এ অবস্থায় একজন ধর্মান্তরিত ব্যক্তির প্রথম প্রয়োজন হল আর্থিক পুনর্বাসন।

কেউ কেউ পেশাগত বা আর্থিক কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে থাকেন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণ যাই হোক না কেন—ইসলাম গ্রহণ করার পর নওমুসলিমদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব মুসলিমদেরই।

আর্থিক পুনর্বাসন

নওমুসলিমের পুনর্বাসনের সহজতম পদ্ধতি হলো তাদেরকে কোনো আর্থিক পেশাগত প্রশিক্ষণ দেওয়া। শিক্ষার ফলে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত হয়। তাত্ত্বিক জ্ঞানের দ্বারা আর্থিক পুনর্বাসন হয় না। তাই নওমুসলিমদের পুনর্বাসনের জন্য তাদেরকে পেশাগত শিক্ষা অবশ্যই দিতে হবে। কি ধরনের পেশাগত শিক্ষা দিতে হবে তা নির্ভর করবে সমাজের অর্থনৈতিক পরিবেশের ওপর। যে ধরণের পেশার চাহিদা সমাজে আছে, সে ধরনের পেশায় শিক্ষা দিয়ে নওমুসলিমদের পুনর্বাসিত করতে হবে।

নওমুসলিমদের পুনর্বাসনের সাহায্য না করার পরিণতি

যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে চায়, তবে তার পুনর্বাসন করা মুসলিমদের ওপর ফরজ। এই ফরজ (কর্তব্য) আদায় না করলে আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে।

নওমুসলিম পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা অবশ্যই খিদমতে খালক হিসেবে গণ্য করতে হবে। সম্পদে ভালোবাসা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। অবৈধভাবে অর্জিত সম্পত্তির পাই পাই করে হিসাব দিতে হবে। এটা জেনেও মানুষ অবৈধভাবে সম্পত্তি অর্জন করতে চায়। সম্পত্তি প্রেমের সঙ্গে সম্পত্তি অনুদানের ভালোবাসাও হৃদয়ে সৃষ্টি করতে হবে।

নওমুসলিমদের জন্য যাকাতের টাকা ব্যয়

নওমুসলিমদের জন্য যাকাতের টাকা ব্যয় করা জায়েয কিনা– এ প্রশ্ন কেউ কেউ করে থাকেন। যাকাতের টাকা আশ্রয়হীন লোকের মধ্যে বিতরণ

www.nagorikpathagar.org

বৈধ। যাকাত যে যে খাতে আল্ কুরআনের নির্দেশিত পন্থায় ব্যয় করতে হবে তা হলো- (১) ফকির (দরিদ্র), (২) মিসকিন (নিঃস্ব), (৩) যাকাত আদায়কারী কর্মচারী, (৪) ঋণমুক্তি, (৫) দাসত্ব মুক্তি, (৬) মুয়াল্লা ফাতুল কুলুব (নওমুসলিমদের হৃদয় ইসলামের দিকে আকর্ষণ), (৭) ইবনুস সাবিল (পথের পুত্র অর্থাৎ ভ্রমণকারী), (৮) সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর রাস্তায়)। নওমুসলিমগণ দুই খাতে যাকাতের টাকা পেতে পারেন। একটি হল আল্লাহর রাস্তায়। দ্বিতীয়টি হল নও-মুসলিমদের হৃদয় আকর্ষণ।

প্রত্যেক পরিবারে নওমুসলিম বাজেট

প্রত্যেক পরিবারের সামর্থ এবং চাহিদামত অর্থ ব্যয় হয়। শিশুকাল এবং বৃদ্ধকালে মানুষের অর্জন ক্ষমতা থাকে কম। এ সময় তারা অন্যের ওপর জীবিকার জন্য নির্ভরশীল হয়। প্রত্যেকটি পরিবারে সন্তানের জন্য পিতা-মাতাকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই অর্জনকারী ব্যক্তি যতোটুকু নিজের জন্য ব্যয় করে, অন্যের জন্য ব্যয় করতে হয় অনেক বেশি।

প্রত্যেক পরিবারে ব্যয়ের জন্য বিভিন্ন খাত থাকে। এর মধ্যে একটি খাত হওয়া উচিত ইসলাম প্রচার এবং নওমুসলিম খাত। এই খাতকে একটি পরিবারে একটি অতিরিক্ত সন্তানের খাত হিসাবে কল্পনা করতে হবে।

নওমুসলিমের জন্য অর্থ ব্যয় ধর্মীয় কারণে অবশ্যই করতে হবে। প্রত্যেক মুসলিম পরিবারেই অন্ততঃ একজন নওমুসলিমের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করা ফরজসম গণ্য করা যায়।

অতিরিক্ত একটি সন্তান বা আত্মীয়

যদি একজন অমুসলিম তার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে, তাকে কি আমরা আমাদের নাজাতের উছিলা হিসেবে একজন আত্মীয়রূপে বা সন্তানরূপে গ্রহণ করতে পারি না? আমার তিনটি ছেলের অতিরিক্ত আরেকটি ছেলে জন্ম হলে তাকে কি আমি ফেলে দিব? সে পঙ্গু হলে তাকে কি আমি হত্যা করব ? অবশ্যই করব না।

একটি সন্তান বেশি হলে পিতা-মাতা তাকে ফেলে দিতে পারে না। তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রতিপালন ব্যয় পিতা-মাতাকেই বহন করতে হয়। যদি প্রত্যেকটি পরিবার মনে করে একটি নওমুসলিম তাদের একটি অতিরিক্ত সন্তান, তাহলে নওমুসলিমদের জন্য অর্থ ব্যয় করা কঠিন হয় না।

অন্য মুসলিমদের প্রতি অপর মুসলিম ভ্রাতার দায়িত্ব যতোটুকু, নওমুসলিমদের প্রতি দায়িত্ব আরো অনেক বেশি। একটি ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে

www.nagorikpathagar.org

আমার নাজাতের উসিলা হিসাবে নিজের পরিবারের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

অসহায় ভ্রাতা-ভগ্নী বা আত্মীয়-স্বজনের দায়িত্ব গ্রহণ

পিতা-মাতা শিশু-কিশোরকাল থেকে শুরু করে সাবালক এবং স্বনির্ভর না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় সন্তানের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। শুধু স্ত্রী, পুত্র কন্যা নয়, পিতার মৃত্যু ঘটলে মাতা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভ্রাতা-ভগ্নীর দায়িত্ব উপার্জনক্ষম ব্যক্তির ওপর পড়ে। শুধু অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভ্রাতা-ভগ্নী নয়, চাচা, ফুফু, খালা এবং অসহায় হয়ে পড়লে তাদের দায়িত্ব উপার্জনক্ষম মুসলিমদেরকে গ্রহণ করতে হয়।

নওমুসলিমদের জন্য বিশেষ নিয়োগ কোটা

মুসলিম ইতিহাসের যে সময়টি ছিল সর্বোত্তম, সে সময়টি হলো– রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং সাহাবীদের কাল। ঐ সময় তারা ভোগ-বিলাস নয়, বরং দ্বীন প্রচারের কাজে নিমগ্ন থাকতেন বেশি সময়। সাহাবীদের জীবন সাধনাই ছিল ইসলাম প্রচার। মুসলিমদের নাজাত ও জান্নাতে যাওয়ার বহু পদ্ধতি আছে। এর মধ্যে সহজতম পদ্ধিতিটি হলো ইসলাম প্রচার এবং এ জন্য অর্থ ব্যয়।

আরব দেশসমূহে বহু সংখ্যক শ্রমিক প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ থেকে এবং অন্যান্য দেশ থেকে প্রতি বছর যে রিক্রুটমেন্ট হয়, তাদের থেকে একটি অংশ নওমুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

একাদশ অধ্যায়

নওমুসলিমদের বৈবাহিক অধিকার

মুসলিমদের মধ্যে কোনো জাতিভেদ প্রথা নেই। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সাধারণত ব্রাহ্মণদের বিবাহ হয়। জাত ও বর্ণের মধ্যে বিবাহ হওয়া কোনো কোনো ধর্মের একটি সাধারণ নীতি। বর্ণের বাইরে বিয়ে হয় না। অন্য বর্ণের একটি সুযোগ্য এবং সবদিকে পছন্দনীয় বর বা কন্যা পাওয়া গেলেও জাত ও বর্ণের পার্থক্যের কারণে তাদের মধ্যে আন্তঃবর্ণ বিবাহ হয় না। হলেও তা হয় সমস্যাসঙ্কুল।

বাংলাদেশে মুসলিমদের মধ্যে চক্রবর্তী, বিশ্বাস, ঠাকুর, দাস, চৌধুরী, মজুমদার, সরকার, মন্ডল ইত্যাদি পারিবারিক উপাধি আছে। এদের অনেকের পূর্ব পুরুষ ছিলেন অন্য ধর্মী। পরবর্তীতে তারা মুসলিম হয়েছেন। মুসলিম হওয়ার পর তারা মুসলিম সমাজের সাথে মিশে গেছেন। এখনো অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী যদি বাংলাদেশী কোনো মুসলিমের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তারা বৃহত্তর মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

নওমুসলিমদের আর্থিক অবস্থা ভালো হলে এবং শিক্ষা-দীক্ষায় তারা উন্নত হলে অতি সুপ্রাচীন বংশীয় অভিজাত ও খানদানী বংশের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

এক সময় বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম সেরা সম্পদশালী দেশ ছিলো। আজকাল যেরূপ বাংলাদেশের মানুষ ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার জন্য পাগল, তৎকালে আরব, ইরান, আফগানিস্থান, তুর্কীর লোকেরা বাংলাদেশে আসতেন। তারা তাদের সাথে মেয়ে নিয়ে আসতেন না। এ দেশেই বিয়ে-শাদী করতেন। তাদের অনেকেই আর দেশে ফিরে যাননি।

খান হলো পাঠানদের একটি সামাজিক উপাধি। বহু আফগান এককালে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ অঞ্চল ছড়িয়ে পড়েছিলেন। আফগানরা যে দেশ-বিদেশে এসেছেন সেদেশে বিয়ে-শাদী করেছেন। তাদের বংশধরগণ খান নামে অভিহিত হয়েছেন।

বিবাহ

চৌদ্দ ব্যক্তির সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। যেমন, ভ্রাতা-ভগ্নি, মাতা-পুত্র, পিতা-কন্যা, পিতৃব্য-ভ্রাতুষ্পুত্রী, খালা-ভগ্নিপুত্র, ফুফু-ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ বা হারাম। কিন্তু জন্ম বা পরিবারগত কারণে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাহের কোনো নিষিদ্ধতা নেই।

কোনো কোনো ধর্মে জাতিভেদ বা বর্ণবাদ রয়েছে। ইসলামে সেরূপ নেই। ব্যক্তিগত গুণাবলী ও যথাযথ পরিবেশের কারণে পারস্পরিক বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে। যদি কোনো ব্যক্তি জ্ঞানী, তাকওয়াসম্পন্ন ও উন্নত স্বভাবের হন, তার সঙ্গে নবী বংশের কন্যারও শাদী মোবারক সম্পন্ন হতে পারে।

ইসলামে কোনো প্রকার কৌলিন্য প্রথা নেই। তাই কোনো বংশে জন্ম গ্রহণ করলে কাউকে জন্মগত কারণে তার পরিবারের স্তরেই থাকতে হবে, এরূপ কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

কৌলিন্য অথবা জাতিভেদ প্রথা না থাকার ফলে অবাধ যৌনতা নিষিদ্ধ হলেও অবাধ বিবাহ স্বীকৃত এবং বৈধ। তবুও পরিবেশের কিছুটা প্রভাব ব্যক্তিগত চরিত্রে থাকে। তাই দু'টি পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কুফু বা তুলনামূলক সমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। ইসলামে জাতিভেদ বা কৌলিন্য প্রথা না থাকার কারণে যে কোনো অঞ্চল বা যে কোনো বংশের সন্তানের অন্যবংশের সংগে বৈবাহিকসম্পর্ক স্থাপিত এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

বিয়ে-শাদী

বিয়ে-শাদী সাধারণত ধর্মের ওপর নির্ভর করে। এক ধর্মের অনুসারীদের বিয়ে অন্যধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে হতে পারে। এরূপ বিয়েকে Civil Marriage বলা হয়। ধর্মীয় দৃষ্টিতে Civil Marriage টা ধর্মীয় বিয়ের মতো পবিত্র নয়। কেউ কেউ তো এটাকে নিষিদ্ধই মনে করে থাকেন।

আত্মীয়-স্বজনের পরিধি সম্প্রসারণ

ইসলাম এমন একটি ধর্ম যার অনুসারীরা পরস্পর ভাই ভাই। এর একটি বাস্তব প্রমাণ হলো– ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা ব্যক্তি পূর্বে যাই থাকুন না কেনো ইসলাম গ্রহণ করার পর তার বিরুদ্ধে কোনো কুসংস্কারজাত ধারণা থাকতে পারে না। যদি থাকে, তা ইসলাম বিরোধী ধারণা এবং ভুল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ।

ইসলাম গ্রহণের পরেই নওমুসলিম উম্মাহর অঙ্গীভূত হয়ে যান। তার আর্থিক, শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতার ভিত্তিতে তিনি তার নতুন মুসলিম সমাজে বৈবাহিক সম্পর্কের যোগ্য হয়ে যান। তাকে কেউ নওমুসলিম বলে ঘৃণা করতে পারে না এবং নওমুসলিম হওয়ার কারণে বিবাহের প্রস্তাব

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যাখ্যান করা বা বিরূপ অনুভূতি পোষণ করা সম্পূর্ণ পাপ।

বিবাহ বহির্ভূত ভালবাসা

বিবাহের পর প্রেম-ভালোবাসা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হওয়া কাম্য। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে মানবিকভাবে যতোটুকু সম্ভব ভালোবাসতে পারে। কিন্তু বিবাহপূর্ব ভালোবাসা অনুমোদিত বা কাংখিত নয়। বিবাহের পূর্বে প্রেমের খেলা খেললে এই প্রেম বাসর ঘরেই মৃত্যুবরণ করতে পারে। বাসর ঘরেই প্রেমের চরম সমাপ্তি ঘটতে পারে। সে জন্য মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য অপেক্ষা বিবাহ বিচ্ছেদ কম।

সীমিত তালাক

ইসলামে তালাক নিষিদ্ধ নয়, বরং বৈধ। তবে, বলা হয়েছে বৈধ বিষয়সমূহের মধ্যে তালাক সর্বনিকৃষ্ট। তালাক সম্বন্ধে আরো বলা হয়েছে, তালাক এতো জঘন্য যে, এর কারণে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে। এরূপ অভিমতের কারণে মুসলিম সমাজে তালাক অত্যন্ত সীমিত।

www.nagorikpathagar.org

স্বাস্থ্যসম্মত মুসলিম জীবনধারা

ইসলাম একটি স্বাস্থ্যসম্মত ধর্ম। ইসলামী বিধিবিধান পালন করলে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করা সহজ হয় এবং রোগশোক কম হয়। বহু সংখ্যক ধর্মীয় বিধি-নিষেধের কারণে মুসলিমদের প্রাত্যহিক জীবন অপেক্ষাকৃত অধিক সুশৃঙ্খল হওয়া স্বাভাবিক।

প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ

মুসলিমদের সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে উঠা এবং শয্যাত্যাগ বাধ্যতামূলক। কারণ, তাদেরকে সূর্যোদয়ের পূর্বেই ফজরের নামায পড়তে হয়। এর ফলে মুসলিমদের যারা সকাল বেলা উঠে মসজিদের যান, তাদের স্বাস্থ্য ভালো হওয়ার কথা।

প্রাতঃকালের সূর্যোদয়ের পূর্বে বায়ু থাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ। দিনের বেলা মানুষ চলাচল হয় বেশি। পশু-পাখিও ঐ সময় খাদ্য সংগ্রহ করে। যানবহানের কারণেও ধুলা উড়ে। তার ফলে সারাদিন বায়ু দূষিত হয়।

রাতে কুয়াশায় উড়ন্ত ধুলিকণা নিচে নেমে আসে। সকাল বেলার হাওয়া সম্বন্ধে হিন্দি ও উর্দুতে বলা হয় "সুবহে কী হাওয়া, লাখ রুপিয়া কি দাওয়া।" অর্থাৎ সকাল বেলার হাওয়া ১,০০,০০০ টাকার ঔষধ।

খাওয়ার পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ

জীবন দানকারী স্বত্তা হলেন আল্লাহ তা'য়ালা। বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য প্রয়োজনীয়। বেঁচে থাকতে হবে মহান স্রষ্টার অনুগ্রহে ও নির্দেশ মত। খাওয়া মানুষের মৌলিক প্রয়োজন। তাই খাওয়ার পূর্বে অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্র নাম স্মরণ করতে হয়।

পরিমিত আহার

একটি লোক যতোটুকু খেতে পারে, ইসলামের নির্দেশ হলো তার তিন ভাগের এক ভাগ খাওয়া। পাকস্থলীর তিন ভাগের আরেক ভাগ পূর্ণ করতে হবে পানি দ্বারা এবং তৃতীয়াংশ রাখতে হবে খালি। এর ফলে মানুষের রোগ হয় কম। স্বাস্থ্য থাকে ভালো। অধিকাংশ রোগের মূল কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানাহার।

www.nagorikpathagar.org

প্রতিদিন অন্ততঃ একটি ফল

প্রতিদিন অন্ততঃ একটি ফল খাওয়া খুবই সঙ্গত এবং আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সুন্নাত। দামী ফল খেতে হবে তেমন প্রয়োজন নেই। উত্তম ফল হলো জলপাই, ডুমুর, খেজুর, আমলকি ইত্যাদি। অন্য কোনো ফল না পেলে অন্ততঃ একটি খেজুর খাওয়া যেতে পারে। কলা, আনারস, জাম্বুরা, লেবু, পেয়ারা, পেঁপে, সফেদা ইত্যাদি আমাদের দেশীয় উত্তম ফল।

মধু, কালি জিরা, তিক্ত, টক পানাহার

নিয়মিত এবং পরিমিত খাঁটি মধু পান এবং কালিজিরা খাওয়া রোগ প্রতিষেধক এবং সুস্বাস্থ্যের আকর এবং উৎস। প্রতিদিন সম্ভব হলে চিরতার রস, লেবু ও মেহেদী পাতার রস বা অনুরূপ দ্রব্য পানাহার করা বিধেয়।

পানি পান-উষা পান

পানি ঔষধ সম। নিদ্রাভঙ্গের পরই পানি পান সুন্নাত। নিদ্রা ভঙ্গের পর দু' গ্লাস পরিমাণে উষা পানের সুন্নাতটি আমরা ছেড়েই দিয়েছি। দৈনিক আহারকৃত দ্রব্যের মধ্যে অর্ধেক থাকতে হবে বিশুদ্ধ পানি।

মদ্যপান

মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে সাহাবীদের কেউ কেউ মদ্যপান করতেন। মদ্যপান ইসলামে নিষিদ্ধ। তবুও কিছু কিছু লোক মদ্যপান করে থাকে। মদ্যপানের ফলে দেহের বহুবিধ ক্ষতি হয়ে থাকে। লিভারের ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। মুসলিমদের মধ্যে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার ফলে মদ্যপান অপেক্ষাকৃত কম। সেই পরিমাণে রোগও কম হয়। যেহেতু বিভিন্ন ধর্মীয় কারণে মুসলিমদের রোগ কম হওয়ার কথা, তাই রোগের চিকিৎসা বাবদ ব্যয়ও সীমিত।

ধূমপান

ধূমপান ইসলামে নিষিদ্ধ। তামাক থেকে সরাসরি যে চুরুট হয়ে থাকে, তা স্বাস্থ্যের জন্য বেশি ক্ষতিকর। এতে দুর্গন্ধও হয়। ধার্মিক মুসলিমদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা নেই বললেই চলে।

ধূমপায়ীদের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল। ধূমপায়ীদের চিকিৎসা ব্যয়বহুল। কারণ তাদেরকে ঔষধে সহজে ক্রিয়া করে না। ধূমপায়ীদের বহুবিধ রোগ হয়ে থাকে। বিশেষ করে রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

জিহ্বা পরিষ্কার

কুলি করার সময় অবশ্যই জিহ্বা পরিষ্কার করতে হয় দাঁত দিয়ে। দাঁত দিয়ে পরিষ্কার করলে যদি জিহ্বা পরিষ্কার না হয়, তা হলে তামার পাত বা অন্য দ্রব্য ব্যবহার করতে হয়। খাওয়ার সময় জিহ্বাকে খুবই সক্রিয় থাকতে হয়। খাওয়ার স্বাদ পাওয়া যায় জিহ্বার মাধ্যমেই। তাই জিহ্বাকে শুধু পানি দিয়ে যথাযথ প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার রাখতে হবে। বিশেষ করে যারা পান পাতা চিবান, ধূমপান করেন।

মেছওয়াক ও খিলাল

পাঁচবেলা নামাযের আগে মুসলিমগণ সাধারণত অযু করেন। অযু কালে মেসওয়াক বা ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে হয়। হাতের কাছে টুথব্রাশ অথবা মেছওয়াক না থাকলে অন্ততঃ শাহাদত আঙ্গুল অর্থাৎ দ্বিতীয় অঙ্গুলি দিয়ে দাঁত মাজতে হয়। শুধু মুখের ভেতর কুলি নয়, গলা পর্যন্ত গড়গড়া করে কুলি করতে হয়।

প্রত্যেক অযুর সময় দাঁত খিলাল করতে হয়। এ জন্যে খিলাল এবং মিছওয়াক সাথে রাখতে হয়– অতি নিকটবর্তী সফরে হলেও।

শরীরে রোগ জীবাণু প্রবেশের রাজকীয় সড়ক হলো মুখ এবং গলা। নিয়মিত দাঁত মাজা, খিলাল করা এবং গড়গড়া করার ফলে মুখ ও গলার রোগ মুসলিমদের কম হয়।

সালাতের আসনসমূহ

সালাতের কিয়াম (দন্ডায়মান), রুকু, সেজদা, আত্তাহিয়্যাতু, সালাম, মুনাজাত ইত্যাদি যেমন আরামপ্রদ তেমন স্বাস্থ্যকর। এ আমলগুলোর মধ্যে ১৩৫টি রোগের মৃদু প্রতিষেধক রয়েছে বলা হয়।

কায়লুলা

দুপুরে মধ্যাহ্নের আহারের পর কায়লুলা করা অর্থাৎ হাত পা ছড়িয়ে সটান শুয়ে অন্ততঃ আধ ঘন্টা বিশ্রাম বা নিদ্রা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী এবং আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সুন্নাত। সুস্থ থাকার এটি একটি উত্তম উপাদান।

শয়ন

উপুড় হয়ে শোয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হাত পা ছেড়ে দিয়ে চিত হয়ে শোয়া যায়। কাত হয়ে শুতে হলে ডান কাত হয়ে শুতে হয়। বাম কাত হয়ে শোয়া নিষেধ করা হয়েছে নবীযুগে। এখন চিকিৎসকগণও তাই বলেন। কারণ বাম

www.nagorikpathagar.org

দিকে রয়েছে হার্ট। বাম কাত হয়ে শয়ন করলে হার্টে চাপ বেশি পড়ে যা পরিহার করা উত্তম।

নিদ্রিতকে আকস্মিক জাগ্রত করা

নিদ্রিতকে জরুরী প্রয়োজনে হঠাৎ করে জাগ্রত করা নিষেধ। গভীর ঘুম থেকে হঠাৎ করে জাগ্রত হলে ক্ষতিকর কিছু ঘটতে পারে। বিশেষ করে যারা হৃদরোগে ভোগেন।

নিদ্রাভঙ্গের পর

নিদ্রাভঙ্গের পর একটি প্রাথমিক কাজ হলো হাত ধোয়া। নিদ্রাকালে অপবিত্র বা নিষিদ্ধ কোনো বস্তুতে হাতের স্পর্শ লাগতে পারে। হাত ধোয়ার পর প্রথম কাজ হলো পানি পান। এটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। জীবের জন্ম তরল বস্তু হতে। তাই তরল পানীয় প্রাণীর জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ।

নাক ও কান পরিষ্কার

মুসলিমগণ নাক ও কান পরিষ্কারে অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে অধিকতর সতর্ক। বাধ্যতামূলকভাবে তাদেরকে অন্ততঃ দৈনিক পাঁচবার অজুকালে কান ও নাক পরিষ্কার করতে হয়। নাক, কান, মুখ ও দেহে রোগ জীবাণু প্রবেশের মহা সড়ক। অযুর সময় বিশেষ পদ্ধতিতে নাক, কান এবং গলা পরিষ্কার করতে হয়। তাই এ ত্রি-পথে রোগ জীবাণু ধর্মীয় বিধান অনুসারীদের দেহে প্রবেশের সুবিধা কম।

হাত পা পরিষ্কার রাখা

মুসলিমদেরকে দৈনিক পাঁচবার অযুর সময় হাত-পা ধৌত করতে হয়। বাইরের ধুলা-বালি এবং তৎসঙ্গে রোগ জীবাণু হাতে-পায়ে বেশি লাগার কথা। দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হয়। দেহের বাইরের দ্রব্য সামগ্রী দাঁত-চোখ নিয়ে নয়, হাত দিয়েই স্পর্শ করতে হয়। তাই হাতে এবং কখনো পায়ে ময়লা লাগার সম্ভাবনা বেশি থাকে। দিনে অন্ততঃ পাঁচবার হাত-পা ধৌত করলে রোগ-জীবাণু শরীরে প্রবেশের সুযোগ কমে। স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

চোখ ও ঘাড় পরিচ্ছন্ন রাখা

যতক্ষণ মানুষ জাগ্রত থাকে চোখ দুটো এক মিনিট বিশ্রাম পায় না। সর্বক্ষণই নয়ন যুগল থাকে সক্রিয়। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশ্রাম আছে। কিন্তু দু'টি পাহারাদারের ভূমিকা পালন করার কারণে চক্ষুদ্বয় থাকে সদা ব্যস্ত। ক্ষুদ্র ধুলাবালি দেহের যে কোনো অঙ্গ অপেক্ষা চোখে পড়লে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

www.nagorikpathagar.org

পুরুষের ঘাড় সোজা হলেও থাকে প্রায় সর্বদাই তেড়া এবং স্বাধীন চেতা। স্বাধীনচেতা ঘাড় মাথা থেকে কম উন্মুক্ত থাকে না বরং বেশি। যখন মাথায় টুপি থাকে, তখনো ঘাড় খোলা থাকে।

অযুর সময় ভালো করে চোখ ধৌত করতে হয় যাতে ভিজা চোখে ধুলা-বালি না জমতে পারে। নিয়মিত অযু করার ফলে চোখ, ঘাড় পরিষ্কার করতে হয় এবং চোখের স্বাস্থ্য স্বাভাবিকভাবেই ভালো থাকে।

নখ কাটা, নাভিতে তেল দেয়া

হাত দিয়ে ভালো-মন্দ বহু জিনিস স্পর্শ করতে হয়। বাহ্য ত্যাগের সময় ঢিলা-টয়লেট পেপার না থাকলে দেহ নিঃসৃত সবচেয়ে ময়লা বস্তু বাম হাত দিয়ে ধৌত করতে হয়। এর ফলে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম জীবাণু হাতে লেগে যেতে পারে। তদুপরি হাতের নখের গোড়ায় অত্যন্ত ক্ষতিকর জীবাণু আটকিয়ে যেতে পারে।

খাওয়ার সময় অনেকে বাম হাতও ব্যবহার করেন বা করতে বাধ্য হন। ফলে নখের নিচে লেগে থাকা জীবাণু খাদ্য-দ্রব্যে লেগে যেতে পারে।

খাওয়ার দ্রব্য বন্টন বা এগিয়ে দেয়ার সময় আমাদের কেউ কেউ বেয়াদবের মতো বাম হাতও ব্যবহার করি। ফলে আমাদের হাতের বাহ্যিক জীবাণু অন্যের ভোজ্য দ্রব্যে লেগে পেটে চলে যেতে পারে। প্রতি সপ্তাহে একদিন বিশেষ করে প্রতি বৃহস্পতিবারে নখ কাটা সুন্নাত এবং জরুরী। ধর্মীয় বিধি যারা মানেন, তারা তা করেন।

তের অঙ্গে তেল

দেহের তেরটি বিশেষ অঙ্গে তেল প্রদান স্বাস্থ্যসম্মত। সর্বোত্তম হলো খাঁটি সরিষার তেল। আরো ভাল যায়তুনের তেল। এ তেরটি অঙ্গ হলো (১) মাথার তালু, (২) ডান হাতের তালু, (৩) বাম হাতের তালু, (৪) ডান পায়ের তালু, (৫) বাম পায়ের তালু, (৬) ডান নাসারন্ধ্র, (৭) বাম নাসারন্দ্র, (৮) ডান চোখ, (৯) বাম চোখ, (১০) নাভি, (১১) গুহ্যদ্বার, (১২) ডান কান, (১৩) বাম কান।

চোখে সুরমা প্রদান

চোখকে রোগমুক্ত রাখার একটি সহজ প্রক্রিয়া হলো সুরমা ব্যবহার। সুরমার মূল উৎস হলো কুহে তুর বা তুর পাহাড়। এ পাহাড়ে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার রূপের খানিক ছটা দেখে বেহুশ হয়ে যান।

www.nagorikpathagar.org

চুল-দাঁড়ি আঁচড়ানো

মানুষের মাথার চুল সবচেয়ে বেশি লম্বা হয়। বিশেষ করে নারী দেহের। পশু প্রকৃতির স্বামী তার স্ত্রীর চুল ধরে তাকে দুর্বল করে ফেলে। অন্য নারীর চুল ধরার অর্থ নারীকে অপমান করা। নারীর চুল এবং পুরুষের দাঁড়ি তাদের মর্যাদা ও সৌন্দর্যের প্রতীক। সিংহের যেমন আছে কেশর, পুরুষের আছে দাঁড়ি। উভয় ক্ষেত্রে তা পৌরুষের লক্ষণ।

সঙ্গে চিরুনী রাখা আমাদের প্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাত। চুল দাঁড়ি লম্বা রাখা হলে তা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। তাই নিয়মিত আঁচড়াতে হয়।

চুল দাঁড়ি নিয়মিত না আঁচড়ালে তা হয় উঁকুন, ছাড়পোকার নিরাপদ আশ্রয়স্থল। ক্ষুদ্র প্রজাতির তেলাপোকা তাতে আশ্রয় নিতে পারে। এ জন্য চিরুনী সঙ্গে রাখা এবং দিনে কয়েকবার চুল-দাঁড়ি আঁচড়ানো স্বাস্থ্যসম্মত ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকর প্রক্রিয়া।

পরিচ্ছন্নতার ধর্ম ইসলাম

ইসলাম গ্রহণের পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রশিক্ষণ নিতে হয়। প্রতিনিয়ত মানুষ অপরিচ্ছন্ন হয় দু'টি স্বাভাবিক কারণে। এ দু'টি কারণ হলো– মূত্র ত্যাগ এবং মলত্যাগ। নিয়মিত মূত্র ত্যাগ ও মলত্যাগ না করা অসুস্থতার লক্ষণ।

অনেক ধর্মেই মূত্রত্যাগের পরে যৌন অঙ্গ পানি দ্বারা ধৌত করার বিধান নেই। ফলে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব জামা-কাপড়ে লেগে যায়। যদি কোনো বস্ত্রে প্রস্রাব লাগে, তা সাফ থাকতে পারে। কিন্তু পাক হয় না। বস্ত্র পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে কিন্তু পবিত্র থাকে না।

ধোঁপার বাড়ি বা লন্ড্রী থেকে প্যান্ট-শার্ট বা অন্য কোনো জামা-কাপড় আনা হলে কয়েকদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। সুতি বস্ত্র তাড়াতাড়ি ময়লা হয়। উলের বস্ত্র এতো তাড়াতাড়ি ময়লা হয় না।

ফরজ গোছল

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনে যৌনতার পরে গোসল করা মুসলিমদের জন্য ফরজ। বিনা গোসলে নামায হবে না। পানির অভাব বা অসুস্থতার কারণে গোসল করা না গেলে তায়াম্মুম অবশ্যই করতে হবে। তিন বদনা পরিমাণ পানি থাকলেই ফরজ গোসল অবশ্যই করণীয়। সর্দি-কাশি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে প্রতিদিন একাধিকবার গোসল করা যায়।

www.nagorikpathagar.org

ঢিলা কুলুখ

পেশাব-পায়খানার পর ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করা ইসলামী বিধান। এখন টয়লেট পেপার সহজলভ্য। বিগত চৌদ্দশত বছর ধরে টয়লেট পেপার ছিল না। মলমূত্র ত্যাগ করার পর পানি ব্যবহারের পূর্বে শুকনা মাটির ঢিলা এবং কুলুখ ব্যবহার ছিল অত্যন্ত জরুরী।

মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, বিবেকবান এবং সবচেয়ে অহঙ্কারী জীব। কুকুর-বিড়াল এবং গরু-ছাগলের পায়খানার অস্তিত্ব না দেখলে বুঝা যাবে না। কিন্তু সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ সবচেয়ে উত্তম বস্তু আহার করে পেটের ভেতর থেকে নিষ্কাশন করে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং দুর্গন্ধময় বাহ্য যা পশুর বাহ্য হতেও শতগুণ দুর্গন্ধময়।

মানুষ যাতে দুর্গন্ধমুক্ত বাহ্য ত্যাগ করতে পারে তেমন ঔষধ মানুষ আজও আবিষ্কার করতে পারেনি। ভবিষ্যতেও হয়তো পারবে না। এমন নিকৃষ্ট জিনিস যেন হাতে না লাগে সে জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ঢিলা, কুলুখের। এর ফলে মানুষের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত হয়।

ফুল চাষ ও পুষ্প চর্চা

শুধু সুগন্ধি নয় প্রতিদিন ফুল দেখা, খাদ্যের ন্যায় ফুল ক্রয় করা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাত। ফুলের সৌন্দর্য স্বভাব-চরিত্রে প্রতিফলিত হয়।

আতর ব্যবহার

দুর্গন্ধ খারাপ জীবাণু বাহক। পরিচ্ছন্ন এবং সুস্থ মানুষ দুর্গন্ধ থেকে যত দূরে থাকতে পারে, ততোই ভালো। দুর্গন্ধপ্রিয়তা কুরুচির লক্ষণ। বাহ্যিক দুর্গন্ধের প্রতিক্রিয়া স্বভাবে প্রতিফলিত হতে পারে। উৎকৃষ্ট দুর্গন্ধ থেকে সচেতনভাবে দূরে থাকতে হয়।

মৃদু দুর্গন্ধ এড়াবার একটি সহজ পদ্ধতি হলো আতর ব্যবহার। আতরের মধ্যে অতীতে কৃত্রিম গন্ধ সংযোগ করা হতো না। সকল প্রকার কৃত্রিমতা নকল জাতীয় এবং ক্ষতিকর। মুসলমানদের জন্য আতর ব্যবহার অত্যাবশ্যক। এটা শুধু সৌন্দর্য নয়, আধ্যাত্মিকতারও প্রতীক।

www.nagorikpathagar.org

মধ্যম পন্থা

আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবীদেরকে তীব্রতা পরিহারের নির্দেশ দিতেন। কোনো বিষয়ের সীমাতিরিক্ততা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। তীব্র তাপ, তীব্র শৈত্য, তীব্র উজ্জ্বলতা, কড়া রঙ্গ, তীব্র ঝাল, তীব্র লবণাক্ততা, অতিরিক্ত পঁচা, অতিরিক্ত গন্ধ, উচ্চ নিনাদ, গভীর রজনী পর্যন্ত জাগ্রত থাকা, উগ্রতা, ক্রোধ ইত্যাদি সকল প্রকার তীব্রতা বা চরম অবস্থা সু-স্বাস্থ্যের জন্য বর্জনীয়।

www.nagorikpathagar.org

যৌনতাকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য

পবিত্রতা ও পাপ

যৌনতা ইসলাম ধর্ম মতে আল্লাহর এক উত্তম নেয়ামত। এই নিয়ামত বিধি মতো উপভোগ করতে হবে। শিশুকাল থেকেই শিশুরা যাতে কোনোরূপ কুসংসর্গে না পড়ে, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। কিশোর বয়সের বদ অভ্যাস আমৃত্যু থেকে যায়। কিশোররা অবৈধ যৌনতার বদ অভ্যাসযুক্ত হলে এ অভ্যাসের সমাপ্তি ঘটা একরূপ অসম্ভব। তাই এ বিষয়ে পিতা-মাতার সতর্কতা অবলম্বন করা ফরজ। এই ফরজ লংঘনের পরিণতি অতি ভয়াবহ। বিধিবহির্ভূত যৌনতায় একবার আকর্ষিত এবং অভ্যস্ত হয়ে পড়লে এ কুঅভ্যাসের কোনো ধর্মীয়, নৈতিক বা শারীরিক চিকিৎসা নেই বলা যায়।

বিবাহ বহির্ভূত ভালবাসা

বিবাহের পর প্রেম-ভালোবাসা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হওয়া কাম্য। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে মানসিকভাবে যতোটুকু সম্ভব ভালোবাসতে পারে। কিন্তু বিবাহপূর্ব ভালোবাসা অনুমোদিত বা কাংখিত নয়। বিবাহের পূর্বে প্রেমের খেলা সম্পাদিত হলে এই প্রেম অনেক ক্ষেত্রে বাসর ঘরেই মৃত্যুবরণ করে। বাসর ঘরেই বহু প্রেমের চরম সমাপ্তি ঘটে। প্রেম শুরু করতে হবে বাসর ঘরে। শেষ করতে হবে কবরে। বিবাহ বহির্ভূত প্রেম নিরুৎসাহ করণের ফলে মুসলিম সমাজে খৃস্টানদের থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ কম।

বিবাহ বহির্ভূত যৌনতা

বিবাহ বহির্ভূত যৌনতা ইসলামে নিষিদ্ধ এবং পাপ। বিবাহ বহির্ভূত যৌনতার কারণে বহু ধরনের যৌন রোগ হয়ে থাকে। মুসলিমদের মধ্যে যৌনরোগ অপেক্ষাকৃত কম।

পাশ্চাত্য সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাবে বহুগামিতা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে। বহুগামিতা এখন আর পাশ্চাত্যে অন্যায় বা পাপ মনে করা হয় না। বিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে বহুগামিতা বিভিন্নরূপ দাম্পত্য সমস্যার সৃষ্টি করে। মুসলিমদের মধ্যে বহুগামিতা অপেক্ষাকৃত কম।

খাতনার প্রয়োজনীয়তা

খাতনার প্রয়োজনীয়তা স্বাস্থ্যগত এবং ধর্মীয়। খাতনা করা না হলে প্রস্রাবের পর বর্ধিত ত্বকে পুরুষাঙ্গ প্রায় ঢেকে যায়। প্রথমতঃ প্রস্রাবে অসুবিধা

www.nagorikpathagar.org

হয়। দ্বিতীয়তঃ এই ত্বকের মধ্যে কয়েক ফোঁটা প্রস্রাব পুরুষাঙ্গের সঙ্গে লেগে থাকে। প্রস্রাবের মধ্যে বিবিধ রোগ থাকে।

খাতনা না করা হলে বীর্যপাতের পরেও বীর্যের কিছু অংশ পুরুষাংগের সাথে লেগে থাকতে পারে। বীর্যের মধ্যেও যৌন রোগের রোগ জীবাণু লেগে থাকে। এগুলো পরে সমস্যার সৃষ্টি করে।

খাতনা

পুরুষ অংগের শীর্ষভাগের ত্বকচ্ছেদকে বাঙ্গালী মুসলিম পরিভাষায় বলা হয় খাতনা। এটাকে মুসলমানীও বলা হয়। ভারতে হিন্দু ধর্মে খাতনা নেই। মুসলমান এবং হিন্দুর মধ্যে একটি বড় পার্থক্য হল খাতনা। যেহেতু সকল পুরুষ মুসলমানেরই খাতনা করা হয়, তাই খাতনা করাকে মুসলমানী করাও বলা হয়। খাতনা ছাড়া মুসলিম বিবাহ থাকে অসম্পূর্ণ।

খাতনার চামড়া কাটা হলে ঐ ঘা শুকাতে কয়েক দিন লাগবে। এ জন্য কেউ কেউ খাতনা পরিহার করতে চেষ্টা করেন। খাতনার উৎকৃষ্টতম সময় হল পুরুষ শিশু জন্মের এক সপ্তাহের মধ্যে। সে সময় শিশু ব্যথা পায় না। পা নাড়া-চড়াও কম করে। কাটা ঘা শুকিয়ে যায় অতি দ্রুত।

খাতনা শুধু ইসলাম ধর্মেরই বিধান নয়। এটা ইহুদী এবং খৃষ্টান ধর্মের বিধানও বটে। খৃস্টানদের অতি মডার্ন অংশ আজ-কাল খাতনায় উদাসীন। মুসলিমদের জন্য খাতনা অবশ্যই করণীয় ফরজ। যৌন ত্বকচ্ছেদ না করা হলে কতগুলো সমস্যা সৃষ্টি হয়।

বৃটিশ রাজত্বের শেষ প্রান্তে ভারত বিভাগের সময় ভারতের প্রায় সর্বত্র হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। হিন্দুদের দাবী ছিল অখন্ড স্বাধীন ভারত। তারা বঙ্গ মাতাকে বিভক্ত করতে চেয়েছে কিন্তু কোনোভাবেই ভারত মাতাকে খন্ডিত করতে চায়নি। তাই যারা ভারত মাতাকে দু'খন্ড করে ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত করেছে, তাদেরকে হিন্দুগণ ভারতের তথা জাতীয় শত্রু গণ্য করত। যদিও তারা ভারত মাতাকে দ্বিখন্ডিত করতে চায়নি, কিন্তু বাংলা, পাঞ্জাব এবং আসাম বিভক্তি করণে তারা ছিল ইস্পাতসম দৃঢ়চিত্ত।

দাঙ্গাকালে কোনো মুসলিম হিন্দুদের হাতে পড়লে একটি কল্পিত হিন্দু নামে পরিচয় দিত। কিন্তু কোনক্রমে তার ভাষায় মুসলিম বাংলা শব্দ উচ্চারিত হলে তখন সন্দেহ করত যে, এ লোকটি হিন্দু নয়, মুসলিম। বাংলা- হ্যাঁ, ইংরেজী ইয়েস শব্দের হিন্দু বাংলা বা হিন্দু হিন্দী হলো আজ্ঞে। কিন্তু ইয়েস শব্দের মুসলিম বাংলা হল জি।

www.nagorikpathagar.org

বাংলার হিন্দু এলাকায় কোনো বহিরাগতের কণ্ঠে জি বা পানি শব্দ হলেই মনে করা হত, লোকটি মুসলিম। সে ব্যক্তি হিন্দু বলে দাবী করলেও তাকে যাচাই করা হত তাকে উলঙ্গ করে। খাতনা থাকলে বুঝে নেয়া হত সে মুসলিম।

এইচ আই ভি এবং এইডস

এইচ আই ভি এবং এইডস অত্যন্ত মারাত্মক যৌন রোগ ও সমস্যা। পাশ্চাত্যের একটি বড় রোগ হলো A.I.D.S এবং S.T.I.S। ইংরেজী AIDS শব্দের সম্পূর্ণ প্রকাশ হল Acquired Immune Deficiency Syndrome (একয়ার্ড ইমম্যুউন ডেফিসিয়েন্সী সিনড্রম)। S.T.I.S. এর প্রকাশ হল Sexually Transmited Immune Syndrom (সেক্সুয়েলী ট্রান্সমিটেড ইমম্যুন সিনড্রম)।

এইডসের কারণে যৌন রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে– যায়। এইডস-এর পূর্ণ চিকিৎসা এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। এইডস হলে ১০ বছরের মধ্যে মৃত্যু অনেকটা অনিবার্য। বর্তমানে এইডস রোগের চিকিৎসা রোগ চলাকালীন কষ্ট হ্রাসের প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমিত।

এইডস হলে সর্বোচ্চ দশ বছরের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। এটা হলো– কিশোর এবং যুবকদের ক্ষেত্রে। যুবক এবং বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এইডস-এ আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু ঘটে তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে অথবা তৎপূর্বে। এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু নির্দিষ্ট সময়ে আসে। কখনো আগে, কখনো পরে। আবিষ্কৃত ঔষধের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা হয় না। মৃত্যু দীর্ঘায়িত হয়। তবে যতোদিন বেঁচে থাকে চিকিৎসাহীন রোগী অপেক্ষা একটু সুস্থ এবং সবল থাকে।

S.T.D. হল Sexually Transmited Disease। আফ্রিকায় সবচেয়ে বড় মহামারী হল এইডস ও S.T.D.। আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ২০০০ সনে ছিল ৫ কোটি।

যদিও কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানগণ এইডস এবং এস টি আই রোগে তীব্রভাবে আক্রান্ত, কিন্তু এ রোগের প্রাদুর্ভাব মুসলিমদের মধ্যে অত্যন্ত সীমিত। তাদের মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত যৌনতা যে নেই এমন কথা কেউ বলবে না। মুসলিমদের মধ্যে আফ্রিকায় এইডস মহামারী সীমিত হওয়ার কারণ কি কি ? বিশেষজ্ঞদের মতে আফ্রিকান মুসলিমদের মধ্যে এইডস সীমিত হওয়ার প্রধান কারণ হল সার্বজনীন খাতনা এবং অন্যদের থেকে অধিকতর পরিপালিত যৌন শৃঙ্খলা।

www.nagorikpathagar.org

দ্বাদশ অধ্যায়

দাওয়াতের দায়িত্ব

যিনি জন্মসূত্রে মুসলিম এবং ঈমানের দাওয়াত উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন, তা পেয়েছেন শুধু নিজের কাছে রেখে দেয়ার জন্য নয়। সত্য বা হক কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। শুধুমাত্র নিজের ভোগ এবং উপভোগের জন্য নয়। ইসলাম কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য নাজিল হয়নি।

মানবকুলে আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রিয়তম সৃষ্টি সাইয়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মদ (সাঃ)। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইসলাম শুধু তাঁর জন্য নাজিল করেননি। ওহীর মাধ্যমে হক বা সত্যের সন্ধান পাওয়ার পরই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পেরেশান ছিলেন এ নেয়ামত আল্লাহ তা'য়ালার অন্য বান্দাদের নিকট পৌঁছানোর জন্য।

দাওয়াতের ফারদিয়্যাহ ব্যক্তিগত দায়িত্ব

যার কাছে ইসলাম বা হক-এর দাওয়াত পৌঁছেছে তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব হলো–এ নিয়ামত স্বার্থপরের মতো নিজে ভোগ করা নয়, বরং আল্লাহ্ তা'য়ালার অন্য বান্দাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেকেই দায়িত্ব প্রাপ্ত এবং তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে"– সহীহ বুখারী, কিতাবুল জুম'য়া, বাবুল জুমু'য়া ফিল কুরা ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৩।

নিজস্ব সুযোগ, সুবিধা এবং যোগ্যতানুসারে অমুসলমানদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া প্রত্যেক মুসলিমের ফরজ কর্তব্য। আল্লাহ তা'য়ালার মহা মূল্যবান দ্বীনের আমানত জন্মসূত্রে অথবা অন্যের মাধ্যমে পেয়ে শুধু নিজে ভোগ করা এবং আমাদের নিজের কাছে রেখে দেয়া তহবিল তসরুফের পাপ থেকে বড় পাপ। নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে– এ দায়িত্ব সকল মুসলমানের ওপর অর্পিত হয়েছে।

দাওয়াহ্‌র অর্থ

কথা বা কাজের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের আহ্বান সংক্রান্ত সকল প্রচেষ্টার নাম দাওয়াতুল ইসলামিয়া। অন্যকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা বা দাওয়াত দেয়া ব্যক্তিগত দায়িত্ব বা "দাওয়াতুল ফারদিয়্যাহ" এবং সমষ্টিগত দায়িত্ব "দাওয়াতুল ইজতামিয়াহ্"।

www.nagorikpathagar.org

কোনো ব্যক্তিকে লক্ষ্য বা টার্গেট করে যে দাওয়াত তা হলো– দাওয়াতুল খুসুসিয়াহ্। একাধিক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে ওয়াজ-নসিহত, বক্তৃতা, আলোচনার মাধ্যমে যে দাওয়াত তা হলো– দাওয়াতুল আম বা সমষ্টিগত দাওয়াত।

দাওয়াতুল ইজতামিয়াহ্ বা সমষ্টিগত দাওয়াত সম্পর্কে আল– কুরআনে বলা হয়েছে– "তোমাদের মধ্যে এমন এক দল (উম্মাত) হোক, যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কার্যে নিষেধ করবে" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪)।

শ্রেষ্ঠ উম্মত (খায়রা উম্মাতিন) কারা

"খায়রা উম্মাতিন" বা শ্রেষ্ঠ উম্মত বা মুসলিম কারা? তাদের বৈশিষ্ট্য কি? খায়রা উম্মাতিন বা শ্রেষ্ঠ উম্মত এর বৈশিষ্ট্য হলো–তারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে। যারা অমুসলিম–তাদের জন্য শ্রেষ্ঠ কল্যাণ হলো হক-এর দিকে, সত্যের দিকে তথা ইসলামের দিকে আহ্বান। আল্লাহ তা'য়ালা আল্-কুরআনে মুসলিমদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানব জাতির কল্যানের জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে" অর্থাৎ তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, "তোমরা মানব জাতিকে সৎ কর্মের নির্দেশ দিবে, অসৎ কার্যে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ তা'য়ালার ওপর ঈমান আনবে" (সূরা আলে ইমরানঃ ১১০)।

প্রত্যেক দলের এক অংশ সতর্ককারী

মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের নিকট আল্লাহর দ্বীনের বাণী নিয়ে যাওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ফরজ। এ কাজ না করার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালা বিরক্তি এবং উষ্মা প্রকাশ করেছেন আল্ কুরআনে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, তাদের (অর্থাৎ মুমিনদের) প্রত্যেক দলের এক অংশ কেন বের হয় না–যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের জাতিকে সতর্ক করতে পারে। তারা ওদের নিকট ফিরে আসবে যাতে ওরা সতর্ক হয় (সূরা তাওবা ঃ ১১২)।

ভ্রাতার দ্বারা বাহু শক্তিশালী করা

মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'য়ালা যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন এ মুহূর্তে কিয়ামত ঘটাবেন তা করতে পারবেন। কেউ তা প্রতিহত করতে পারবে না। কিন্তু সবকিছু আল্লাহ তা'য়ালা

www.nagorikpathagar.org

"কুন ফাইয়া কুন" পদ্ধতিতে করা– আল্লাহ তা'য়ালার সুন্নাত বা তরীকা নয়। আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশে সকল মানুষ এক মুহূর্তে দ্বীনদার মুসলিম হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা তা করেন না। আল্লাহ তা'য়ালা চান যে, দাওয়াত হোক তাঁর বান্দাদের নাজাতের সহজতম উসিলা।

আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন যা অন্য কোনো পশু-প্রাণীকে দেননি। অন্য সকল সৃষ্টি তার প্রকৃতি বা ফিতরাত অনুসারে চলে। তাদের ফিতরাত লঙ্ঘনের স্বাধীনতা নেই। আল্লাহ্র পথে থাকা অথবা না থাকা মানুষের অধিকার।

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মূসা (আঃ)-কে এমন শক্তি দিতে পারতেন যার বলে হযরত মূসা (আঃ) ইচ্ছা করলে সমগ্র বনি ইসরাঈল তার কথা মতে চলতো এবং ফিরআউনও হেদায়েত পেয়ে যেত। তা না করে আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত মূসাকে ফেরাউনের নিকট পাঠালেন। হযরত মূসা একটু রাগী মানুষ ছিলেন এবং তোতলা ছিলেন। তিনি ফিরাউন গোষ্ঠিকে হিদায়েত দেয়ার কাজে হযরত মূসাকে সাহায্য করার জন্য তাঁর ভাই হারুনকে তাঁর সাথী করার জন্য হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর নিকট মুনাজাত করেন।

www.nagorikpathagar.org

ইন্দোনেশিয়ার একটি দ্বীপে ইসলাম প্রচার

প্রায় চার হাজার ছোট-বড় দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত একটি দেশ ইন্দোনেশিয়া। সবগুলো দ্বীপের ভাষা, আচার-আচরণ, সভ্যতা-সংস্কৃতি এক নয়। ইউরোপীয় ডাচদের আগমনের পূর্বে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় কোনো কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। প্রেসিডেন্ট আহমদ সুকার্নোর নেতৃত্বে দ্বিতীয় যুদ্ধের সমাপনান্তে স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হয় ১৯৪৯ সালে। আরব বণিকদের প্রচেষ্টার ফলে ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপমালায় ইসলামের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়। তাদের সীমাহীন কুরবানীর ফলশ্রুতিতে ইন্দোনেশিয়া এখন বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র।

আর্য্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে প্রাচীন ভারতের দ্রাবিড় এবং অন্যান্য জাতীয় বৌদ্ধগণ তাদের ধর্মসহ বার্মা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। প্রাচীন ভারতীয়গণ তাদের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি, ভাষা এবং ধর্মও নিয়ে যায়। হিন্দুদের চাপের ফলে ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হলেও চীন, জাপান পর্যন্ত তা প্রসারিত হয়।

ইন্দোনেশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম, খৃস্ট ধর্মের সাথে সাথে হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃত ভাষা এবং কৃষ্টিও সম্প্রসারিত হয়। বালি দ্বীপটির অধিকাংশই হিন্দু। আহমদ সুকার্নোর সুকার্নো শব্দটি মূলত ছিল সু-কর্ণ। প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর নামটি ছিল সু-হস্ত। প্রেসিডেন্ট সুকার্নোর কন্যা মেঘবতী প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর পর ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন।

ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রাক্কালে ইন্দোনেশিয়ার বহু দ্বীপের ন্যায় একটি দ্বীপের অধিকাংশই ছিলেন অনুন্নত কৃষক এবং মৎস্য শিকারী। তারা ধর্মতে ছিল প্রকৃতি পূজারী। দেশটি শাসিত হত প্রকৃতি পূজারী এবং ধর্মহীন সর্দার কর্তৃক। সর্দারের ছিল স্বাভাবিক প্রয়োজনেই সেনাবাহিনী, বরকন্দাজ বাহিনী ইত্যাদি।

দ্বীপগুলো ছিল স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন। ইন্দোনেশিয়ার বহু সংখ্যক দ্বীপের একটিতে অধিবাসীদের সুস্পষ্ট কোনো ধর্ম ছিল না। দ্বীপের নিকটস্থ সমুদ্রে আরব থেকে আগত একটি কাঠ নির্মিত বাণিজ্য জাহাজ দুর্ঘটনা কবলিত হয়। জাহাজটি ভেঙ্গে যায়। কয়েকজন সাহসী যুবক জাহাজ-এর ভাঙ্গা ভাঙ্গা খন্ডে আশ্রয় করে নিকটবর্তী দ্বীপে সমবেত হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের গাত্র বর্ণ ছিল কৃষ্ণ।

www.nagorikpathagar.org

অল্প কয়েক জন আরব-যাদেও বর্ণ ছিল ফর্সা এবং গৌর বর্ণ। তারা আকার-ইঙ্গিতে স্থানীয় অধিবাসীদেরকে তাদের জাহাজ দুর্ঘটনার বিষয়টি অবহিত করে এবং তাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। লোকজন তাদেরকে স্থানীয় ক্ষুদে রাজা বা সর্দার-এর নিকট নিয়ে যায়। সর্দার তাদের দুঃখ-দুর্দশার বিষয়টি অবহিত হয়ে তাদেরকে আশ্রয় দান করেন এবং তাদের থাকার জন্য একটি ঘর দিয়ে দেন। আরব বণিকদের প্রথম কাজ হলো কায়িক পরিশ্রম করে জীবন ধারণ করা এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা শিক্ষা করা। আর বিদেশী জাহাজের আগমনের আশায় সমুদ্র তীরে এসে বসে থাকা।

শেষ পর্যন্ত তাদের সকল প্রত্যাশায় হলো গুড়ে বালি। দেশে তারা ফিরতে পারলো না। তারাই ইন্দোনেশিয়ার সেই দ্বীপটিতে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে একাত্ম হওয়াই স্থির করল। বিয়ে-শাদী করল। সুদর্শন ও গৌর বর্ণের হওয়ায় তারা স্ত্রীদের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য হলো। স্থানীয় ভাষা তারা যথাসম্ভব দ্রুত শিখে নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যেই গণ্য হয়ে গেল। তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে নিজেদের আরবী ভাষাও কিছু কিছু শিক্ষা দিল।

সেকালে ইন্দোনেশিয়ায় বিভিন্ন দ্বীপে বহু ধরনের কুসংস্কার ছিল। বহু কুসংস্কার ছিল অজ্ঞতাপ্রসূত। দ্বীপ-বাসী বন্য শূকর, শিয়াল, হরিণ ইত্যাদি আক্রমণ ও শিকার করত। তারা জবাই করার নিয়ম জানত না। এলোপাথারী আক্রমণের ফলে পশুর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত এবং ছিদ্র হয়ে যাওয়া চামড়ার অনেকটাই নষ্ট হতো। গৃহপালিত পশুগুলোকেও তারা বন্য পশুর ন্যায় দেহের বিভিন্ন অংশে আক্রমণ করে হত্যা করতো। আরবগণ বন্য দ্বীপবাসীদেরকে গৃহপালিত প্রাণী জবেহ করা এবং চামড়া পৃথক করা এবং সামুদ্রিক লবণ দিয়ে ট্রানিং করার পদ্ধতি শিক্ষা দিল। এতে দ্বীপবাসীর বেশ উপকার হলো। পশুর চর্ম সহজ পদ্ধতিতে সংরক্ষণের পদ্ধতি তারা আরব মুসলিমদের থেকে শিক্ষা করল।

আরবদের নিকট খাদ্য হিসাবে মৎস্য অপেক্ষা মাংস বেশি প্রিয় ছিল। ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণকারী আরবগণ স্থানীয় লোকদের সঙ্গে সমুদ্রে মৎস শিকারে এবং জাহাজের সন্ধানে যেত। যেহেতু মৎস্যের চাহিদা তাদের কম ছিল, তাই যৎসামান্য মৎস্য রেখে অধিকাংশ মৎস্য তারা সঙ্গী মৎস্য শিকারীদের দিয়ে দিতো। এতে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট তাদের জনপ্রিয়তা বাড়ে।

www.nagorikpathagar.org

ইন্দোনেশিয়ার ঐ দ্বীপবাসীদের মধ্যে বিবাহের অনুষ্ঠান বা নীতি ছিল না। মেয়েরা সাবালক হওয়ার সাথে সাথেই অথবা তৎপূর্বেই সমাজের বা অন্য পরিবারের সম্ভাব্য স্ত্রী হিসেবে হস্তান্তরিত হতো। এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে মেয়ে হস্তান্তরিত হওয়া ছিল বিবাহ্ পদ্ধতির প্রাথমিক অবস্থা। এরূপ অন্য পরিবারে কন্যাকে কোনো যুবকের জীবন সঙ্গী হিসেবে দানের পূর্বেই পিতা, পিতৃব্য এবং অন্য বয়স্কগণ নতুন সংসার কালে প্রশিক্ষণ কাল উপভোগ করত। তার পর বয়ঃকনিষ্ঠগণ বা পুত্রগণ পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের উপভোগকৃত কিশোরীদের জীবন সঙ্গী হিসেবে পেত। এ প্রথা হিন্দু ধর্মের প্রভাবে হয়ত ইন্দেনেশিয়ায় প্রবর্তিত হয়েছিল। মহাভারত খ্যাত বীরজায়া দ্রৌপদী ছিলেন পঞ্চ পান্ডব ভ্রাতৃবর্গ, অর্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল সহদেবের যৌথ স্ত্রী। মহেশ্বর বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা তার কন্যাত্রয় ঊষা দেবী, সন্ধ্যা দেবীর সৌন্দর্যে প্রণয়াসক্ত এবং যৌনতায় লিপ্ত হতেন। স্বীয় কন্যা সরস্বতীর সঙ্গে ব্রহ্মার যৌন সম্পর্ক ছিল শতাব্দী কালব্যাপী। দেবকূল বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক পাপ নয় বরং পবিত্র দেবলীলা এবং পুণ্য হিসেবে গণ্য।

আরবগণ স্থানীয় দ্বীপবাসীদেরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে প্রাচীন প্রথা ত্যাগ করে অনুষ্ঠান করে বিবাহের প্রথা দ্বীপে প্রবর্তন করল। এ প্রথা প্রবীণেরা পছন্দ না করলেও যুবকেরা পছন্দ করে নিল। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের মাঝে বিবাহ প্রথা প্রবর্তিত হওয়া শুরু হলো।

ইন্দেনেশিয়ার ঐ দ্বীপে মাছ মাংস আগুনে পুড়িয়ে কাবাব করে খাওয়াই ছিল নিয়ম। আরবগণ সিদ্ধ করে খাওয়ার পদ্ধতি চালু করল। তাতে খাদ্য অপচয় হ্রাস পেলো। দ্বীপে লোনা পানি শুকিয়ে বা গরম করে দ্বীপবাসীরা লবণ তৈরী করত। আরবগণের নির্দেশনায় দ্বীপবাসীদের মধ্যে উন্নততর লবণ তৈরী পদ্ধতির প্রবর্তন হল। তাতে লবণের উৎপাদন বৃদ্ধি পেল। বহু পদ্ধতিতে আরবদের সংস্পর্শে এবং দরদী সেবায় দ্বীপবাসীদের জীবন যাত্রার মান বাড়ল এবং আরবদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে লাগল।

সৎ ব্যবহারের ফলে আরবগণ স্ত্রী ও সন্তান ও পরিবারের নিকট অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠল। তাদের সন্তানদেরকেও তারা স্থানীয় ভাষার সাথে সাথে আরবী ভাষা ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করল। জীবন-যাত্রার দিক থেকে তারা স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গেই মিশে থাকত। ঐ দ্বীপে আর একটি কুসংস্কার বহু কাল থেকে চলে আসছিল। নিজেদেরকে সমুদ্রের গ্রাস থেকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও পূজা অর্চনা তারা করত। দ্বীপবাসীদের মধ্যে একটি কুসংস্কার ছিল অত্যন্ত অসামাজিক, নিষ্ঠুর এবং নৃশংস।

www.nagorikpathagar.org

স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ প্রত্যেক বছরই এক অমাবশ্যা রজনীতে সমুদ্র দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য দু, তিন, চারটি সুন্দরী বালিকা উৎসর্গ করত। এই বালিকাগুলোকে তারা হাত পা বেঁধে সমুদ্র তীরে এ উদ্দেশ্যে রক্ষিত মজবুত দেব কাঠের সঙ্গে আটকিয়ে রাখত যাতে মেয়েরা পালিয়ে যেতে না পারে।

গভীর রজনীতে সমুদ্র উপকূলে ঢোল নাকারার শব্দ শোনা যেত। এটা ছিল সমুদ্র দেবতার আগমন ধ্বনি। ক্রমশঃ সমুদ্র দেবতা এসে তার নৌকাগুলো "দেবতাকে-কন্যা-উৎসর্গ" স্থানে ভিড়াত। ঐ স্থানে কাঠে বাঁধা বালিকাগুলোকে আবিষ্কার করে সমুদ্র দেবতা তাদেরকে নিয়ে যেত। এভাবে কন্যা উৎসর্গের মাধ্যমে দ্বীপটি সমুদ্র দেবতার রোষ থেকে এক বছরের জন্য যথা সম্ভব রক্ষা পেত।

আরব মুহাজির এবং তাদের যুবক সন্তানেরা এই কুসংস্কারের রহস্য দূর করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো। দেবতার উদ্দেশ্যে কন্যা উৎসর্গের রজনীতে ঐ মিথ্যা দেবতাগুলোকে আক্রমণের সকল প্রস্তুতি তারা নিল। রজনীর অন্ধকারে ভুল করে যেন একজন আরেকজনকে আক্রমণ না করে বসে ঐরূপ সংকেত ধ্বনী তৈরী করে নিল। তারপর তারা দেবতার জন্য উৎসর্গকৃত মেয়েদের নিকটে এসে তাদেরকে মুক্তির আশ্বাসবাণী শোনালো এবং তারা উৎসর্গকৃত মেয়েদের সহযোগিতা কামনা করল।

গভীর রজনীতে সমুদ্র দেবতার দল তাদের উদ্দেশ্যে রক্ষিত মেয়ে তিনটিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এল। মেয়েগুলোকে রক্ষার জন্য আরব পরিবারের যে কয়টি যুবক পূর্ব থেকেই অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত ছিল তারা সমুদ্র দেবতার অনুসারীদেরকে আক্রমণ করল। যেহেতু এরূপ আক্রমণ প্রতিহত করণের জন্য তথাকথিত দেবতাবৃন্দ প্রস্তুত ছিল না, তাই তাদের কেউ কেউ নিহত হলো। কেউ কেউ আহত এবং সকলেই চিহ্নিত হলো। কেউ কেউ তাদের বহনকারী নৌকায় উঠে পালাল। কেউ কেউ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে মৃত্যু বরণ করল।

সমুদ্র দেবতার পরাজয় ও প্রস্থানের পর তারা স্থানীয় অধিবাসীদেরকে দেবতার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত বালিকাদের নিয়ে উপস্থিত হলো। স্থানীয় দেব সঙ্গী যুবকদের যারা তখনো আহত হয়ে জীবিত ছিল, তারাও এই সমস্ত দুস্কর্মের কাহিনী স্বীকার করলো। এ ঘটনার পর স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে আরবদের ভাবমূর্তি উন্নত হয়।

www.nagorikpathagar.org

আরব মুসলিমগণ তাদের সন্তান ও বন্ধুজনকে বুঝাল যে, সমুদ্র দেবতা বলতে কিছু নেই। ঐ দ্বীপের কিছু দুস্কৃতিকারী ব্যক্তি দেবতার ছদ্মবেশে সমুদ্র তীরে আসে এবং মেয়েগুলোকে তাদের নৌকায় নিয়ে বেইজ্জত বেহুরমত করে। তারপর এক সময় তাদেরকে পানিতে ফেলে দিয়ে ভাল মানুষ সেজে দ্বীপে চলে আসে।

অচেনা অজানা ইন্দেনেশিয়ান দ্বীপে কতিপয় আরব আশ্রয় গ্রহণকারীদের বিভিন্ন সুনিশ্চিত এবং গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি দ্বীপ বাসীদের প্রভাবিত করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে স্মরণীয় অবদান রাখে। নিজেদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, কুসংস্কার দূরীকরণ এবং সুসংস্কার প্রবর্তনের মাধ্যমে কতিপয় আরব বণিক ইন্দোনেশিয়ার একটি দ্বীপে ইসলাম প্রচারের পথ সুগম করেন এবং সফল হন। কালক্রমে অন্যান্য দ্বীপে অনুরূপ যুগোপযোগী, চিন্তাশীল এবং বাস্তববাদী পদ্ধতিতে দ্বীন ইসলাম প্রচার শুরু হয়। আল্-হামদুল্লিাহ্।

www.nagorikpathagar.org

চীন দেশে ইসলাম প্রচার

সাইয়্যেদুল মুরসালিন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সঙ্গী সাহাবীদের অনেকেই আরব উপত্যকা অতিক্রম করে তদানীন্তন পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। সেকালে চীন ছিল সমকালীন বিশ্বের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি। মুসলিমগণ সমুদ্র পথে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর অতিক্রম করে দ্বীনের বাণী নিয়ে চীনে পৌঁছেছিলেন। ছয়জন সাহাবীর কবর চীনদেশে চিহ্নিত আছে। চীন দেশে রাসূলের সাহাবীগণ এবং তাদের অনুসারীগণ চাকরির উদ্দেশ্যে বা দান প্রাপ্তির আশায় যাননি। জীবিকার জন্য চীন দেশে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যকে অবলম্বন করেছিলেন।

ভাষা শিক্ষার জন্য প্রথমেই চাইনিজদের বাড়িতে বা ব্যবসা কেন্দ্রে শ্রমিকের কাজ তারা নিয়েছিলেন। তাদের অধীন চাকুরী করার উদ্দেশ্য ছিল চীনের ভাষা শিক্ষা করে নেয়া। ভাষা শিক্ষার সাথে সাথে তারা কিছু অর্থও সঞ্চয় করেছিলেন। ক্ষুদ্র মূলধন নিয়ে তারা তরি-তরকারী ও সস্তা দ্রব্যাদির হকার-ফেরিওয়ালা হিসেবে ব্যবসা শুরু করেন। কালক্রমে তারা দোকান এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হন। অর্থের সন্ধানে প্রাথমিক মুসলিমগণ চীন দেশে যাননি। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সাথে তাদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের আচার-আচরণ, বিশ্বস্ততা ও ব্যবহার দিয়ে চীনাদেরকে অভিভূত করা।

চাইনিজ ব্যবসায়ীগণ এবং চীনাগণ প্রকৃতিগতভাবে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। তাদের ব্যবসায়িক বুদ্ধিও অত্যন্ত প্রখর। তদুপরি কথা-বার্তায় তারা হাস্যরসাত্মক ও বুদ্ধিদীপ্ত। তাদের সঙ্গে ব্যবসায় প্রতিযোগিতা করা ছিল তখন কঠিন, এখনো তাই।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ অতি দ্রুত বিত্তশালী হতে চান। বিত্ত সংগ্রহের নামে তারা অদূরদর্শী হয়ে পড়েন। ফলে যখনই সম্ভব অন্যদেরকে কিছুটা ঠকিয়ে লাভবান হতে চান। ওজনে কম দেয়া এবং দ্রব্যের গুণাবলী বাড়িয়ে বলা ও মূল্য বেশি দাবী করা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের প্রকৃতি।

ক্রেতাকে সহজ-সরল পেলে নিম্ন মানের দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়ে নিতে চেষ্টায় তারা কৃতবদ্ধ। মুসলিমগণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে চীন দেশে যাননি। তাদের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল দ্বীনের তাবলীগ এবং দাওয়াত।

www.nagorikpathagar.org

এ লক্ষ্য অর্জনে তাদেরকে অবশ্যই অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়েছে। তারা জিনিস-পত্রের দাম রাখতে চাইতেন ক্রেতার সহণীয় এবং নিজেদের মুনাফা চাইতেন কম।

তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে মুনাফা অর্জন ছিল না। মুনাফা থাকত নাম মাত্র। কম দামে জিনিস বিক্রি করে চাইনিজদেরকে মুগ্ধ ও অভিভূত করাই ছিল মুসলিম ব্যবসায়ীদের মূল লক্ষ্য।

আরব ব্যবসায়ীগণ ক্রেতাকে ওজনে কম দিতেন না। বরং তাদের মন জয় করার জন্য যথাসম্ভব অতিরিক্ত দ্রব্য দিতেন। যদি কোনো ক্রেতা কিছুকাল পর্যন্ত আরব ব্যবসায়ীদের নিকট দ্রব্যাদি ক্রয়ে না আসতেন, তারা ক্রেতাদের পরিচিতি সংগ্রহ করে বাড়িতে উপস্থিত হতেন।

যদি কাউকে রুগ্ন এবং অসুস্থ হিসেবে দেখতেন, ফল-মূল এবং অন্যান্য দ্রব্য উপহার হিসেবে নিয়ে তাদের কাস্টমারদের বাড়িতে যেতেন। চীন দেশীয়দের বিবাহ উৎসবে আমন্ত্রিত হলে আরবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। মুসলিমগণ খাদ্য গ্রহণে থাকতেন অত্যন্ত সতর্ক। কিন্তু বিবাহ উপলক্ষে উপহার, উপঢৌকন নিয়ে যাওয়া, বিশেষ করে শিশুদের জন্য উপহার দেয়া ছিল আরবদের স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

বাকীতে জিনিস-পত্র বিক্রয় করার প্রথা সেকালেও ছিল। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে আরব ব্যবসায়ীগণ চীন দেশীয় ক্রেতাদের নিকট বাকীতে জিনিস-পত্র বিক্রয়ে ছিলেন অত্যন্ত উদার।

যখন বাকীতে ক্রয়ের জন্য বিক্রেতার বাকী পাওনা আশাতীত হয়ে যেত, চীন দেশীয় ক্রেতাগণ ঐ বিক্রেতার দোকানে যেতেন না। এরূপ ক্ষেত্রে আরব ব্যবসায়ীগণ তাদের দ্রব্যাদি ক্রেতাদের বাড়িতে আগমন করতেন উপহার, উপঢৌকন সহকারে।

এসে বলতেন যে, তিনি ধারণা করেছিলেন তার ক্রেতা রোগাক্রান্ত এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। তাই যৎকিঞ্চিৎ উপহার নিয়ে রোগী দেখতে এসেছেন।

যদি ক্রেতার বাকী হয়ে যেত অনেক তারা ধৈর্যহারা হতেন না। তারা ক্রেতাকে দরিদ্র হিসেবে দেখতেন। আরব ব্যবসায়ীগণ তাদের পাওনা দাবী ছেড়ে দিতেন। শুধু তাই নয়, সম্ভব হলে ক্রেতাকে জিনিস-পত্র উপহার দেয়া ছাড়াও আর্থিক সাহায্যও করতেন।

ক্রেতা এবং দেনাদারদের প্রতি এ ধরনের আচরণ চীনাদের নিকট ব্যতিক্রমধর্মী মনে হত। তারা আরবদের সম্বন্ধে জানতে চাইতেন। তাদের

www.nagorikpathagar.org

উৎসাহ লক্ষ্য করে আরব ব্যবসায়ীগণ চীন দেশীয়দেরকে মুসলিমদের জীবন পদ্ধতির সুন্দর দিকগুলো তুলে ধরতেন এবং তাদেরকে মুসলিমদের ধর্মের দিকে আহ্বান জানাতেন।

তৎকালীন চীনাগণ ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামের দিকে যতোটুকু আকর্ষিত হতেন, তার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষিত হতেন আরব ব্যবসায়ীদের আমল-আখলাক দেখে।

আরব ব্যবসায়ীদের সুন্দর আচরণ লক্ষ্য করে চীনা ক্রেতাগণ আরবদের দোকানে ভীড় জমাতেন এবং আরব ব্যবসায়ীকে বন্ধু ও প্রতিবেশী হিসেবে কামনা করতেন।

আরব ব্যবসায়ীদের ব্যবসা নীতি তাদের জন্য আর্থিকভাবে ক্ষতিকর না হয়ে বরং ব্যবসা বৃদ্ধির কারণে লাভজনকই হত। ফলে স্থানীয় অধিবাসী অপেক্ষা আরব ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিল ব্যাপকতর।

আরব ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে চাইনিজ ব্যবসায়ীগণ আরব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন। কারণ, তারা আরব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় সাফল্যমণ্ডিত হতেন না।

অধিক মুনাফাখোরী ব্যবসা বিফল হলে চাইনিজ ব্যবসায়ীগণ স্থানীয় বিচারালয়ে ও প্রশাসকদের নিকট আরব ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ভুয়া অভিযোগ দায়ের করতেন। এরূপ অভিযোগ স্থানীয় পর্যায় অতিক্রম করে প্রশাসনিক ও রাজকীয় কর্তৃপক্ষের নিকটও পৌঁছে যেতো।

চীন দেশীয় ব্যবসায়ীদের ব্যবসার ক্ষতি করণের অভিযোগে তাদেরকে রাজদরবারে সমন দেয়া হত। আরব ব্যবসায়ীগণ জানাতেন যে, তারা অধিক মুনাফা করতে চান না। কারণ মুনাফাখোরী তাদের ধর্মীয় ও সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গিতে দূষণীয় এবং পাপ।

আরব ব্যবসায়ীগণ আরো ব্যাখ্যা করে বুঝাতেন যে, প্রতি বস্তুওয়ারী মূল্য কম করা হলে বিক্রয় বেশি হয় এবং পরিণতিতে তাদের লাভ আরো বেশি হয়। হ্রাসকৃত দ্রব্যমূল্য শুধু ক্রেতাদের জন্যই যে সুবিধাজনক তা নয়, বরং বিক্রয় বেশি হলে মুনাফাও বেশি হয়। যদিও বস্তুর প্রতি ইউনিট মূল্য তুলনামূলকভাবে হ্রাস করা হয়।

চীনদেশীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ চীনা ক্রেতাদেরকেও দরবারে আহ্বান করতেন, তাদের মতামত জানার জন্য। চীন দেশীয় ক্রেতাগণ আরব ব্যবসায়ীদের দ্রব্যের মান উন্নত এবং প্রতি ইউনিট মূল্য বাজারে সর্বনিম্ন পর্যায়ের কারণে বিদেশী ব্যবসায়ীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন।

www.nagorikpathagar.org

যদিও চীনদেশীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ট্যাক্স জনিত কারণে চাইনীজ ব্যবসায়ীদের প্রতি প্রাথমিকভাবে সহানুভূতিশীল থাকতেন, তবুও আরবদের ব্যবসায়ী নীতির ফলে চাইনিজ ক্রেতাদের হ্রাসকৃত মূল্যে দ্রব্য বিক্রয়ের নীতিতে সন্তোষ প্রকাশ করতেন।

আরব ব্যবসায়ী মুবাল্লিগ এবং দা'য়ীদের কল্যাণকর ব্যবসায়িক বুদ্ধির কারণে তাদের মাধ্যমে চীনদেশে ইসলাম প্রচার ত্বরান্বিত হয়। বর্তমান সময়েও ইসলাম ধর্মীয় মুবাল্লিগ এবং দা'য়ীদের ব্যবসাকে তাদের পেশা হিসেবে গ্রহণ এবং ইসলামের দিকে আকর্ষণ করার নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। এরূপ নীতি শুধু যে অমুসলিমদের এ দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর, তা নয়। মুসলিম দা'য়ী ও মুবাল্লিগদের এ দুনিয়ায় অর্থনৈতিক উন্নতি এবং পরকালে জান্নাত প্রাপ্তিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

ব্যবসা ও দাওয়াত শুধু অতীতে নয়, বর্তমানেও হাত ধরাধরি করে চলতে পারে এবং এ দুনিয়ায় অর্থনৈতিক উন্নতি নয়, বরং আখিরাতের নাজাত ও কামিয়াবির সহায়ক ও উসিলা হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থপুঞ্জী

ইসলাম প্রচার ও অন্যান্য ধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী

০১. অমৃতত্ত্বানন্দ, স্বামী (অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা) শ্রীম'ভগবদ্ গীতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৭৯। শ্রী রাম কৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন, দিনাজপুর, বাংলাদেশ।

০২. আহমদ, সা'দ, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দাওয়াত ও আজকের মুসলমান, ১৯৭৬ খ্রীঃ, পৃ. ৩১, বই কিতাব প্রকাশনী, ৬৫ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১।

০৩. ইউনুস, আখম, মরনোত্তর জীবন সম্পর্কে ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম, (Islam and Hinduism on Life After Death) ২০০৩ খ্রীঃ, পৃঃ ১৫১, এম, ওয়াই খান, বাড়ী নং- ৩২ (এফ-৫), সড়ক, ৭, ধানমন্ডি (আ/এ), ঢাকা-১২০৫।

০৪. ইঞ্জিল শরীফ এন্ড দি নিউ টেস্টামেন্ট (বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ), পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯০৮, প্রকাশক বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ৩৯০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১২২৭।

০৫. ইব্রাহীম খাঁ, মুসলিম জাহানে সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, পৃঃ ১৮; সংস্করণ, ১৯৭৯। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ৬৭ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১।

০৬. ইসলাম, এ বি এম নূরুলঃ বাংলাদেশে অমুসলিম মিশনারীদের তৎপরতা, পৃঃ সংখ্যা ৭১, খ্রীঃ ১৯৮৫, কাউন্সিল ফর ইসলামিক সোসিও কালচারাল অরগানাইজেসন (সিসকো), বিশ্ব ইসলাম মিশন কোরআন সুন্নী, ১২৫ লেক সার্কাস, ঢাকা-৫।

০৭. ইসলাহী, মাওলানা আমিন আহসান, দাওয়াতে দ্বীন ও তার কর্মপন্থা, ২য় সংস্করন, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা, ২১০, আধুনিক প্রকাশনী, ২৫ শিরিষ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

০৮. কুতুব, মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলাম প্রচার ও মুসলমানদের দায়িত্ব, ১৯৯৩ খ্রীঃ, পৃঃ ২৩, আঞ্জুমানে হেদায়তুল উম্মাত, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫।

০৯. খায়ের, খন্দকার আবুল, "অমুসলিমদের প্রতি মহা সত্যের ডাক", পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৮০, খন্দকার প্রকাশনী, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

১০. খুরশিদ আহমদ, ইসলামের আহ্বান, অনুবাদক ঃ নুরুল আমিন জাওহার, পৃঃ সংখ্যা-২৭৭, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৫। প্রকাশক: পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০।

www.nagorikpathagar.org

১১. চক্রবর্তী, শ্রী শিব শঙ্কর, দেব দেবীর পরিচয় ও বাহন রহস্য, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০০৫ খ্রী, পৃ. ১১৩, জ্ঞান-শিখা গ্রন্থালয়, শ্রী শ্রী ভোলানাথ গিরি আশ্রম মার্কেট, ১২ কে.এম.দাস লেন, টিকাটুলি, ঢাকা-১২০৩, মূল্য-৭০ টাকা।
১২. চৌধুরী, সৈয়াদ আহমাদ, খৃষ্টান মিশনারী ও বিভ্রান্ত মুসলমান, পৃঃ ৩৩; বিশ্ব ইসলাম মিশন কুরাআনী সুন্নী, র্জমিয়াতুল মুসলেমীন, হেজবুল্লাহ, ১২৫ লেক সারকাস, কলাবাগান, ঢাকা-৫।
১৩. চৌধুরী, সৈয়দ আহমদ, প্রচলিত খৃষ্টবাদ ও বার্নাবাসের ইঞ্জিল, ৩য় সংস্করণ ১৯৮৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮, বিশ্ব ইসলাম মিশন কোরাআনী সুন্নী, ১৯/৪ বাবর রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-৭।
১৪. জিহাদী, মাওলানা আবুল বশর, কেন মুসলমান হলাম (Why We Embrace Islam?), প্রথম খন্ড, খৃঃ ১৯৯৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৪, (দুই শতাধিক মনীষীর কাহিনী)। প্রকাশকঃ কুরআন হাদীস রিসার্স সেন্টার (ফুরফুরা শরীফের গবেষণা প্রতিষ্ঠান), মারকাজে ঈশায়াতে ইসলাম, দারুস সালাম,মীরপুর, ঢাকা-১২২৮।
১৫. জিহাদী, মাওলানা আবুল বশর জিহাদী ঃ কেন মুসলমান হলাম, (Why We Embress Islam?), ২য় খন্ড, খৃঃ ১৯৯৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২২৪। (দুই শতাধিক মনীষীর কাহিনী)। প্রকাশক ঃ কুরআন হাদীস রিসার্স সেন্টার (ফুরফুরা শরীফের গবেষণা প্রতিষ্ঠান) মারকাজে ঈশায়াতে ইসলাম, দারুস সালাম, মীরপুর, ঢাকা-১২২৮।
১৬. তথাগতানন্দ, স্বামী, মহাভারত কথা, ১ম সংস্করন, পৃঃ ২৭৫, প্রকাশক, স্বামী মুমুক্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০,০০৩।
১৭. তথাগতানন্দ, স্বামী, রামায়ন কথা, ২য় সংস্করণ, একাদশ পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ ১৬০; প্রকাশক স্বামী মুমুক্ষানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয, ১ উদ্বোধণ লেন, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০,০০৩।
১৮. তাইয়্যেব, মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ, কুরআনের আলোকে দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি, অনুবাদক ঃ মুঃ হেমায়েত উদ্দীন, ২০০৩ খ্রীঃ, পৃঃ ১১২, মাকতুবাতুল আশরাফ, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
১৯. দীদাত, আহমদ, আহমদ দীদাত রচনাবলী, (অনুবাদক- ফজলে রাব্বী ও মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, ২য় সংস্করণ, ২০০৪, পৃঃ ২৫২, প্রকাশক, পরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
২০. নির্বেদানন্দ, স্বামী, "হিন্দু ধর্ম", ৭ম মুদ্রণ, ২০০৫, পৃঃ সংখ্যা ২৩৫, রাম কৃষ্ণ মিশন, কলিকাতা স্টুডেন্টস হোম, বেলগড়িয়া, কলিকাতা। বন্দো'য়ীধ্যায়, হরিচরন, বাংলা শব্দ কোষ, নিউ দিল্লী।

www.nagorikpathagar.org

২১. বড়ুয়া, সুদর্শন, ত্রিপিটক পরিচিতি, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, খৃঃ ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা, ২৮৮, প্রকাশিকা, শ্রীমতি প্রভাবর্তী বড়ুয়া, রাঙুনিয়া, চট্টগ্রাম।
২২. বড়ুয়া, সুদর্শন, প্রশ্নোত্তরে ত্রিপিটক, পৃষ্ঠা সংখ্যা, ৩১৪, দ্বিতীয় খন্ড, প্রকাশক, প্রভাবতী বড়ুয়া, রাঙুনিয়া, চট্টগ্রাম।
২৩. বিবেকানন্দ, স্বামী, গীতা প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৮, খৃঃ ২০০৫, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা; ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ; ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০,০০৩।
২৪. বুকাইলি, ডঃ মরিস (মূল), আখ্‌তার-উল-আলম (অনুবাদক) ছোটদের বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২১৭, প্রকাশ, ১৯৯৫, প্রকাশক, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ৩৮/২/ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
২৫. ভট্টচার্য, আবুল হোসেন, আত্মনাদের অন্তরালে, ইসলাম প্রচার সমিতি, ১৯৮১ খ্রী. পৃঃ ৬০,, ১২৯ মীরপুর রোড, কলা বাগান, ঢাকা-৫।
২৬. ভট্টচার্য, আবুল হোসেন, আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করিলাম, ৩য় সংস্করণ, ১৪০০ হি./১৩৮৬ বাং, পৃ. সংখ্যা-২৮০, ঢাকা-১৯৯২ প্রকাশিকা: জাহানারা বেগম, ৬ সেন্ট্রাল রোড, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা-৫, মূল্য টাকা-১৫।
২৭. ভট্টচার্য, আবুল হোসেন, একটি সুগভীর চক্রান্ত ও মুসলমান সমাজ, ১৩৮৪ বাংলা, হিঃ ১৩৭৮, পৃঃ সংখ্যা ৩২, ইসলাম প্রচার সমিতি, ৭নং সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা।
২৮. ভট্টচার্য, আবুল হোসেন, বিড়াল বিভ্রাট, ১৯৮১, পৃঃ ৪২, ইসলাম প্রচার সমিতি, ১২৯, মীরপুর রোড, কলাবাগান, ঢাকা-৫।
২৯. ভট্টচার্য, আবুল হোসেন, (প্রাক্তন পুরোহিত সুদর্শন ভট্টচার্য) মূর্তি পূজার গোড়ার কথা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রী, ঢাকা, পৃঃ ১৩৬, প্রকাশক–এ.এন.এম. শামসুদ্দোহা, মিম প্রকাশন, ৬ কলাবাগান, লেক সার্কাস, ঢাকা-১২০৫।
৩০. ভট্টচার্য, আবুল হোসেন, শেষ নিবেদন, ১৯৭৯ খ্রী., পৃঃ ১৭৬, জাহানার খাতুন, ৬ নং সেন্টাল রোড, লেক সারকাস (কলা বাগান) ঢাকা-২।
৩১. মওদুদী, সাইয়্যেদ আবুল আলা, ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, ১৯৭১ খ্রী., পৃঃ ৪৭, ইসলামিক পাবলিকেশান্স লিমিটেড, ১৬ বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০।
৩২. মহাভারত, সংক্ষিপ্ত (আদি পর্ব,সভাপর্ব, বনপর্ব, বিরাট পর্ব, উদ্যোগ পর্ব, ভীষ্ম পর্ব এবং দ্রুত পর্ব), অনুবাদিকা গায়ত্রী বন্দো'য়ীধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮৭২, প্রকাশক, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২৭৩,০০৫; ইন্ডিয়া।
৩৩. মহাভারত, সংক্ষিপ্ত (দ্বিতীয় খন্ড), পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭০৬, অনুবাদিকা, গায়ত্রী বন্দো'য়ীধ্যায়, গোবিন্দ ভবন, ১৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০,০০৭।

www.nagorikpathagar.org

৩৪. মান্নান, মাওলানা আব্দুল্লাহ মামুন আরিফ আল, কেন মুসলমান হলাম ? (তৃতীয় খন্ড), পৃঃ ২৮৪, খৃঃ ১৯৯৯, কুরআন হাদীস রিসার্স সেন্টার, মারকাজে ঈশায়াতে ইসলাম, দারুস সালাম, মীরপুর, ঢাকা-১২২৮।

৩৫. মেহেরুন্নাহ, মুন্সী মোহাম্মাদ, বিধবা গঞ্চনা ও বিষাদ ভান্ডার (বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত), ১৩৩৬ বাংলা, পৃঃ ১৪২, মুনশী মুহাম্মাদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী, মাতওয়াইল, কোনাপাড়া, ডেমরা রোড, ঢাকা।

৩৬. মেহেরুল্লাহ, মুনশী মোহাম্মদ "মুনসী মেহরুল উল্লাহ রচনাবলী" প্রথম খন্ড, সম্পাদক, নাসির হেলাল, ১৯৯৯ খ্রীঃ, পৃঃ ২৭৪, মুনসী মেহেরুল্লাহ ফাউন্ডেশন, ১/জি/৯, মীরবাগ, ঢাকা-১২১৭।

৩৭. মেহেরুল্লা, মুনশী মোহাম্মদ, রদ্দে খ্রীষ্টান ও দলীলুল ইসলাম (খ্রীষ্টান ধর্মের অসারতা) ১৯৯৭ খ্রীঃ, পৃঃ ৪৩, মুনশী মুহাম্মদ মেহের উল্যাহ একাডেমী, মাত ওয়াইল, কোনাপাড়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৩৬।

৩৮. মেহেরুল্লাহ, মুনশী মোহাম্মদ, হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা, ১০ম প্রকাশ, ২০০৭, পৃঃ ১৫০, মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিচার্স একাডেমী, ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

৩৯. রহমান, মুহাম্মদ লুৎফর, (অনুবাদক) কেন ইসলাম গ্রহণ করিলাম? (Islam our Choice) পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১৬। ১৩৯৯ হিজরী। মূল গ্রন্থ প্রকাশনায় বেগম আয়েশা বাওয়ানী ওয়াক্ফ, করাচী, ইসলাম প্রচার সমিতি, ১২৯, মীরপুর রোড, কলাবাগান, ঢাকা-৫।

৪০. ড. কানাই লাল রায়, বেদ রহস্য (সানুবাদ ঈশোপনিষদসহ), খৃঃ ২০০৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫২। প্রকাশকঃ জ্ঞানশিখা গ্রন্থালয়, শ্রী শ্রী ভোলানন্দ গিরি আশ্রম মার্কেট, ১২, কে, এম, দাস লেন টিকাটুলি, ঢাকা-১২০৩।

৪১. শর্মা, ডঃ আর, এস, (রাম শরন) Communal History and Ram's Ayodhya এর অনুবাদঃ "রাম মন্দির না বাবরী মসজিদ" ? ৫ম, প্রকাশ, ২০০২ খ্রী. পৃঃ ১১০, মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, মুনশী মোহাম্মাদ মেহেরুল্লাহ রিচার্স একাডেমী, মাতুআইল, কোনাপাড়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬২।

৪২. শামছুল হক ফরিদপুরী, তাবলীগ ও ইসলামী জিন্দেগী, ২০০২ খ্রী. পৃ. ৬৪, বিশ্ব কল্যাণ পাবলিকেশন্স, ৪১/৪-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

৪৩. হাই, শেখ মুহাম্মাদ আবদুল হাই, সত্যের সন্ধানে (Part of the Translation of "In Search of the Truth) প্রথম খন্ড, পৃ. ২৬৭, খ্রী. ১৯৯৬, মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

৪৪. শায়খুল উবুদিয়া ইমাম সাইয়েদ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুহু আল হোসাইনীঃ জগৎগুরু মোহাম্মদ (সা.) (প্রথম খন্ড), অনুবাদকঃ মোহাম্মদ সোলায়মান ফারুকী, ড. মোহাম্মদ মুহসীন উদ্দিন, ড. এ. কে. এম.

www.nagorikpathagar.org

মুহিববুল্লাহ; রেনেসাঁ পাবিলিকেশন্স, ঢাকা, পৃঃ সংখ্যা-২৩১। প্রকাশঃ ২০০৫ খ্রীঃ, ২৫২, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫।

৪৫. সরকার, সুধীর চন্দ্র, পৌরানিক অভিধান, কলিকাতা, ১৩৯২ বাং।

৪৬. সাঈদী, দেলওয়ার হোসেন, বিশ্বমানবতার মুক্তিসনদ, ২য় সংস্করন, ১৯৭৯ খ্রী. পৃঃ ৩১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৪৭. সিদ্দিকী, মাওলানা মুহাম্মাদ কলীম, আপনার আমানত, অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ মুসা, পৃঃ ৩২, ২০০৬ খ্রীঃ, জমিয়াতে শাহ ওয়ালী উল্লাহ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

৪৮. সিদ্দিকী, মাওলানা মুহাম্মাদ কলীম, দাওয়াতের উপহার, (আরাম গানে দাওয়াত), অনুবাদক, আবূ সাঈদ ওমর আলী, ২০০০ খ্রী., পৃঃ ১৭৬, মজলিস নাশরিয়াত-ই-ইসলাম, বাংলাদেশ, মুহাম্মাদ ব্রাদার্স, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

৪৯. হাই, আবু সালীম মোঃ আব্দুল, অনুবাদকঃ জুলফিকার আহমদ কিসমতি, আদর্শ কিভাবে প্রচার করতে হবে, ২য় সংস্করন, ১৯৭৬ খ্রীঃ, পৃঃ ৮৮, মূল উর্দুতে, পলাশ পাবলিকেশান্স, ১৩ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১।

৫০. হাসান রশিদুল; জেলা জজ, ইসলাম প্রচার (মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং জীবন ব্যবস্থার আলোতে), পৃঃ ৩৪, ২য় সংকরন, ১৯৭০ খ্রী.। লেখক কর্তৃক প্রকাশিত।

৫১. বাল্মীকিঃ রামায়ন, হেমচন্দ্র ভট্টচার্য গদ্যানুবাদিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০৭, তৃতীয় রাজ সংস্করণ, ২০০৪ খৃঃ, প্রকাশক, তুলি কলম,১-এ কলেজ রোড, কলকাতা-৯।

www.nagorikpathagar.org

Da'Wah Bibliography

1. Ambedkar, Dr. B.R.; Riddle of Rama & Krishna, Bangalore, 1988.
2. Badawi, Dr. Jamal A., The Status of Women in Islam, Riyadh. 1980.
3. Basham, A.L., The Wonder That Was India, Calcutta, 1992.
4. Bhuiyan Mahbubur Rahman, The Propagation Policy of Islam, pp-44, year-1980, Islamic Cultural Centre, Chittagong Devision, Shittagong.
5. Chaturvedi, M.D., Hindusim, The Eternal Religion, Bombay, 1992.
6. Encyclpaedia of Religion and Ethics, ed, James Hastings, dinburg, 1967. Vols. VI, VI and XII, New York, 1967.
7. Fazlie, Murtahin B. Jasir, Radiance: Sayings of the Prophet, Jeddah, 1993.
8. Fazlie, Hinduisn and Islam, A Comparative Study, Abul Qusim Publiching House Jeddah, Saudi Arabia, 1997.
9. Fazlie, Murtahin B. Jasir, Fazlie, Murtahin B. Jasir, Hindu Chauvinism and Muslims in India, Jeddah, 1995.
10. Galwash, Dr. Ahmad A., The Religion of Islam, Doha, 1973.
11. Gandhi, M.K., Hindu Dharma, New Delhi, 1991; Bombay 1991.
12. Hardon, John, Religions of the World Vol. V.
13. Hayee S.K. MD. Abdul, In Search of the Truth, A.D. 1992, pp, 230, published by Md. Abdul Hayee, Consuant, Civil Engineer, Faculty of Education, King Abdul Aziz University, Al Madina Al Muna wwara, KSA.
14. Hasan Dr. Muhammad Khalifa, The Relationship between Islam and other Religions, United Printing, Publishing and Distributing.
15. Huq Fazlul, Gandhi Saint or Sinner ? Bangalore, 1992.
16. Israil Muhammad, Hinduism As Contrasted With Islam, Patna, 1897.
17. Jagannathan, Sakunthala, Hinduism, An Introduction, Bombay, 1991.
18. Landis, Benson Y., World Religions, New York.

www.nagorikpathagar.org

19. Muhiyaddin, Muhammad Ali, A Comparative Study of the Religions of Today, New York, 1985
20. Oman, John Campbell, The Brahmans, Theists and Muslims of India, Delhi, reprint, 1973.
21. Penguin Dictionary of Religions, The London, 1984.
22. Rajshekar, V.T., Dalit, The Black Untouchables of India, Bangalare, 1979, Atlanta/Ottawa, 1987.
23. Rajshekar V.T. India's Muslim Problem Bangalore. 1993.
24. Ramayana of Valmiki. The, tr. Hari Prasad Shastri, London, 1959.
25. Rawlinson, H.G., Intercourse Betwerm World, Cambridge 1926.
26. Rig Veda, The, tr. Ralph T.H. Griffith, New York, 1992.
27. Sandeela, F.M. "Islam, Christianity and Hinduism," Dellhi, 1990.
28. Sharma, S.R., The Making of Modern India, Bombay, 1951.
29. Shastri, Shankaranand, My Memories and Experiences of Babasaheb Dr. B. R. Ambedkar, Faizabad, 1989.
30. Singh, Khushwant, India. An Introduction, New Delhi, 1990.
31. Theertha, Swami Dharma, History of Hindu Imperialism, Madras, 1992.
32. Trumbull, Robert, As I See India, London, 1957.
33. Usmani, Moulana Shams Nawid, Agar Ab Bhi Na Jage Tu.... Roushni Publishing House, Rampur.
34. valmiki Ramayana, Tr. Rajshekhar Basu, Calcutta, 1396 B.E.
35. Wilkins, W.J., Hindu Mythology, New Delhi, reprint, 1992.
36. Wilkins. W.J. Modern Hinduism, London, reprint, 1975.

www.nagorikpathagar.org

অমুসলিমদের নিকট ইসলাম প্রচারের দায়ীত্ব

আ.জ.ম. শামসুল আলম

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা